শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের
শুভ আবির্ভাবের শতবর্ষপূর্ত্তি স্মরণে

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরী

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
প্রণীত

উপক্রমে
কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজের
অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম. এ., লিখিত

উপসংহারে
হুগলী ইটাচুনা কলেজের অধ্যক্ষ
অধ্যাপক নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম. এ., ডি. ফিল লিখিত
"আস্বাদনে"

শ্রীশ্রীহরিপুরুষ স্তবরাজ

সৌন্দর্য্যে সর্ব্বসারং সরসিজবদনং প্রেমবশ্যং পরেশং
শ্রীবন্ধুং স্নেহসিন্ধুং সিতকররদনং নিত্য কৈশোর বেশম্।
মাধুর্য্যে বিশ্বপারং ললিত তনুধরং কোটি কন্দর্পভূপং
বন্দে পদ্মাসনস্থং হরিপুরুষবরং পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপম্ ॥১॥

ডাহাপাড়া বসন্তং সুমধুর হসনং দীননাথাঙ্গজাতং
শ্রীমাহেন্দ্রক্ষণেষু জ্বলিত গৃহতলং মুর্শিদাবাদ রাজম্।
কুন্দশ্রেণী সুরম্যং শতদল রুচিরং স্মের সংযুতবক্ত্রং
বন্দে পদ্মাসনস্থং হরিপুরুষবরং পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপম্ ॥২॥

বামাবাৎসল্য-রত্নং কমলজ শরণং চন্দ্রপুত্রং বরাঙ্গং
চিদ্রূপং চারিহস্তং মনসিজ মথনং নিত্যলীলাবিভঙ্গম্।
প্রাণারামং সুঠামং পরম সুখকরং স্নিগ্ধলাবণ্যরূপং
বন্দে পদ্মাসনস্থং হরিপুরুষবরং পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপম্ ॥৩॥

উদ্যদ্ বিদ্যুজ্জিতাভং শতশশি সদৃশং শুভ্রবাস দধানং
শ্রীচালিতাতলস্থং ত্রিভুবন কমনং শ্রীকুণ্ডে ভাসমানম্।
নিত্য শ্রীঅঙ্গনস্থ প্রভুমতি করুণং কৃষ্ণদাসাদি সেব্যং
বন্দে পদ্মাসনস্থং হরিপুরুষবরং পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপম্ ॥৪॥

গম্ভীরায়াং বিভোরং বহু দিবসভরং স্বানুভাবে নিমগ্নং
গাম্ভীর্য্যে কোটিসিন্ধু প্রকটিতমতুলং প্রীতিপীযূষলগ্নম্।
সুদীপ্ত ব্রহ্মচর্য্য- জ্বলন সমদৃশং স্নিগ্ধ কৈশোর বেশং
বন্দে পদ্মাসনস্থং হরিপুরুষবরং পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপম্ ॥৫॥

বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কলিদবদবথু ধ্বংসকার্য্যে নিযুক্তং
সংসারে সর্ব্বসারং মসৃণ পদতলং কেতকী কেশরাভম্ ।
দীনার্ত্তানাং শরণং ভব-কমল ভব- প্রার্থিতং পাদপদ্মং
বন্দে পদ্মাসনস্থং হরিপুরুষবরং পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপম্ ॥৬॥

শ্রীরাধা ভাবসিন্ধৌ সতত বিহরণা মোদপূর্ণং শুভাঙ্গং
শ্রীগৌরাঙ্গ নিতাই প্রণয় রসময়ং ভাবসম্পদ বিভঙ্গম্ ।
একাধারে সমষ্টি- কৃতসকল কলা লাস্য বৈচিত্র্যহারং
বন্দে পদ্মাসনস্থং হরিপুরুষবরং পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপম্ ॥৭॥

মৈত্রী লাবণ্যপুরং রসঘন মধুরং জীবদুঃখ ব্যথার্ত্তং
"বৃন্দারণ্য নদীয়া" মধুময় মিলনং শ্রীমহানাম মূর্ত্তম্ ।
একং পূর্ণাবতারং প্রলয় ভয় হরণং সত্যমানন্দ রূপং
বন্দে পদ্মাসনস্থং হরিপুরুষবরং পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপম্ ॥৮॥

জয় জগদ্বন্ধু

উৎসর্গ

শ্রীমৎ গোপীবন্ধুদাস ব্রহ্মচারীকে—

গোপীদা !

দেশে দেশে যাই ভাগবত গাই কত লীলাগান কত মুখে শুনি।
তোমার মতন রসের ভিয়ান কোথাও না দেখি, তোমা হেন গুণী ॥
কত প্রাণে ভয় সাত দশক যায় পাছে স্তব্ধ হয় ও-কণ্ঠরাগিণী।
এ আশঙ্কা বুকে উঠে জেগে জেগে "অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধু হৃদয়ানি" ॥
তবে, লীলা-তরঙ্গিণীর তরঙ্গে রঙ্গে যে মহাসঙ্গীত স্বতঃ সমুদ্গীত।
সহস্র বছর অজস্র মাধুর্য্যে সিঞ্চিবে জীবে করি রোমাঞ্চিত ॥
সে গ্রন্থ সেবন মনন করিতে অন্তরে অন্তরে উদিল সাধ।
অমৃতরূপী এক সহস্র স্তবকে নিঙারি নির্য্যাস করি রসাস্বাদ ॥
আজ পূর্ণ দিনে ভাবি মনে মনে কারে অরপিব তোমারে বিনু।
লীলা-তরঙ্গিণী যে-কর-লিখনী এ নিঙরাণ রস সে-করে দিনু ॥
তোমার ভজন থাকুক স্মরণে সুর সংযোজনে হউক গীত।
সে প্রসাদে মহানাম ধন্য হবে, হইবে সকল জগৎ প্রীত ॥

স্নেহধন —

মহানামব্রত

নিবেদন

পরতত্ত্ব অবিভক্ত। বিভক্ততায় পরিব্যক্ত—'অবিভক্তং বিভক্তেষু'। শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী অখণ্ড স্রোতস্বিনী। দশটি খণ্ডের দশটি ধারায় তাহার আস্বাদন। স্নানে সর্ব্বাত্মস্নপন। স্নানান্তে পূজায়োজন। পূজা মন্ত্রের স্বচ্ছন্দ স্ফুরণ মহাপয়ার ছন্দে। ইহাই "শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরী"।

এই গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বের কথা। কতিপয় দিবস প্রায় বিবশ। উঠিতে বসিতে দিবস রজনী 'বন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী'। লঞ্চে, ট্রেনে, বাড়ীতে গাড়ীতে, সর্ব্বত্র কী যেন পাইয়া বসিল। একটা মানস আন্দোলন, আত্মিক আলোড়ন, ভাবের উদ্বোধন।

দুই সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় অতিনিষ্ঠায় যে লীলার অভিব্যক্তি, চুম্বকে তাহারই কাব্যময় পরিণতি কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র পংক্তিতে। কর্ম্মী স্বয়ং লীলা। এই জীবাধমকে দিয়া যেন প্রতিলিপি করাইলা। প্রকাশ করাইলা এই সনাতন লীলাস্তুতি।

কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল মহাবিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপনাব্রতী ধীমান্ শ্রীমান্ নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষকে পর্যায়ক্রমে পাঠান হ'ল ডাকে। সে ডাকে সাড়া দিল সে অনুরাগে। ভূমিকা লিখিল আবেগে। মুদ্রণ সমাধান অতিবেগে। শুভ জন্মোৎসবের জয়োল্লাসে মুদ্রণ শেষে এই গ্রন্থ হাতে আসে। রাখিব, যিনি আছেন লীলারসে তাঁর চরণ পাশে। নিত্য সেবাবকাশে সেবাইত গোপীবন্ধুদাসে গাহিয়া শুনাইবেন লীল-নায়কের সকাশে এই আশে।

পদে লুটাইত—

মহানামব্রত

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী

শিশু-সাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের "হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত

প্রভু জগদ্বন্ধুর গম্ভীরালীলার শেষভাগে ১৩২৩ সালে মহানাম-সম্প্রদায় নামে একটি কীর্ত্তনের দলের সৃষ্টি হয়। জগদ্বন্ধুর অন্তরঙ্গ ভক্ত মহেন্দ্রজী এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। মহেন্দ্রজীর জন্মস্থান যশোহর জেলায়। তরুণ বয়সেই তিনি সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবন যান। সেখানে বনে বনে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেন; আর 'হরি... হরি'... 'রাধে.... রাধে' 'কৃষ্ণ... কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিতেন। লোকে তাঁহাকে মনে করিত পাগল। সকলের কাছে তাঁহার পরিচয়ও হইয়াছিল 'মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্র' নামে।

একদিন তিনি স্বপ্নে জগদ্বন্ধুর মূর্ত্তি দেখিতে পান। সেই স্বপ্নের ঘোরে কানেও শুনিতে পান— কে যে বলিল—'ইনি শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু।' এইরূপ স্বপ্নের মধ্যে কয়েকবার তিনি জগদ্বন্ধুর উপদেশও পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দর্শন পাওয়ার নিমিত্ত তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে হঠাৎ একদিন বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটে জগদ্বন্ধুর প্রিয় ভক্ত নবদ্বীপ দাসের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার কাছে তিনি জগদ্বন্ধুর সন্ধান পাইয়া বাংলাদেশে ছুটিয়া আসেন।

জগদ্বন্ধুর দর্শন লাভের পর মহেন্দ্রজী তাঁহাকে পরম দেবতারূপে প্রেমের সেবা করিতে লাগিলেন। জগদ্বন্ধুর লীলা-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তিনি ভক্তিমূলক বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। সেই সঙ্গীতগুলি যেন শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর আরতির জীবন্ত মন্ত্র। 'হরিপুরুষ-জগদ্বন্ধু মহানাম' নামে উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

মহানাম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার সময়ে কীর্ত্তন দ্বারা প্রভু জগদ্বন্ধুর আবির্ভাব-বার্ত্তা দেশে দেশে প্রচার করাই সম্প্রদায়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

মহেন্দ্রজী ও কুঞ্জদাসজী সংসারত্যাগী কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে লইয়া সেই প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে প্রভুর বহু ভক্তই সেই কাজে যোগ দিয়াছেন। ভক্তগণ প্রভু জগদ্বন্ধুকে মহাউদ্ধারণ বলিয়াই বিশ্বাস করেন। সেই মহাউদ্ধারণের মহানাম-কীর্ত্তন করাই এখন মহানাম-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য।

"এবংব্রত স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা" মহানামসম্প্রদায়ের এই ব্রত ও বক্তব্য –

শ্রীশ্রীহরিই একমাত্র পুরুষ। তিনি জগদ্বন্ধুরূপে আসিয়াছেন। মহা-উদ্ধারণ তাঁহার কার্য্য। তিনি চারিহস্ত দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। সাধারণ জীবের মত তিনি যোনিসম্ভব নহেন। অপ্রাকৃত চাঁদের সুধায় তাঁহার দেহ রচিত। তিনি চন্দ্রপুত্র। তিনি জীবের জন্য কত কষ্ট করিতেছেন, কীট জীবের পতন দেখিয়া তিনি হা হা করিয়া কাঁদিতেছেন। তিনি সকল প্রভুর প্রভু। তিনি ঐশ্বর্য্যেও অনন্ত, মাধুর্য্যেও অনন্ত। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও এইরূপ—শ্রীভগবান্ যখন যে রূপ যে নাম ধারণ করিয়া আসেন তখন ঐ নামই সাধন ও শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন। "এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ ক্ষণুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়ঃ সোমেশ্বরো হরিঃ।" শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরও এইবার মহানাম নিয়া আসিয়াছেন। মরমী ভক্তগণ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া এই মহাউদ্ধারণ লীলার মহানামকে গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরীর মধু-সন্ধানে

[পুরোবাক্য]

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোহম বরাক রূপোহপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে প্রভোঃ শ্রীবন্ধুসুন্দরস্য ॥

শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুসুন্দরকে প্রণাম করি। আমার ন্যায় তুচ্ছ বরাক—কীট কুহকজাত জীবাধমের দ্বারা বন্ধুলীলা মাধুরী গ্রন্থের ভূমিকা লেখাইবেন তাহা আমার আশারও অতীত ছিল। প্রভুর কৃপা আশাতীত ভাষাতীত। যাঁহার প্রেরণায় এই অমূল্য সুযোগ ঘটিয়াছে, তাঁহার চরণে বার বার প্রণিপাত করি।

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা অপার সমুদ্র বিশেষ। ইহার অন্ত পাওয়া দূরে থাকুক, ইহার বিন্দুমাত্র লাভ করিতে পারাও জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফল। এই লীলা-রহস্য আমাদের চিন্তনের অতীত, মননের অতীত, ইহা সমুদ্রের মতই গম্ভীর ও দুরবগাহ। এই লীলা-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কবি কবিরাজ শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর অনুসরণে বলিতে পারি—আকাশের অন্ত নাই। পাখীর দুইটি ডানায় যতটা শক্তি, যতটা উৎসাহ, বারে বারে সে ততটাই পরিক্রমণ দিয়া আসিতে পারে।

পক্ষী যেমন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত শক্তি থাকে ততদূর উড়ি যায় ॥
এই মত চৈতন্য-কথার অন্ত নাই।
যার যতদূর শক্তি সবে তত পাই ॥

বাস্তবিক নিঃসীম আকাশের মত দিগন্ত প্রসারিত অনন্ত লীলা-সমুদ্র আমাদের সম্মুখে পড়িয়া। ইহার অতল তলে কী গভীর রহস্য লুকাইয়া আছে তাহা কে বলিতে পারে? সাধারণ মানুষ এই লীলা-পারাবারের তীরে দাঁড়াইয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতে পারে মাত্র। ভিতরকার মণিমাণিক্য আহরণ করিবার শক্তি তাহার নাই। জন্মকোটি সুকৃতির ফলে যদি লোল্য জন্মে তবেই ইহার গভীর গহনে প্রবেশ করিবার অধিকার। সুকৃতি বলিলাম এই জন্য যে, প্রাকৃত সমুদ্রে অবতরণ ও সন্তরণ লৌকিক শিক্ষার ফলেই হইতে পারে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলা ও

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার সর্ব্বসমষ্টিরূপ শক্তি যিনি, সেই শ্রীশ্রীপ্রভুসুন্দরের লীলাম্বুধিতে অবগাহনের ক্ষমতা তাঁহার কৃপা ভিন্ন সম্ভব নয়।

"অনুমানে প্রমাণে নহে ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বর তত্ত্ব কেহ নাহি জানে॥"

আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, আমরা এমন দুইজন ভূরিদা মহাজনের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, যাঁহারা শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের মহাউদ্ধারণলীলার অমৃত-সিন্ধুতে ডুব দিয়া অমূল্য রত্নরাজি আহরণপূর্ব্বক কলিহত জীবের ত্রিতাপজ্বালা দূরীকরণের প্রয়াস পাইয়াছেন—

'প্রেমভক্তি রীতি যত, নিজ গ্রন্থে সুবেকত,
লিখিয়াছেন দুই মহাশয়।'

এই দুই মহাশয়ের একজন শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-কথার ভাণ্ডারী শ্রীমৎ গোপীবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, আর একজন শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা প্রচারণ কর্ম্মের পুরোধা ভাগবত গঙ্গোত্তরী ডঃ শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। এই 'দুই মহাশয়' শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের লীলা-তরঙ্গিণীকে শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন গোমুখী হইতে ভগীরথের মত শঙ্খ বাজাইয়া প্রবাহিত করিয়াছেন ভুবনের ঘাটে ঘাটে, সংসারের উষ্ণ মরুতে যাহারা দুঃখের তপ্তশ্বাস ফেলিতেছিল, তাহাদেরকে দিলেন নব জীবনাদর্শের সঞ্জীবনী ধারা।

বস্তুতঃ শ্রীমৎ গোপীবন্ধুদাস প্রণীত "শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী" শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের প্রকটলীলার বিচিত্র ইতিহাস। দশটি খণ্ডে গ্রথিত এই লীলাতরঙ্গিণীকে গদ্যে রচিত শ্রীশ্রীবন্ধুচরিতামৃত বলা চলে। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীবৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত যেমন মহাপ্রভুর দিব্য জীবন ও নরলীলার অপরূপ চিত্র, শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণীও শ্রীবন্ধুসুন্দরের স্বীয় ভাবানন্দে রসাস্বাদন ও করুণা বিতরণের বাস্তব আলেখ্য। গ্রন্থকার শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুসুন্দরের কারুণ্য-ধারায় অবগাহন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাই তিনি শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাভাবাম্বুধির রত্নরাজি দুইহাত ভরিয়া সাধারণকে বিতরণ করিয়াছেন। এই বিতরণের ফলে লোক ধন্য হইয়াছে, ধন্য হইয়াছে তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবন। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে শ্রীশ্রীবন্ধু-চরিত অতীব অদ্ভুত, অতিশয় মধুর—"মধু হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে অতি সুমধুর।"

লীলা-তরঙ্গিণীর গ্রন্থকার নিজে ভাবুক এবং ভক্ত। জ্ঞানী হইয়াও তিনি নিজেকে মনে করেন জ্ঞানরাজ্যের অকিঞ্চন। এই দৈন্যবশতঃ এবং কিছুটা বাস্তবতার প্রেরণায় তিনি ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারিজীকে তাঁহার লীলা-তরঙ্গিণী

রচনার উত্তর সাধক বলিয়া মনে করেন। লীলা-তরঙ্গিণীর প্রথম খণ্ডের নিবেদনে তিনি লিখিয়াছেন, "আমি একটি শুষ্ক কাঠামো মাত্র তৈয়ার করিয়াছিলাম...... আমার কাঠামোখানি স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ মহানামব্রত নবসাজে সাজাইয়া তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে।" "আমি লীলাসম্ভার যোগাড় করি...সাজাইয়া গোছাইয়া রসুই করে শ্রীমান্ মহানামব্রত" (ষষ্ঠ খণ্ডের ভূমিকা)।

বাস্তবিক পক্ষে শ্রীমৎ গোপীবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী এবং ডঃ শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী উভয়েই ভক্ত, পণ্ডিত, ভাবুক এবং রসিক। প্রভুবন্ধু সম্পর্কে বহু তথ্য ও সার সত্যের পণ্য সাজাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের ভক্তির তরী শ্রীশ্রীপ্রভুর লীলা-তরঙ্গিণীতে ভাসাইয়া দিয়াছেন। ঋষিরা যেমন মন্ত্রের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, বৈষ্ণব কবিগণ যেমন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রত্যক্ষ লীলার দর্শক, আমাদের এই দুই মহাশয়ও শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-লীলার সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ও ঋষি। এই প্রত্যক্ষ দর্শন হেতু "এই দুই মহাশয়ের" রচিত গ্রন্থ শুধু লীলাকথার সমষ্টি মাত্র নয়, এইগুলি শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের বাঙ্ময় বিগ্রহ—ইহা "স্বাদু স্বাদু পদে পদে।"

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরীর প্রণেতা ভাগবতগঙ্গোত্তরী ডঃ শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারিজী সম্পর্কে কিছু বলিতে গিয়া হঠাৎ সেক্সপীয়র সম্পর্কে কবি ম্যাথু আর্নল্ডের একটি কবিতার কথা মনে হইল। সেক্সপীয়রের প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়া আর্নল্ড বলিতেছেন,—

"Others abide our question thou art free
we ask and ask thou art still and dost laugh,
out-topping our knowledge."

"অন্যের প্রতিভা সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি, কিন্তু তুমি আমাদের সমস্ত জিজ্ঞাসার ঊর্দ্ধে। আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির বহু উচ্চে তুমি চুপ চাপ দাঁড়াইয়া আছ।" কোনরূপ অত্যুক্তি না করিয়া ব্রহ্মচারিজী সম্পর্কেও এই কথা বলা চলে। যিনি সুললিত গদ্যে রচনা করিয়াছেন গীতাধ্যান, গৌরকথা, চণ্ডীচিন্তা, উদ্ধবসন্দেশ, চন্দ্রপাতমাধুর্য, বিন্দুর ব্যাখ্যা, মহামৃত্যুঞ্জয়ের ভাষ্য সর্বোপরি শ্রীমদ্ ভাগবতের 'ফেলালব' নামক টীকা, তিনি লঘু পয়ার ছন্দে রচনা করিলেন হরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল, শ্রীশ্রীবন্ধু-স্মরণমঙ্গল, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-স্মরণমঙ্গল, শ্রীশ্রীগৌর-স্মরণমঙ্গল, আর বিচিত্র ছন্দের সংস্কৃত স্তবমালা। কখনো তিনি রচনা করেন অধুনা-অপরিজ্ঞাত ব্রজবুলি ভাষায় গীতি-কবিতা, কখনো বা শ্রীশ্রীবন্ধুপরিকর-দিগের জীবন-কথা, কত না ছন্দে কত না বর্ণে রচিত কত বিচিত্র কাহিনী।

বর্ত্তমানে তিনি আমাদিগকে উপহার দিলেন কাহিনী-কাব্য ও মহাকাব্যের সমন্বয়ে রচিত কাব্য শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরী, মহাপয়ার ছন্দে গ্রথিত এক অপরূপ কাব্য। এই জন্যই বলিতেছিলাম ব্রহ্মচারিজীর প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া মাদৃশ জীবাধমের পক্ষে বাতুলতা মাত্র। কিছু বলিতে গেলেই আশংকা হয়, তাঁহার বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় হয়ত প্রকাশিত হইল না।

'শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরী' ব্রহ্মচারিজীর মৌলিক গ্রন্থ নহে। ইহা শ্রীমৎ গোপীবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী মহোদয়ের শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণীর সার-সংকলন। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের অপার্থিব প্রেমমাধুর্য্যপূর্ণ দিব্য জীবন, তাঁহার করুণাস্নাত ভক্তগণের জীবনচর্য্যা, যুগধর্ম্ম প্রবর্তনের জন্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যে নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহারই উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য এবং "ত্রিভুবনে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্ব্বত্র প্রচারিত হবে মোর নাম"—মহাপ্রভুর এই বাণীর সত্যতা রক্ষাকল্পে পরম করুণাময় শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের মর্ত্ত্যধামে নরলীলায় অবতরণ প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা আছে শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণীতে। কিন্তু দশটি খণ্ডে বিবৃত লীলাকথা পঠন ও শ্রবণের সৌভাগ্য অনেকেরই হয় না, স্মৃতির দুর্ব্বলতা বশতঃ অনেকে অনেক কাহিনী মনেও রাখিতে পারেন না। ভাবুক ভক্ত ও সাধারণ পাঠকের এই অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত এবং শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুর অদ্ভুত চরিতকথা শ্রবণের জন্য কলিহত জীবের লৌল্য বুঝিতে পারিয়া তিনি লীলা-তরঙ্গিণী মন্থন করিয়া আলোচ্যমান গ্রন্থরূপ নির্য্যাস সংগ্রহ করেন। "লীলা-তরঙ্গিণী কহিলা যে কথা মহানাম গায় কবিতা ছন্দে" (প্রথম মাধুরী—১৩)।

কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থের সার সংক্ষেপ বলিতে আমরা যাহা বুঝি আলোচ্য গ্রন্থটি তাহা নহে। লীলা-তরঙ্গিণী পূর্ণ, ইহার রসনির্য্যাসরূপ শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরীও পূর্ণ, আর লীলা-তরঙ্গিণীর যে সমস্ত ঘটনা এখানে স্থান পাইল না ইহারাও পূর্ণ—পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। কাজেই কোথাও অপূর্ণতার অপরিতৃপ্তি নাই, বরং স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের রসনিষেকে অভিষিক্ত হইয়া ইহা আরো মধুর হইয়াছে। আম্র মুকুল চর্ব্বণ করিয়া কোকিল যেমন তাহার স্বভাবতঃ মধুর কণ্ঠকে আরো মধুর করিয়া লয়, ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারিজীও লীলা-তরঙ্গিণীর মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া আপন কাব্য-মাধুর্য্যকে মধুরতর করিয়া তুলিয়াছেন এবং ছন্দ বিরচন ও বিষয় নির্ব্বাচনে এমন সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, যাহাতে সাধারণ পাঠকও গ্রন্থটির মাধুরী গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। এই দিক দিয়া বিচার করিলে গ্রন্থটির নাম "শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরী" সার্থক হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরী বৈষ্ণব মহাজন রচিত কাব্যের ছাঁচে চিত্রিত। মনে হয় শ্রীল বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত অথবা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতকে আদর্শ হিসাবে রাখিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত যেমন নমস্ক্রিয়া ও বস্তুনির্দ্দেশ দিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে, ডঃ ব্রহ্মচারীও তাঁহার গ্রন্থের অধিদেবতাকে নমস্কার করিয়া এবং তাঁহার নির্দ্দেশ দিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন।

যোগীর দৃষ্টিতে যোগারূঢ় যিনি জ্ঞানীর দৃষ্টিতে স্থিতপ্রজ্ঞ।
বেদান্ত আলোকে ব্রহ্মভূত যিনি ভক্ত ভাবনায় প্রেম রসজ্ঞ ॥
প্রেমিকের চোখে মধুর রসের ঘনীভূত মহাভাব প্রতিমা।
ব্রজে প্রবর্ত্তক গৌড়েতে সাধক গোয়ালচামটে মাধুর্য্য সীমা ॥
এ গ্রন্থের তিনি অধিষ্ঠাতৃদেব তাঁর গুণ-গাঁথা গাহিতে সাধ।
মহা করুণার মন্থন দণ্ডে তুলি তরঙ্গিণী অমৃত-আস্বাদ ॥

(প্রথম মাধুরী, ৭—১০)

তবে একটা কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সাধারণতঃ কবি যেমন দীর্ঘ কবিতার মধ্য দিয়া নিজের ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের সে সুবিধা ছিল না। অত্যন্ত তথ্যবহুল ও বস্তুনিষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া তাঁহাকে ভাব বিকাশে অপূর্ব্ব সংযমের পরিচয় দিতে হইয়াছে। এইজন্য ইহাতে গীতি-কবিতার ভাবপ্রবণতার চাইতে কাহিনী বর্ণনার নৈর্ব্যক্তিকতা বা অনাসক্ত দৃষ্টির পরিচয় বেশী। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, একটি পরিছন্ন রসমণ্ডল গ্রন্থটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ইহার রস শান্ত। ইহা প্রসাদ-গুণালংকৃত শান্ত রসের কাব্য। ইহা একাধারে কাব্য, নীতি ও দর্শন। শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের দার্শনিকতা এবং শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের মধ্যে সেই দার্শনিকতার রূপায়ণ অত্যন্ত সহজ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে আলোচ্য কাব্যে। গ্রন্থকার নিজে মরমী ভক্ত ও সাধক। তাই তাঁহার পক্ষে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের লীলামৃত পরিবেশন করা সম্ভব হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরী শুধু সাহিত্য নহে। সাহিত্য হিসাবে বৃহৎ হইলেও ইহার আর একটি বৃহত্তর দিক আছে। যাঁহারা কেবল সাহিত্য হিসাবে এই লীলা-গ্রন্থের গ্রাহক, তাঁহারা ইহা হইতে প্রচুর রস আহরণ করিতে পারেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত রস-মাধুরী কেবল তাঁহারাই উপভোগ করিতে পারিবেন, যাঁহারা ইহার মধ্যে একজন পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার, একটি অতীন্দ্রিয় অনুভূতির

উপলব্ধি ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের দার্শনিকতার আস্বাদন করিবেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতৃগণ কাব্য ও সঙ্গীতকে সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কাব্যের মধ্যে ভগবৎ প্রেমের মূর্ত্ত বিকাশ দেখিতে পান। তাঁহাদের প্রধান গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত একাধারে দর্শন ও কাব্য। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মমতকে একটি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য দান করিয়াছেন। ধর্ম্মমতের কঠিন কঠোর ক্ষেত্রের উপর দিয়া দার্শনিক যুক্তিজালের ঊষর প্রান্তরে গ্রন্থকার যে কাব্য ও সঙ্গীতের জাহ্নবী যমুনা ধারা বহাইয়া দিলেন তাহা সত্য সত্যই অভিনব।

আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম যাঁহারা অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মানুষকে জ্ঞানের আলোকিত পথে নিয়া যাইতেন তাঁহারা ছিলেন কবি। তাঁহারা শুধু দার্শনিক ছিলেন না, ছিলেন কবি-দার্শনিক। কবি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, কবি জরা মৃত্যু রহিত, কবিই আমাদিগকে জ্ঞান দান করেন, রক্ষা করেন তাঁহার দিব্য কাব্য দ্বারা।

পশ্চাৎ পুরস্তাদধরাদ উতোত্তরাৎ
কবি কাব্যেন পরিপাহি
সখা সখায়ম অজয়ৌ জরিম্নে
মর্ত্তা অকর্ম্মত্যস্তং নঃ।

পশ্চাতে সম্মুখে নীচে উপরে হে কবি, তোমার কাব্যের দ্বারা তুমি আমাদেরকে রক্ষা কর। সখা যেমন সখাকে রক্ষা করে, তেমনি হে অজর, জরামরণশীল আমাদিগকে তুমি রক্ষা কর। কবি যিনি, বিশ্ব-সৃষ্টির তিনি দূত, একটি মাত্র লোকে বাস করিয়া সর্ব্বলোকের রহস্য তিনি জানিতে পান, দেখিতে পান। এই হিসাবে কবি ও দার্শনিক উভয়েরই কাজ এক।

যে রস ও রহস্যের, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের, শোক ও বেদনার, দুঃখ ও আনন্দের দৃষ্টি দিয়া এই বিশ্বজীবনকে আমরা পাই ও ভোগ করি, সেই দৃষ্টি আমাদেরকে কবিই দিয়াছেন। এই জন্য সাহিত্য-শিল্পে সুন্দরের সাবলীল প্রকাশকে প্রাধান্য দিলেও প্রাচীনেরা সত্য শিব ও সুন্দরের মধ্যে সর্ব্বদা একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কাব্য রসকে লোকোত্তর বলিয়াছেন সত্য কিন্তু কাব্য শুধু আনন্দই দেয়, সমাজের কোন হিত করা তাহার উদ্দেশ্য নয় অথবা কাব্য সমাজের কোন হিতে লাগে না, এইকথা সোজাসুজি প্রচার করা তাঁহারা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন নাই।

অনেক আলংকারিক নিজ নিজ গ্রন্থারম্ভে প্রমাণ করিয়াছেন, কাব্য থেকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তি হয়। কাব্য লোককে কৃত্যে প্রবৃত্তি ও অকৃত্যে নিবৃত্তি দেয়। কাব্য পাঠককে উপদেশ করে "রামাদিবৎ প্রবৃত্তিতব্যম্ নতু রাবণাদিবৎ" রামের মত পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যাইবে, রাবণের মত পরস্ত্রী হরণ করিবে না। শ্রেষ্ঠ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তার রসের ব্যাপকতা ও গভীরতায় নয়। ঐ রস সৃষ্টির ভিতর দিয়া কবি যে মহত্তর ও বৃহত্তর জিনিষ মানুষকে দান করেন তাহার মধ্যে। কবি রসের তুলিতে কোন মত বা দর্শনকে রূপায়িত করেন, সত্যকে রসের মূর্ত্তিতে প্রকাশ করেন।

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারিজী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের প্রকট লীলার কয়েকটি বিশিষ্ট মূর্ত্তি আমাদের নয়নগোচর করিয়াছেন। লীলাতরঙ্গিণীর দশটি খণ্ডে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, মাত্র একটি ক্ষুদ্রাবয়ব গ্রন্থে তাহা চিত্রিত করা এবং মূল লীলারহস্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা সাধারণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মনে হয়, শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর স্বয়ং যেন তাঁহার অহৈতুকী কৃপাশক্তি দ্বারা তাঁহার মহাউদ্ধারণলীলার কিছু ইতিহাস তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন আর তিনি যেন বন্ধুসুন্দরের কাছ হইতে শুনিয়া শুনিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ আলোচ্য শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরী গ্রন্থটি ডঃ ব্রহ্মচারীর মন্ত্রাকারে রচিত শ্রীশ্রীবন্ধু-স্মরণমঙ্গলের ন্যায় বন্ধু-ভজন-নিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের নিকট আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ব্রাহ্মঋণ

মানুষ দায়বদ্ধ জীব। পূর্ব্বাচার্য্যগণ আমাদিগকে অবশ্য পরিশোধ্য তিনটি সহজাত ঋণের দায় দিয়া গিয়াছেন। এই তিনটি ঋণ—ঋষিঋণ, পিতৃঋণ এবং দেবঋণ। জীবনে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানবধর্ম্ম বিকশিত করিয়া ও দেশের শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করিয়া আমরা ঋষিঋণ পরিশোধ করিতে পারি, পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে পারি সুস্থ সবল দেহে ও পবিত্র চিত্তে সমাজ ও রাষ্ট্রের মঙ্গল বিধান দ্বারা। এবং দেবঋণ শোধ করিতে পারি সৎভাবে জীবিকা অর্জ্জন ও আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া সমস্তের মঙ্গল চিন্তার মাধ্যমে। কিন্তু এই ত্রিবিধ ঋণ ছাড়াও আমাদের আর একপ্রকার ঋণ আছে। এই ঋণ করিয়াছিলেন সমস্ত কারণের কারণ, অনাদিরও যিনি আদি সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহস্বরূপ স্বয়ং

শ্রীকৃষ্ণ। ইহার নাম রাইঋণ। কেমন করিয়া সর্ব্বস্ব বিলাইয়া শুধু তাঁহার জন্যই তাঁহাকে ভালবাসিতে হয়—সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা শ্রীমতী রাধারাণী তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধার ভালবাসায় ঋণী হইয়া স্বয়ং আনন্দময়ই তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছিলেন। এই ঋণ পরিশোধের জন্যই সচ্চিদানন্দময় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অবতার গ্রহণ।

শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবতারের কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, আমার যে মাধুর্য্য শ্রীরাধাকে মুগ্ধ করে সেই মাধুর্য্যই বা কিরূপ, আর সে মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীমতী রাধা যে আনন্দ লাভ করেন তাহার প্রকৃত স্বরূপই বা কি, এই তিন বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" স্বরূপদামোদরের এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেন—

"আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥

*   *

রাধা ভাব অঙ্গীকার—ধরি তার বর্ণ
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ (চৈ, চ, আদি-৪র্থ)

শ্রীচৈতন্যের অবতার সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহা বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের অনুমোদিত এবং এই ব্যাখ্যাই সাধারণভাবে বৈষ্ণব সমাজে গ্রাহ্য ও প্রচলিত। শ্রীমহারাসমণ্ডলে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার নিকট শ্রীভগবান্ স্বয়ং ঋণী হইয়াছিলেন। এই ঋণ পরিশোধের জন্যই তাঁহাকে শ্রীরাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি ধরিতে হইয়াছে। এই ঋণ আজও পরিশোধিত হয় নাই। "ত্রিভুবনে আছে যত নগরাদি গ্রাম", সেখানকার প্রত্যেকটি মানুষকে এই ঋণ শোধ করিতে হইবে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্য মানুষের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাগ্রগণ্য দায়।

এই ঋণ শোধ করিবার উপায় সম্বন্ধে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এক সহজ উপায় বাহির করিয়াছেন। তিনি বলেন, "জীব নিত্যকৃষ্ণদাস"। মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই। প্রেম বা কৃষ্ণভক্তিই জগতের প্রাণ, এই প্রেমই মানুষ চিনিবার নিকষ পাষাণ। কৃষ্ণভক্ত যে সে-ই দ্বিজোত্তম, সত্যকুলজাত সে-ই ব্রাহ্মণ, সে-ই জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ। এই প্রেম আনন্দচিন্ময়রস, ইহা নিত্যসিদ্ধ বস্তু। কোন সাধনায় এই প্রেম পাওয়া যায় না। অকপটে শ্রীভগবানের নাম, লীলা, গুণগান করিলে, একান্ত ভাবে তাঁহার স্মরণ লইলে এবং ভক্তগণের কৃপা হইলেই এই প্রেম লাভ

হয়। তাই তিনি হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, প্রচারে উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "নামপ্রেমমালা গাঁথি পরাইল সংসারে।" তাঁহার মতে রাইঋণ শোধ করার একমাত্র উপায় হরিনাম 'নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'।

শ্রীচৈতন্যদেব রাইঋণ পরিশোধ করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়া গেলেন তাহা বাঙ্গালী কোন দিন কল্পনা করে নাই। বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণি শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের ভাষায় বলিতে গেলে "মানুষ তাঁহাকে দেখিল, কষিত কাঞ্চন-কান্তি, অশ্রুধৌত প্রেমবিগ্রহ, করুণার অবতার। মানুষ দলে দলে আসিয়া তাঁহার চরণকমলে শরণ গ্রহণ করিল। ক্ষমতার তুঙ্গশিখরে সমাসীন পদবীধারী রাজবল্লভ, আভিজাত্যের প্রাকারবেষ্টনে আবদ্ধ ঐশ্বর্য্যশালীর আদরের দুলাল, পাণ্ডিত্যের গর্ব্বগৌরবে স্ফীত অধ্যাপক, বিত্তবান কুলপতি, বিদ্যামদোদ্ধত ছাত্র, সহায়-সম্বলহীন কদলীপত্র বিক্রেতা, পরিচয়হীন ভিক্ষুক, সমাজে অবহেলিত অস্পৃশ্য সব এক সঙ্গে মিলিয়া সমাজের অভিনব সমতলে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রবীণ ব্রাহ্মণ, আচারে পাণ্ডিত্যে মর্য্যাদায় সমাজের যিনি শিরোমণি ছিলেন, গৌরবের শীর্ষদেশ হইতে নামিয়া আসিয়া ভগবদ্ভক্ত যুবক শূদ্রের চরণ বন্দনা করিলেন। ভুঁইমালী মোহন্ত পদবীতে উন্নীত হইলেন, সৎগোপ আচার্য্যের আসনে আসিয়া বসিলেন। কায়স্থ হইলেন বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামী।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যলীলার ষড়বিংশতি অধ্যায়ে সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছু চৈতন্যদেবের সঙ্গে নিত্যানন্দ গদাধর ভক্তগণ ও পুত্রবিরহ ব্যাকুলা শচীদেবীর কথোপকথন বর্ণিত আছে। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া ভক্তগণ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই ভক্তবৎসল প্রভু সমবেত ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমাদের সঙ্গে আমার সর্ব্বতঃ বিচ্ছেদ নাই। আমি, জন্মে জন্মেই তোমাদের সঙ্গে আছি"।

এই জন্মে যেন তুমি সব আমা সঙ্গে।
নিরবধি আছ সংকীর্ত্তন সুখরঙ্গে ॥
এই মত আরো আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার ॥

তাহার পর নিভৃতে শচীমাতার সঙ্গে প্রভু মিলিত হইলেন। মাতাকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "মাতঃ, জন্মে জন্মেই তুমি আমার মাতা ছিলে। আমি ভবিষ্যতেও তোমার পুত্ররূপেই জন্মগ্রহণ করিব। শুন, তোমাকে গোপ্য কথা বলিতেছি—

আরো দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥"

মরমী বৈষ্ণব ভক্তদের ঐকান্তিক বিশ্বাস শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুরূপে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব রাইঋণ শোধ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন শ্রীশ্রীব্রজলীলা আস্বাদন ও কীর্ত্তন প্রচারণের মাধ্যমে। এবার তিনি ব্রজলীলা ও গৌরলীলা একত্র আস্বাদন করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দররূপে।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন গৌড়দেশের নদীয়া নগরে, আর শ্রীবন্ধুসুন্দর আবির্ভূত হইলেন গৌড়ের শেষ স্বাধীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে, 'গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ'। মাত্র চারিশত বৎসরের ব্যবধানের মধ্য দিয়া সূর্য্য ও চন্দ্রের মত শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর আবির্ভূত হইলেন গৌড়দেশের উদয়াচলে। সময় ১২৭৮ বঙ্গাব্দ, ১৬ই বৈশাখ শুক্রবার, সীতানবমী তিথি।

"লক্ষণে চিন্‌বি"

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর একাধারে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গৌরনিতাইর মিলিত বিগ্রহ এবং তিনি পূর্ণাবতারী। সেই সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে আপত্তি উত্থাপিত হয় তাহার আপাতঃ কারণগুলি এই—

(ক) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব সম্পর্কে যেরূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে, শ্রীবন্ধুসুন্দরের আবির্ভাবের তেমন কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই।

(খ) শ্রীচৈতন্যের পর মাত্র চারিশত বৎসরের ব্যবধানের মধ্যে অন্য কোন অবতার সম্ভবপর নহে।

(গ) শাস্ত্রে চারিযুগে চারিপ্রকার নাম বিহিত আছে। কাজেই শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের রচিত চন্দ্রপাতের মহানাম কীর্ত্তন কলিযুগের নাম সংকীর্ত্তন হইতে পারে না।

আমরা সাধু গুরু বৈষ্ণবের চরণ শিরে ধরিয়া এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই আলোচনা করিবার মত যোগ্যতা বা ঈশ্বরকৃপা মাদৃশ বিষয়কীটের নাই। এই জন্য আমি এই বিষয়ে শ্রীমৎ গোপীবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী প্রণীত শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী এবং ডঃ শ্রীমন্মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রণীত শ্রীশ্রীহরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল ও

অন্যান্য গ্রন্থের আলোচনার ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইব। "মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতি"।

(ক) শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী সম্পর্কে একখানি নাতি প্রামাণিক গ্রন্থ প্রদ্যুম্ন মিশ্রের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী'। গ্রন্থখানিতে "পাদ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যং" বলিয়া—

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং হি সুরেশ্বর।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

এবং "তথা চোক্তং বিশ্বসার তন্ত্রে" বলিয়া—

গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে
ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাং বৈ নিশায়াং গৌর বিগ্রহঃ
আবীরাসীচ্চচীগেহে চৈতন্যে রসবিগ্রহঃ।

এই শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

(খ) শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫-১৬) লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রণীত শ্রীচৈতন্যের বাল লীলা বিষয়ক একখানি সংস্কৃত কাব্য স্বকৃত পদ্যানুবাদ সহ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির নাম "বাল্যলীলাসূত্রম্"। এই গ্রন্থে এবং ঈশান নাগরের "অদ্বৈত প্রকাশে" শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার কথা প্রমাণ করিতে গিয়া 'অনন্ত সংহিতা'র একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

নবদ্বীপে শচীগর্ভে যোঽবতীর্ণঃ পুরন্দরাৎ
মৎপ্রভোঃ সিদ্ধ মন্ত্রেণাকৃষ্ট সন্ জীবমুক্তয়ে
বন্দে শ্রীগৌরগোপালং হরিং তং প্রেমসাগরং
অনন্ত সংহিতা গ্রন্থে যন্মহত্ত্বং সুবর্ণিতম্।

(গ) মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে যে, ভগবান গোলোকবিহারী কলিহত জীবের পরিত্রাণের জন্য—'লোকানাং ত্রাণকারণাৎ' লীলা ও লাবণ্যের বিগ্রহস্বরূপ সোণার গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইবেন—কলৌ গৌরাঙ্গরূপেণ লীলালাবণ্য বিগ্রহঃ। ইহা ছাড়া সৌর পুরাণ ও বায়ু পুরাণে বহু প্রমাণ আছে, যেখানে বলা হইয়াছে শ্রীহরিই কলিযুগে কীর্ত্তন প্রচারের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন—গৌরাঙ্গ প্রিয়কীর্ত্তনঃ চৈতন্যনামা হরিঃ।

(ঘ) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটি বিখ্যাত শ্লোক "আসন বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য" ও "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" উদ্ধৃত করিয়া শ্রীচৈতন্যকেই শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা সর্ব্বসম্বাদিনীতে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা সপ্রমাণ করিয়াছেন

এবং তাঁহাকে "সর্ব্বসর্ম্মদকীর্ত্তন্য" অর্থাৎ সর্ব্ব সুখপ্রদ ব্যক্তিগণের কীর্ত্তনযোগ্য বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব যে ভগবানের অবতার এই বিষয়ে কাহারো মনে কোন সংশয় নাই। কিন্তু তাঁহার অবতারত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের যে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে সেইগুলির আক্ষরিক ও ব্যাকরণগত অর্থ ধরিলে এইগুলিকে শ্রীচৈতন্যের আগমনী হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। যেমন "আসন" বলিতে অতীতকালের ক্রিয়া বুঝায়। ইদানীং যিনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন— "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"—ইহার পূর্ব্বেও তাঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ছিল। ইহাই শ্লোকটির সরল অর্থ। "পরিশেষ প্রমাণে এই উপাস্যদেব কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণ করেন", এই অর্থ শ্রীজীবগোস্বামীর শ্রীমুখোদ্গীর্ণ বলিয়াই সকলে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকটির ব্যাখ্যাতেও কিছু দুর্ব্বলতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইবে। কাজেই নীরস ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে শ্রীমদ্ভাগবতের এই দুইটি শ্লোক শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সুস্পষ্ট ও মুখ্যার্থে শাস্ত্রীয় প্রমাণ নহে।

শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার শাস্ত্রীয় প্রমাণ চৈতন্যদেব স্বয়ং। গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য এই সাধারণ যুক্তি দিয়াই সার্ব্বভৌমের কাছে চৈতন্যের ভগবত্তা প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ ছিল না। উদীয়মান সূর্য্যের শাস্ত্রীয় প্রমাণ ভূগোলের পৃষ্ঠা নহে, স্বয়ং সূর্য্যদেব। সেইরূপ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবই তাঁহার ভগবত্তার বড় প্রমাণ।

দ্বিতীয় প্রমাণ শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন ও মরমী ভক্তগণের সিদ্ধান্ত। শ্রীজীব গোস্বামী বাংলা দেশে ব্রজমণ্ডলের সিদ্ধান্ত প্রচারের প্রধান উদ্যোক্তা। শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ তাঁহার ব্যক্তিত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত। কাজেই তাঁহার ব্যাখ্যা সমস্ত সন্দেহ ও সমস্ত তর্কের অতীত। তবে এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটি শ্লোক শ্রীগৌরাঙ্গে পর্য্যবসান করিতে তাঁহাকে শ্লোকের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া লক্ষণা ও ব্যঙ্গ্যার্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

ব্রহ্মচারিজীর মত শাস্ত্রার্ণব ও স্থিতধী পণ্ডিত ইচ্ছা করিলে শ্লোক দুইটিকে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের আবির্ভাবের শাস্ত্রীয় প্রমাণ হিসাবেও ব্যবহার করিতে পারিতেন। যাঁহারা ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারিজী প্রণীত শ্রীশ্রীহরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীবন্ধুসুন্দরের ভগবত্তার শাস্ত্রীয় প্রমাণ সম্পর্কে যথেষ্ট যুক্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ পাইবেন।

প্রদ্যুম্নমিশ্রের চৈতন্যোদয়াবলীর মধ্যে যে পদ্মপুরাণ বা বিশ্বসার তন্ত্রের শ্লোকের উল্লেখ আছে অথবা 'বাল্যলীলাসূত্রম্'গ্রন্থে যে অনন্ত সংহিতার কথা বর্ণিত আছে সেইগুলিকে প্রামাণ্য বলিয়া মনে করা যায় না। সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহৎ বৈষ্ণবতোষিণীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি অথবা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব কি পদ্মপুরাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই? শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থে ডঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার বলেন,—

"শ্রীজীব গোস্বামীর ন্যায় পণ্ডিতের পক্ষে যদি পদ্মপুরাণে শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বসূচক এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ চোখে পড়িত, তাহা হইলে তিনি কি তাহা ষট্‌সন্দর্ভে বা সর্ব্বসম্বাদিনীতে উদ্ধৃত করিতেন না? কবিকর্ণপুর কি এইরূপ প্রমাণ পাইলে মহাভারতের ও ভাগবতের দুইটি শ্লোক লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন? বলদেব বিদ্যাভূষণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাহার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ আর শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রমাণের জন্য আকুতি ছিল প্রবল। তিনিও কি পদ্মপুরাণ বা বিশ্বসারতন্ত্রে ঐ রকম শ্লোক দেখিতে পাইলেন না? যদি কোন প্রাচীন সংহিতায় শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইত তাহা হইলে আর কবি কর্ণপুর, শ্রীজীব, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ শুধু মহাভারত ও ভাগবতের অস্পষ্ট প্রমাণ তুলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন না।"

কিন্তু "এহ বাহ্য"। শ্রীচৈতন্য সত্যই ভগবান্। "বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।" অপ্রাকৃত প্রেম, অমায়িক করুণা, অলৌকিক চরিত্র, অপরিসীম ত্যাগ যেন মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে তাঁহার মধ্যে। বসন্তের অরুপণ-দান যেমন তরু তৃণ লতাগুল্মকে শোভায় ও সৌন্দর্য্যে একটি স্বতন্ত্র মহিমা দান করে, শ্রীচৈতন্যের সুনির্ম্মল প্রীতি ও সুগভীর করুণা বাঙ্গালীর হৃদয়কে স্নিগ্ধ শ্যামল ও ভক্তিময় করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু আমাদের স্মৃতি দুর্ব্বল, আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে বেশী দিন মনে রাখিতে পারি না, এই স্মৃতিভ্রংশ হইতে ঘটে বুদ্ধিনাশ, তাহার ফলে ঘটে মৃত্যু আধ্যাত্মিক মৃত্যু। বাঙ্গালীর জীবনেও একদিন আসিল সেই মৃত্যুর ভয়াল, বিভীষিকা। সে প্রেমের ঠাকুরের মহাদান ভুলিল, জাত্যভিমান, অহংপূর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদ, গোষ্ঠীপ্রীতি ও পরমতঅসহিষ্ণুতার বশে সে তাহার ঠাকুরের প্রেমভক্তি হইতে দূরে সরিয়া পড়িল ইহার ফলে তাহার জীবনে নামিয়া আসিল বিধাতার রুদ্ররোষ।

জাতির এই চরম দুর্দ্দিনে আসিলেন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর। ত্যাগে তপস্যায় দুঃখ-বরণে, সহিষ্ণুতায় সংযমে ও শুচিতায় বাঙ্গালীর নব আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া উঠিল। এই নবজীবনের কেন্দ্র হইল বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন এবং এই জীবনের নিয়ামক হইলেন শ্রীঅঙ্গন ছায়াশ্রিত শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু-চরণৈকশরণ মহানামসম্প্রদায়। মহানামসম্প্রদায় বিশ্বাস করেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নিতাই গৌরাঙ্গ মিলিত ভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের মধ্যে। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগণ ভগবানকে বলিতেছেন—

প্রেষ্ঠো ভবান্ তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।

তুমি সকল লোকের পরম প্রিয়, তুমি আত্মা স্বরূপ, তুমি সকলের বন্ধু। সেই আত্মারূপী ভগবানই তো বন্ধু, শ্রীবন্ধুসুন্দর। আবার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কাহাকে বলে, আর তার আবশ্যকতাই বা কি? শ্রীবন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখের উক্তি,— "শ্রীভগবানের ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়া শুধু শাস্ত্রের প্রমাণে জানবে কি? তাঁহার নিজের ইচ্ছা। যখন আসবার প্রয়োজন হয় তখনই আসেন। লক্ষণে চিন্‌বি শক্তি প্রকাশ করলে ও জানালে জগৎ জানতে পারে। ইচ্ছাধীন অবতার।"

'ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে,
সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে'—

* * * *

জগতের সমস্ত অবতার-পুরুষের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা জীবনে বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছেন। এই বিরোধিতার একটি লৌকিক প্রয়োজন আছে। যাহারা সাধারণ মানুষ তাহারা পারিপার্শ্বিক সমাজ-ব্যবস্থা বা ধর্ম্মব্যবস্থার ভাটার টানে ভাসিয়া চলে কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করিয়া নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই নিহিত থাকে মহাপুরুষত্বের বীজ। স্বর্ণকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যেমন তাহার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয়, তেমনি বিরুদ্ধবাদের অগ্নিতেই মহাপুরুষদের দিব্যজীবন একটি অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত হয়।

অবতার-পুরুষগণেরবেলাতেও তাহাই দেখা যায়। জগতের কোন অবতারই তাঁহার প্রাথমিক জীবনে অভিনন্দিত হন নাই। সমাজ তাঁহাদিগের মাথায় কাঁটার মুকুট তুলিয়া দিয়াছে, দিয়াছে মাতৃভূমি হইতে নির্ব্বাসন, মারিয়াছে কলসীর কানা, এক কথায় সমসাময়িক সমাজ অবতার পুরুষগণের মানবত্বকে করিয়াছে নির্দ্দয় লাঞ্ছনা, অবতারত্বকে করিয়াছে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। এই কারণেই

যীশুখৃষ্টের মস্তকে কণ্টকের মুকুট পরাইয়া দিয়া ইহুদীগণ পরিহাস করিয়া বলিয়াছিল, 'ইনি ইহুদীদের রাজা।' কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আজ তাঁহার অবতারত্ব সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন তুলে না।

একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া কোরেশগণ মোহাম্মদকে মক্কা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বিরোধীদের সমস্ত বিরুদ্ধাচরণের মধ্য দিয়াই তাঁহার পয়গম্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার মধ্য দিয়া অহি নাজেল হইয়াছে। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরেরবেলাতেও যে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। আজ অনেকে তাঁহার অবতাবত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করিতেছেন কিন্তু সেই সন্দেহের নিরসন হইবেই। মাঝে মাঝে মেঘ নক্ষত্রমণ্ডলীকে ঢাকিয়া ফেলে, মনে হয় মেঘই বুঝি সত্য, তারাগুলি নয়, কিন্তু অচিরেই মেঘ চলিয়া যায় তারাগুলি আবার ভাস্বর মূর্ত্তিতে বিরাজ করে। কারণ তারাগুলি সত্য, মেঘ মিথ্যা। শ্রীশ্রীপ্রভু জবন্ধুসুন্দব তারকার ন্যায় উজ্জ্বল এবং সত্য, তাঁহার অবতারত্ব সম্পর্কে সন্দেহ মেঘের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। তাহা আজ আছে কাল থাকিবে না।

* * * *

কোন কোন পণ্ডিতের মতে অবতার খুব অল্প সময়ের ব্যবধানের মধ্যে আসেন না। ব্রহ্মার একদিনে তিনি একবার অসেন।

ব্রহ্মার একদিনে তিঁহ একবার।
অবতীর্ণ হইয়া করেন প্রকট বিহার॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেন যে, ব্রহ্মার একদিনে বহু সহস্র বৎসর। তাঁহার মতে চারি যুগে এক দিব্য যুগ, ৭১ দিব্যযুগে এক মন্বন্তর, আর ১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিবস। এই এক দিবসে পূর্ণব্রহ্ম ব্রজেন্দ্র-কুমার একবার আসেন। বর্ত্তমান মনুর নাম বৈবস্বত মনু। ইহার চতুর্যুগের মধ্যে ২৭ চতুর্যুগের অবসানে ২৮ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে চিন্ময়রূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হয়েন।

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ অশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন; তিনি তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে নিজের মত সমর্থন করিতে গিয়া বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাজেই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন শাস্ত্র-বাক্য বা ঋষিবাক্য থাকিলে তাহা তিনি নিশ্চয়ই উদ্ধৃত করিতেন, অন্ততঃ তাঁহার

পক্ষে করা সম্ভব ছিল। তাহা যখন তিনি করেন নাই তখন মনে করিতে হইবে যে ইহা তাঁহারই শ্রীমুখের বাক্য। আমাদের কাছে ইহাও মহাপ্রমাণ। বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে বেদের ন্যায় প্রামাণ্য বলিয়া মনে করেন। কারণ ইহাতে ছয় গোস্বামীর রচিত বৈষ্ণব শাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহ অতি সুকৌশলে বিন্যস্ত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ মহাশয় সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞশিরোমণি ছিলেন বলিয়া তিনি বৈষ্ণবগণের পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

চৈতন্যচরিতামৃত, শাস্ত্রসিন্ধু মথি কত,
লিখে কবিরাজ কৃষ্ণদাস।
পাষণ্ডী নাস্তিকাসুর, লভয়ে ভক্তি প্রচুর,
নাস্তিকতা সমূলে বিনাশ॥

তবে নীরস ঐতিহাসিক গবেষকগণ অবতার তত্ত্ব সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামিপাদের বাক্য সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হন। যথা ঃ—

(ক) গীতায় ভগবান্ বলেন—আমি যুগে যুগে আসি, সম্ভবামি যুগে যুগে। শুধু যুগে যুগে নয়, যখন প্রয়োজন তখনই আসি—'যদা যদা হি'। এখানে 'হি' শব্দ অবধারণ বা নিশ্চয়তা বাচক। কাজেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বাক্য গীতার বাক্যের বিরোধার্থ প্রকাশ করে।

(খ) যদি ব্রহ্মার একদিনে তিনি একবার মাত্র আসেন তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পর শ্রীগৌরচন্দ্র কি করিয়া আসিলেন? তাঁহাদের শুভ আবির্ভাবের ব্যবধান মাত্র সাড়ে চারহাজার বৎসর।

ভাবুক ভক্তগণ প্রথম প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে গীতায় যাঁহার যুগে যুগে আসার কথা তিনি যুগাবতার। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে তিনি বিষ্ণুর অবতার রূপে আসেন—'বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করেন অসুর সংহার'। আর ব্রহ্মার একদিনে যাঁহার আসার কথা তিনি স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ। এই সমাধান যে অত্যন্ত চমৎকার ইহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু সংশয়ের অবকাশ থাকে দ্বিতীয় প্রশ্নটি লইয়া। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ইহার কোন মীমাংসার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই।

এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি যে একেবারে অর্ব্বাচীন তাহা নহে। বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর জীবিতকালেই এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন যে, দ্বাপর যুগের অবতারের বর্ণ শুকপক্ষ বর্ণ এবং কলির নীল ঘন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আরো আছে যে, কলিতে হরি কোন প্রত্যক্ষরূপ ধরিয়া অবতীর্ণ হয়েন না। এইজন্য

হরিকে ত্রিযুগ বলা হয়। কলিতে যে ভগবানের গৌরাঙ্গরূপে অবতার হইতে পারেন না, এবং "আসন বর্ণাস্ত্রয়" শ্লোকটি যে শ্রীচৈতন্যে পর্য্যবসিত হইতে পারে না, ধর্ম্মোত্তরেব এই সন্দিগ্ধ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন, "যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ না হয়েন উহা সেই দ্বাপর অবতারের বর্ণসূচক প্রমাণ বচন বলিয়া মনে করিতে হইবে অপিচ যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন সেই কলিতেই শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীগৌরাবতার একই রসসম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ। ইহা হইতে ইহাই জানা যায় যে, শ্রীগৌর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ।" এতব্যতীত "শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অসীম, তাহাতেই সময় সময় আষ প্রমাণের অতিক্রম দৃষ্ট হয় এবং কলিকালেও শ্রীভগবান আত্মদেহ প্রকট করিয়া অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের এই উক্তি যুক্তিমূলক প্রণালী হইতে উদ্ভূত নহে, ইহা ভক্তহৃদয়ের অনুভূতি হইতে সঞ্জাত, এই বিদ্বদনুভবের উপর জোর দিয়াই শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন যে, বহু বহু মহানুভব বহুবার তাঁহার ভগবত্তা সূচক অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ সমন্বিতরূপে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বুঝিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ সর্ব্বসম্বাদিনীর প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন, "কোটি কোটি মহাভাগবত যে বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যাঁহার ভগবত্তা বিনিশ্চয় করিয়াছেন, ভগবত্তাই যাঁহার নিজ স্বরূপ, যে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে অবলম্বন করিয়া অন্যত্র দুর্লভ সহস্র সহস্র প্রেমপীযূষময় জাহ্নবী ধারা তদীয় নিজ অবতার প্রকটনে প্রচারিত হইয়াছে সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধেয় শ্রীভগবানকেই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র এই কলিযুগে বৈষ্ণবগণের উপাস্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।"

শ্রীচৈতন্যের অবতার সম্পর্কে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইলেও স্বীকাব করিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের চেয়ে পরোক্ষ প্রমাণের উপরই তাঁহাকে বেশী নির্ভর করিতে হইয়াছে। তিনি বেশী জোর দিয়াছেন বিদ্বজ্জন-অনুভূতির উপর। শ্রীজীবগোস্বামিপাদকে অনুসরণ করিয়া আমরাও বলিতে পারি যে, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা যদি শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলার পরিশিষ্ট হইতে পারেন তবে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের মহাউদ্ধারণলীলাও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলার পরিশিষ্ট হইতে বাধা নাই। এই দুই লীলা 'প্রপঞ্চে প্রকটিত হইতে এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান লাগিবে না'। শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ব্যাখ্যাই শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের অবতারত্বের প্রমাণ। "সুতরাং যে কলিতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ আসিবেন তাহারই চারিশত বৎসরের মধ্যে শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদ ও শ্রীশ্রীগোরাচাঁদ এক তনু হইয়া

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুরূপে প্রকটিত হইবেন প্রেম ভক্তিরস আস্বাদন ও বিতরণের জন্য"।

* * * *

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর তাঁহার শ্রীহস্ত-রচিত ত্রিকাল গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "চন্দ্রপাতকে কীর্ত্তন কহে"। আবার চন্দ্রপাত গ্রন্থের তৃতীয় গানের প্রথম তিনটি পংক্তিকে মহাকীর্ত্তন কহিয়াছেন। ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের মহাদশাশ্রিত শ্রীদেহ ঘিরিয়া আজ সাতচল্লিশ বৎসর যাবৎ অবিশ্রাম ওই মহাকীর্ত্তন খোল করতাল সহযোগে গীয়ন হইতেছেন, এই মহাকীর্ত্তনযজ্ঞে সুমেধাগণ যজ্ঞেশ্বরের নাম উচ্চৈ স্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন।—

হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হাকীটপতন॥
(প্রভু প্রভু প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)

এই নামকে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলিয়াছেন মহানাম। এই নামকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা শ্রীশ্রীভগবানের আরাধনা করেন তাঁহারা সাম্প্রতিককালে মহানাম সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যেমন শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে শ্রীশ্রীগৌর-স্মরণমঙ্গলের মাধ্যমে শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য আস্বাদন করেন, মহানাম সম্প্রদায়ের ভক্তগণও শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন হইতে শ্রীশ্রীবন্ধুস্মরণমঙ্গলের মাধ্যমে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমণ করেন এবং নবদ্বীপ পরিক্রমা শেষ করিয়া শ্রীগৌরস্মরণমঙ্গলের মাধ্যমে শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন ও যুগলমিলন রসমাধুর্য্য উপভোগ করেন। ইহা সাধনার ক্রমবিকাশ মাত্র—পরিণতি এক। মহানাম সম্প্রদায়ের অন্তরের একই প্রার্থনা, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের "পদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্ত ভৃঙ্গঃ।"

বর্ত্তমানে মহানামকীর্ত্তন বাংলাদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই গীত হইতেছেন। কোন কোন স্থানে অষ্টপ্রহর ষোলপ্রহর এমন কি ছাপ্পান্নপ্রহরব্যাপী মহানাম কীর্ত্তনের কথা আমরা শুনিয়াছি। তবু অনেকে প্রশ্ন করেন, মহানাম যে প্রকৃতই নামশক্তিতে শক্তিমান তাহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? শাস্ত্রে চার যুগে চারি নামের ব্যবস্থা আছে এবং এক এক যুগে এক এক নামমাহাত্ম্যের কথা কীর্ত্তিত আছে। কাজেই 'মহানাম' তারকব্রহ্ম নামের মত শাস্ত্রসম্মত নহে। এতদ্ব্যতীত কলিযুগের বিহিত নাম হইল তারকব্রহ্ম নাম—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

এই নাম। কাজেই শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত এই তারকব্রহ্ম নাম থাকিতে মহানামের প্রয়োজন কি?

তারকব্রহ্ম নামের অনন্ত শক্তি, ইহার শক্তির কথা শত জিহ্বায় বলিয়া শেষ করা যায় না, শত লেখনীতে ইহার মহিমা ব্যক্ত করা যায় না, স্বয়ং শ্রীহরি এই নামের মধ্যে বিধৃত। কিন্তু অন্যদিক হইতে কথাটা আলোচনা করা যাউক।

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলিয়াছেন, "সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য" অর্থাৎ সাধু, গুরু বা শাস্ত্রের নির্দ্দেশগুলিকে হৃদয়ের জারক রসে পরিপাক করিয়া গ্রহণ করিতে হয় নতুবা অনেক সময় বক্তব্যের প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি হয় না। ফলে অনেক সময় নানা প্রকার বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার সমাজে শিকড় গাড়িয়া বসে এবং অনেক অপসিদ্ধান্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

'শ্রীতারকব্রহ্ম' নামই কলির একমাত্র কীর্ত্তনীয়, এই কথা কোন শাস্ত্রে নাই। সব শাস্ত্রেই নাম কীর্ত্তনের মহিমা বর্ণনা আছে কিন্তু এমন কথা কোন প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে নাই যে, তারকব্রহ্ম নাম ভিন্ন অন্য নামে ভগবানকে ডাকা যাইবে না। শ্রীমদ্ভাগবত জাতানুরাগ ভক্তের কথায় বলেন যে, জাতানুরাগ ভক্ত উন্মাদের মত কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন কখনো নৃত্য করেন কখনো উচ্চৈঃস্বরে গান করেন এবং এইভাবে ভগবানের প্রতি তাঁহার আগ্রহ জন্মে। তবে এই আগ্রহের উৎসটি কি? শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় "স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা"। নিজের প্রিয় নাম কীর্ত্তনের দ্বারা ঈশ্বরে ভক্তি লাভ হয়। দান, ধ্যান, তপস্যা যেমন ভগবান লাভের একটি উপায়, নাম সংকীর্ত্তনও তেমন একটি উপায় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

'যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি,
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।'

তবে ঐ নাম কোন একক বা বিশিষ্ট নাম নহে, ভগবানের অনন্ত নামের যে কোন এক নাম।

আমাদের যতদূর জানা আছে 'চারি যুগে চারি নাম' সংবাদটি পঞ্জিকার 'হরপার্ব্বতী সংবাদ' নামক প্রস্তাবনা হইতে সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে এবং পরে ইহাই শাস্ত্র বাক্য বলিয়া পরিভাবিত হইতেছে। আমরা যদি নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে এবং গীতার ভাষায় "পরিপ্রশ্নেন" এই বিষয়টি আলোচনা করি

তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে কথাটি 'খ কুসুম' বা 'বন্ধ্যা-পুত্রের' মত অর্থহীন।

মহাগ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তারকব্রহ্ম নামের উল্লেখ নাই। ভক্ত হরিদাস তিন লক্ষ নাম জপ করিতেন কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তনীয় নাম যে তারকব্রহ্ম নাম ছিল ইহার কোন নিদর্শন ঐ গ্রন্থে নাই। বর্ত্তমান কালে অষ্টমপ্রহর বা এই এই জাতীয় নামযজ্ঞের পূর্ব্বে যে অধিবাস কীর্ত্তন হয় তাহাতে "কৃষ্ণলীলা গুণগান" এই পদটি আছে। কীর্ত্তনীয়াগণ বর্ত্তমান কালে ঐ পদের সঙ্গে অনেক আখর লাগাইয়া থাকেন এবং ইহার সঙ্গে তারকব্রহ্ম নাম করেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রকট লীলার সময়েই শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গৃহে প্রথম অধিবাস কীর্ত্তনের সময় কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের সংকল্প গ্রহণ করা হয়। কাজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, পঞ্জিকা-বর্ণিত কলিযুগের তারকব্রহ্ম নামের কথা তদানীন্তন ভক্তগণ জানিতেন না।

যুগে যুগে ভক্ত তাঁহার ভগবানকে ডাকিতেছেন, প্রাণের ভাষায়, মনের ভাষায়। সেখানে মূর্খ বলিতেছেন, "বিষ্ণায়" ধীর বলিতেছেন ',বিষ্ণবে"। কিন্তু ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন সব ডাকেই সাড়া দিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আপনাকে বিলাইবার জন্য।

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিম সুভগোপজীবিতা কবিভিঃ
অবগাঢ়া চ পুণীতে গঙ্গা বঙ্গাল বাণী চ।

"ঘনরসময়ী গভীরা বক্রোক্তির (অর্থাৎ বঙ্কিম প্রবাহের) জন্য কবিদের দ্বারা আস্বাদিতা, অবগাহনে কৃতার্থতাদায়িনী, সুরধুনীসদৃশা পবিত্রা বঙ্গবাণীকেই গ্রহণ করিলেন।" জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ঐ ভাষারই মধুর রসে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চন বন্দন করিয়াছেন এবং আরো কত কবি কত গায়ক তাঁহাদের সুললিত ছন্দে কৃষ্ণ গুণগান করিতেছেন। মহানামও সেইরূপই একটি তারকব্রহ্ম নাম। এই নাম-চিন্তামণির হার মরমী ভক্ত, পাপতাপবিদ্ধ নরনারীর গলদেশে পরাইয়া দিয়াছেন স্বয়ং নামী শ্রীবন্ধুসুন্দর। কাজেই "মহানাম" ও তারকব্রহ্ম নাম একই ভগবানের স্মরণমঙ্গল। তাঁহাদের কীর্ত্তনে ও গীয়নে সমান পুণ্য—"দ্বয়োরেব সমং পুণ্যম্।"

'কলিসন্তরণ উপনিষদ' নামক একটি গ্রন্থে পরিবর্ত্তিত আকারে তারকব্রহ্ম নামের উল্লেখ আছে। সেখানে অক্ষরগুলি নিম্নলিখিত রূপ :—

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

কলিসন্তরণ উপনিষদের প্রমাণিকতা কতটুকু তাহা বলিবার মত জ্ঞান বুদ্ধি এই অকিঞ্চনের নাই এবং কেনই বা পরিবর্ত্তিত আকারে ঐ নাম সেখানে বিধৃত হইল তাহা বলাও আমার জ্ঞানগম্যের বাহিরে। তবে সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, নাম সম্পর্কিত বিষয়টি ঐ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, অথবা বৈষ্ণব ভক্তগণ ইহার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।

"জীবদেহে নিত্যানন্দের বাস"

কোন জাতির জীবন নদীর সহিত তুলনীয়। নদী যখন আপন বেগে কুলুকুলু ধারায় প্রবাহিত হয়, তখন তাহার মধ্যে কোন আবর্জ্জনা জমিতে পারে না, তখন তাহার জল থাকে নির্ম্মল স্ফটিকস্বচ্ছ। কিন্তু সে যখন তাহার স্রোত হারাইয়া ফেলে তখন সহস্র শৈবালদাম তাহাকে ঘিরিয়া বাথে। জাতির জীবনেও তাই। জাতি যখন নব নব ভাবস্রোতে অবগাহন করিয়া সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্যানুমোদিত পথে চলে তখন সে হয় প্রাণধর্ম্মে বলীয়ান, আধ্যাত্মিকতায় গরীয়ান। কিন্তু জাত্যভিমান, গোষ্ঠী-প্রীতি অথবা শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা দ্বারা লব্ধ জ্ঞান যখন জাতিকে পাইয়া বসে তখন জাতীয় জীবনে আসে মানসিক অপমৃত্যু। এই অবস্থায় মানুষ কুসংস্কারকে মনে করে শাস্ত্র বাক্য, সাধারণ অর্ব্বাচীন লোকের রচিত বচনাকে মনে করে বৈদিক সিদ্ধান্ত।

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর বৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার পদ্ধতি ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে আদর্শ রূপের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এমন দেবদুর্লভ আদর্শের কথা কেহই পূর্ব্বে চিন্তা করিতে পারেন নাই। এই প্রেমধর্ম্মের বন্যায় জগৎ ভাসিয়া গেল, সকলে বলিতে লাগিল, "আমার গোরা জাতের বিচার মানে না রে দেখবি যদি আয় সকলে।" যিনি আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় যাঁহার জন্য আমরা বিভেদ ভুলিয়া ব্রাহ্মণে চণ্ডালে কোলাকুলি করিতে পারিয়াছি, সেই সোণার মানুষটিকে তোমরা ভজনা কর—"যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই মোর প্রাণ।"

শ্রীচৈতন্যের আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ সমস্ত নিম্নজাতীয় হিন্দুর গৃহে বৈষ্ণব গোস্বামিদের পূজাদি করিবার ব্যবস্থা চালাইয়াছিলেন। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন

তাঁহার 'বৃহৎ বঙ্গে' লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মণেরা ইত পূর্ব্বে যাহাদের বাড়ীর দ্বারে পদার্পণ করাও মহাপাপ মনে করিতেন বৈষ্ণব গোস্বামিরা তাহাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বাড়ীতে ভোজনাদি ও দেবপূজা অবাধে করিতে লাগিলেন। এই জন্যই নিত্যানন্দের নাম হইয়াছিল 'পতিতপাবন।' ভক্তি ও প্রেমের রাজ্যের রাজচক্রবর্ত্তী চৈতন্য তিনি ভাবে বিভোর থাকিতেন কিন্তু সমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতেন নিত্যানন্দ। চৈতন্যের অনুজ্ঞা ক্রমে বৈষ্ণব সমাজে সমস্ত নীচজাতির প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়া নিত্যানন্দ তাহাদিগকে অশেষ দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন'—

"দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে॥"

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পরে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজের নেতা হইয়াছিলেন। ইঁহারা জাতিভেদ একেবারে অস্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রেণী নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মমন্দিরের দ্বার সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরমহাশয় ছিলেন কায়স্থ দত্তকুলোদ্ভব আর শ্যামানন্দ ছিলেন সৎগোপ, পূর্ব্ব নাম দুঃখী মণ্ডল। ইঁহারা পতিতের উদ্ধারকারী ছিলেন, "শাস্ত্রানুশাসিত জটিলতাগ্রস্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ সমাজকে একেবারে ইঁহারা জাগরণ মন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন"। অনেক পণ্ডিতশিরোমণি ব্রাহ্মণ নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই, ধর্ম্ম প্রচার ও সমাজ-সংস্কার শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের প্রেরণা হইতে সঞ্জাত। জাতিভেদ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের স্পষ্ট উক্তি—

"মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাই" (চৈ, ভা, অন্ত্য ১১)।

"সন্ন্যাসী পণ্ডিতের করিতে সর্ব্বনাশ, নীচ শূদ্র দিয়া করে ধর্ম্মের প্রকাশ'

(চৈ, চ, অন্ত্য)

জাতিনির্ব্বিশেষে তাঁহার প্রেম ও উদার ব্যবহার গোঁড়া হিন্দু সমাজের প্রথা নিষিদ্ধ ছিল এই জন্য কীর্ত্তনীয়ারা গাহিয়া থাকে—সব অবিধি, নদের বিধি। শাক্ত কবি চৈতন্যের এই উদার নীতিকে ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছিলেন—"গৌর বলে আনন্দে মেতে, একত্রে ভোজন ছত্রিশ জেতে, বাগ্‌দী কোটাল ধোপাতে কুলুতে একত্র সমস্ত।"

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে এই বিপুল উদ্যম শ্লথ হইয়া পড়ে। ধীরে ধীরে বৈষ্ণবগোঁসাইগণ প্রচুর ক্ষমতা ও লোকশ্রদ্ধা লাভ করিয়া আভিজাত্যদর্পী ও

বৈষ্ণবধর্ম্মের কিছুটা বিকৃত অর্থবাদী হইয়া পড়েন। ডঃ দীনেশ সেনের ভাষায় "আমরা বলিতে বাধ্য, চৈতন্য যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন বাংলার গোস্বামিগণ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আর সেরূপ নাই।"

এই জগতে নিত্য ধ্বংসলীলা চলিতেছে, প্রস্ফুট ফুল শুকাইয়া যাইতেছে, কিন্তু এই ধ্বংসলীলার ভিতর দিয়া জগৎ প্রতিদিন জাগ্রত হইতেছে, ইহার মধ্যেই আছে পরমানন্দময়ের লীলা। হরিনামের মধ্যে দিয়া ও আদ্বিজ চণ্ডালকে অকাতরে প্রেম বিলাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব সেই আনন্দের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকটলীলা সংবরণের পর কলিহত জীব তাঁহাকে আবার খুঁজিতেছিল, আকুল প্রাণে তাঁহাকে ডাকিতেছিল, তাই এবার তিনি আসিলেন নূতন রূপে, নূতন লীলায়। কবি সার্ব্বভৌমের ভাষায়,

"তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই
বারে বারে নূতন লীলা তাই"

এই লীলায় আছে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমের নবরূপায়ণ।—His love now overflows not only to have joys in family groups or in friendly circles but to make the entire universe partcipate in his joyous sport. He longs and longs for all the created monads which including atoms and molecules are innumerable in number. He feels, as it were, he is incomplete without them" (চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ ব্রহ্মচারিজীর বক্তৃতা হইতে)।

"আবার আমি জানিনে কোন বেশে।
আমার এ হাত ধরবে কাছে এসে॥
লাগবে প্রাণে নূতন ভাবের ঘোর।
তোমায় খোঁজা শেষে হবে না মোর॥

বৈষ্ণব চরণরেণু প্রার্থী
শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ

শ্রীরামঃ শরণম্ ।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কল্পিতম্, শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু স্মৃতি বন্দনম্ ।

বঙ্গদেশ-নবসূর্য্যঃ

(১)

জয় চির-সুন্দর । শুভতম-মন্দির হরিপুরুষাভিধবন্ধো !
নন্দিত-জনগণ-বন্দিত-চরণো জয় জয় করুণা-সিন্ধো !
রাধা-মাধব-নামসুধা তব মধুর রসোৎসব লগ্নঃ ।
পুলকাচিতাঙ্গো বিচলিত সংজ্ঞো ভবসি সমাধৌ মগ্নঃ ॥

(২)

সকলারাধিত-সাধিত-মঙ্গল বঙ্গদেশ-নব-সূর্য্যঃ ।
শততমবর্ষেঽপ্যতুলিত হর্ষাদ্ বাদিত গুণ গণতূর্য্যঃ ॥
ব্রহ্মচারি-চিরজীবনধাবী পরিহৃত-সংসৃতি-রাগঃ ।
স জয়তি ভগবৎ-প্রেমমূর্ত্তিরবহেলিত কামদ যাগঃ ॥

(৩)

দ্বিজবংশ-বিভূষণ-শুভ-শংসন—শুদ্ধ-বর্ণ-ধর হংসো ।
দীননাথ-সুত ভাব-পূত তন্নরীশ বিভূতি-মদংশঃ ॥
লীলা-বিগ্রহ-ধারণ-কারণ শুদ্ধ সত্ত্বগুণ ভাগী ।
বাল্যাদপি শতপাল্য বিধিশ্রিত উত্তমসিদ্ধ-বিরাগী ॥

(৪)

কষিত-কনক-সমকান্ত বপুর্ধর শান্তকমলদল নেত্রঃ ।
শুদ্ধ-ভাবময় বুদ্ধমুক্তভয় ধৃতযম-শাসন-বেত্রঃ ॥
সর্ব্বজীব-সমদর্শন পীবর-যোগজ হর্ষ বিলাসী ।
জয়তি জগজ্জন-বন্ধুবন্ধগণ-মুদিত-নেত্র বিকাশী ॥

(৫)

তব গুণ গরিম-স্মরণ পবিত্রে করুণাময় হরিমূর্ত্তে !
ক্ষণমিহ সদসীক্ষণ ময়ি বিতর প্রীত্যাক্ষণদমুহূর্ত্তে ॥
বঙ্গদেশ-শুভমেষ দধাতু প্রতিহত-সমরা সঙ্গঃ ।
বন্ধু-স্মৃতিময় যজ্ঞঃ প্রভবতু রচিত-শান্তিময় রঙ্গঃ ॥

পদ্যানুবাদ

(স্বকীয়)

(১)

জয় চির সুন্দর শুভতম মন্দির
হরিপুরুষ ওহে বন্ধু।
নন্দিত জনগণ বন্দিল ও চরণ
ওহে করুণা সিন্ধু।
রাধামাধব নাম সুধা পিয়ে
রস উৎসবে হ'তে লগ্ন
পুলকিত অঙ্গ হ'তে হৃতসংজ্ঞ
ব্রহ্ম সমাধিতে মগ্ন।

(২)

সকলের বাঞ্ছিত মঙ্গল সাধিয়া
বঙ্গে উদিত নব সূর্য্য।
তাই শতবর্ষ পরেও আজিও হর্ষ ভবে
বাজিয়া উঠে গুণ তূর্য্য।
ব্রহ্মচারী হ'য়ে জীবন যাপিয়ে
পরিহরি সংসার রাগ
ভগবৎপ্রেমাকার কামনাবর্জ্জন সার
জয় জয় ত্যজি কাম্য যাগ।

(৩)

দ্বিজ বংশে জন্ম লয়ে শুভ শব্দ আশংশিয়ে
শুদ্ধ বর্ণ যেন এক হংস।
দীন নাথ সুত ধরি তনু পূত
ঐশ বিভূতিময় অংশ।
লীলা বিগ্রহ ধারণ কারণ
শুদ্ধ সত্ত্বগুণ ভাগী
শৈশব অবধি পালিয়া নিয়ম বিধি
সে যে উত্তম সিদ্ধ বিরাগী॥

(৪)

কষিত কাঞ্চন সম কান্ত কলেবর
শান্ত কমলদল নেত্র।
শুদ্ধভাবময় বুদ্ধ মুক্ত-ভয়।
ধর যম-শাসন বেত্র।
সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি তাতে পুষ্ট যোগ পথে
ছিল সে যে আনন্দ বিলাসী
জগজ্জনবন্ধু অন্ধগণের
মুদ্রিত-নয়ন-বিকাশী।

(৫)

তব গুণ গরিমা স্মরণে পবিত্র
হে করুণাময় মূর্ত্তে!
এ সভায় দর্শন দাও প্রভু ক্ষণ তরে
তব স্মরণ মুহূর্ত্তে।
বঙ্গ দেশেতে তুমি করগো শুভাশিস
দূরে যাক্ যুদ্ধ প্রসঙ্গ।
তোমার স্মরণ যাগে যেন গো সুমতি জাগে
শান্তিময় হোক্ বাংলার রঙ্গ॥

লীলা তত্ত্ব

গোলোক পতি, আত্মনি রতি,
একাকী বিরাজে নাইক সাথী রে।
ধূলাতে নামি, আইলা স্বামী.
ধন্য ব্রজভূমি মাঝ রে॥
স্বরূপে মাতি, জলদ কাঁতি,
প্রকটল রাই কনক ভাতি রে।
উরসে ধরি, নিকুঞ্জ ভরি,
আস্বাদে রসিক রাজ রে॥
হৃদয় পুরে, অতি নিগূঢ়ে,
নিবিড় শ্লেষণে পেষণে ধীরে রে॥
গৌরাঙ্গী ঢাকা, মাধুরী ছাঁকা,
একাঙ্গে গৌরাঙ্গ সাজ রে॥
পরমে চরমে, নামী আর নামে,
একান্তে মিলন অতি নিঝুম রে।
রসের ফাঁদ, নিতাই চাঁদ,
গৌরাঙ্গ বক্ষহি মাঝ রে॥
জগদ্ বন্ধু, করুণা সিন্ধু,
আনন্দ নিলয় প্রেম পুর্‌ণেন্দু রে।
ফরিদ পুরে, আঁধার ঘরে,
মহানাম শিরোতাজ রে॥

জন্ম

তিথি-মাহাত্ম্য

বিশাখী মাস,   বাগিচা হাস,
       ষোড়শ দিবস অসীমোল্লাস রে।
মুর্শিদাবাদ,   তুর্লভ সাধ,
       শ্রীহরি পাওব হৃদয়ে রে॥
গোলোক ছোড়ি,   ধাওল হরি,
       ডাহাপাড়া গ্রাম লওল বরি রে।
আঁধার ঘর,   ছটা উজর,
       আওল অরুণ উদয়ে রে॥
পণ্ডিত দীন-   নাথ প্রবীণ,
       বদান্য উদার শাস্ত্রহি লীন রে।
ঘরণী বামা,   বাৎসল্য সীমা,
       শ্রীনন্দ যশোদা বাখানি রে॥
ব্রজকী ধন,   ন'দেক প্রাণ,
       মিলায়িত বন্ধু আনন্দ ঘন রে।
নামল ভূমে,   ধরণী চুমে,
       রাঙা পদতল দু'খানি রে॥
শুক্র দিন হি,   মাহেন্দ্র ক্ষণ হি,
       পরভাতে পূত লগন রে।
শ্রীসীতান'মী,   আভূমি নমি,
       অযোনিসম্ভব সম্ভব রে॥
নগর ঢুঁড়ি,   টহল করি,
       বিরাগী ঘোষই ভজহুঁ হরি রে।
জগত জাগে,   ভৈরবী রাগে,
       মহানাম নিঁদে মগন রে॥

প্রিয় বকুলাল সঙ্গে

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর

শ্রীশ্রীবিল্ববৃক্ষ

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধাম, ডাহাপাড়া

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরী

প্রথম মাধুরী

জয় জগদ্বন্ধু জগদেকবন্ধু জগদারাধ্য বরেণ্য ভর্গঃ।
শ্রীহরিপুরুষ ত্রিভুবনেশ তৎপদে নিবেদি জীবন অর্ঘ্য ॥১॥
অপ্রাকৃতরূপ লীলারসভূপ দেহখানি গড়া চন্দ্র-সুধায়।
বক্ষে ব্যথাভরা চক্ষে অশ্রুধারা কাঁদে জীবদুঃখ-কাতরতায় ॥২॥

নিত্য-গোলোকের চিন্ময় বিগ্রহ চারিহস্ত দেহ ভাস্বর কাঁতি।
তারুণ্য কারুণ্য লাবণ্য পয়োধি বিশুদ্ধ মাধুর্য্য প্রোজ্জ্বল ভাতি ॥৩॥
কৃপাদৃষ্টিপাতে উদ্বুদ্ধ হওত পাপ পথ ছাড়ি সহস্রজন।
ব্রজের নির্ম্মল ভজনের পথে লভে পরাশান্তি রসাস্বাদন ॥৪॥

শ্রীগৌর গোবিন্দ লীলায়িত ছন্দ মধুপদাবলী লেখনী মুখে।
শ্রবণে গীয়নে রস মহোদধি তরঙ্গিয়া উঠে সজ্জন বুকে ॥৫॥
করুণা প্লাবনে দুর্গত বুনোরা ডুবিল ভাসিল প্রেম ধারায়।
মোহন্ত হইয়া মণ্ডলী সৃজিয়া কীর্ত্তনে বর্ষণে ধরা মাতায় ॥৬॥

ডোমকুল ধন্য স্পর্শমাত্র লভি' ম'জে গেল ব্রজ-মধুরিমায়।
প্রেম সেবা ধর্ম্ম আচরি' শেখান মহামানবীয় উদারতায় ॥৭॥
যোগীর দৃষ্টিতে যোগারূঢ় যিনি জ্ঞানীর দৃষ্টিতে স্থিতপ্রজ্ঞ।
বেদান্ত আলোকে ব্রহ্মভূত যিনি ভক্তভাবনায় প্রেমরসজ্ঞ ॥৮॥

প্রেমিকের চোখে মধুর রসের ঘনীভূত মহাভাব প্রতিমা।
ব্রজে প্রবর্ত্তক গৌড়েতে সাধক গোয়ালচামটে মাধুর্য্য সীমা ॥৯॥

এ গ্রন্থের তিনি অধিষ্ঠাতৃদেব তাঁর গুণগাথা গাহিতে সাধ।
মহা-করুণার মন্থন দণ্ডে তুলি তরঙ্গিণী অমৃত আস্বাদ ॥১০॥

বিধির বিধাতা বুদ্ধি প্রচোদিতা যে পথে চালান তথাই চলা।
শুষ্ক বংশদণ্ড মুরলীয়া করে যাহা উচ্চারিবে তাহাই বলা ॥১১॥
যাঁহার লীলার প্রথম উন্মেষে প্রীতি আস্বাদন তারুণ্যামৃতে।
মধ্য ভাগে ডুবি সংকীর্ত্তন রসে শ্রীগৌরের দান কারুণ্যামৃতে ॥১২॥

শেষ ভাগে মগ্ন লাবণ্যামৃতে
মহাগম্ভীরায় স্বভাবানন্দে।
লীলাতরঙ্গিণী কহিলা সে কথা
মহানাম গায় ছন্দোবন্ধে ॥১৩॥

মুর্শীদাবাদ জেলা গঙ্গাতট'পর ডাহাপাড়া গ্রাম আনন্দময়।
বঙ্গাধিকারীর সভা-সুপণ্ডিত দীননাথ ন্যায়রত্ন বিরাজয় ॥১৪॥

ভার্য্যা বামাদেবী সতী শিরোমণি অতুলন রূপ-গুণপণায়।
হেন মহাক্ষেত্রে অবতারী বন্ধু গৃহ উজলিল অঙ্গ ছটায় ॥১৫॥
কীরিটেশ্বরী শক্তিপীঠে এক সন্ন্যাসী আসি' দীননাথালয়।
পদতলে হেরি অঙ্কুশাদি চিহ্ন "যোগীর রাজা ঐ" উচ্চে ঘোষয় ॥১৬॥

কাশিমবাজারে স্বর্ণময়ীঘরে নেপালী সন্ন্যাসী করে বিজয়।
"ঠিকুজি দেখাহ" বলি' গঙ্গাধর দীননাথ ন্যায়রত্নে নিবেদয় ॥১৭॥
অদ্ভুত ঠিকুজি পড়িয়া সাধুজী সবিস্ময়ে শিশু দেখিতে চায়।
পিতৃ অঙ্কোপর শ্রীবন্ধুসুন্দর হেরিয়ে সাধুজী তুলে মাথায় ॥১৮॥

নিমাই-হারা-ব্যথা বুকে ছিল গাঁথা পুত্র রাখি'বামা আগে লুকায়।
মাতৃহারা শিশু বন্ধুসোনামণি ন'মা ক্ষমাময়ী কোলে ঝাঁপায় ॥১৯॥
দীননাথাগ্রজ ভৈরব চক্রবর্ত্তী রাসমণি সাক্ষাৎ ভবানী বটে।
বসতি তাঁদের শ্রীগোবিন্দপুর ফরিদপুর জেলা পদ্মার তটে ॥২০॥

মাতৃহারা পুত্রে দীননাথ আসি' গোবিন্দপুরেতে রাখিয়ে যায়।
দেবী রাসমণি অপত্য স্নেহেতে অতি সমাদরে তুলিয়ে লয় ॥২১॥
পদ্মাকূলে বন্ধু বাল্যখেলা খেলে সঙ্গী সঙ্গে ধূলি-ধূসরকায়।
নৌকায় চড়িয়ে আপন মনেতে স্রোতবেগে দূরে ভাসিয়ে যায় ॥২২॥

শ্মশানেতে যায় মরা-খাটিয়ায় সানন্দে শয়ন করিয়া রয়।
দিদি দিগম্বরী 'আয়, আয়' ডাকে, জলঢালি গায়ে ঘরেতে লয় ॥২৩॥
পদ্মার প্রকোপে বাড়ী ভাসি গেল ভৈরব আসিল ব্রাহ্মণকাঁদায়।
অদ্যাপি সে বাড়ী আছে বিদ্যমান ভক্তগণ লুটে পঞ্চবটী ছায় ॥ ২৪॥

দুর্গাচরণের পাঠশালে পাঠ ঈশ্বর মাস্টার পড়া শিখায়।
প্রতাপ ভৌমিক নিস্তারিণীসহ ঢোলক বাজাইয়ে হরিনাম গায় ॥২৫॥
বাংলা ইস্কুলেতে বিদ্যার্থী হইয়ে আপন মনেতে ধীরে পথ যায়।
যত নারীনরে একদিঠে হেরে বিমুগধচিত রূপ ছটায় ॥২৬॥

ত্রয়োদশ বর্ষে সাবিত্রী গ্রহণে ভর্গঃ প্রকটয় জ্যোতির্‌ময়।
কুলাধিদেবতা শ্রীরাধামাধব নিত্য সেবার্চ্চনে ভাবতন্ময় ॥২৭॥
মাধবে সাজায় দুলালীর সাজে ধড়াচূড়া বাঁশী রাধার করে।
বিনোদিনী বামে বিনোদে বসায়ে "দেহিপদপল্লব" গায় সুস্বরে ॥২৮॥

স্নান করি যেতে তুলসীতলাতে ছায়া পায়ে ঠেকে ঘুরি' চলয়।
ছায়া ঘুরে ঘুরে পদতলে পড়ে হেরি' দিগম্বরী মানে বিস্ময় ॥২৯॥
মৃদঙ্গ বাজায়ে হরিগুণ গেয়ে সাথীগণ সাথে জগদ্বন্ধু যায়।
শ্রীমস্তক হ'তে নীলজ্যোতি রেখা সূরজ মণ্ডল পরশি ভায় ॥৩০॥

দুঃখীরাম ঘোষ পাবনা নিবাস ফরিদপুর বাজারে দোকান ঘর।
বাঁক কাঁধে করি যেতে বিয়ে-বাড়ী বন্ধুধনে হেরে পথের 'পর ॥৩১॥
তুষার ধবল বসন আবৃত বদন তরুণ তপন পারা।
ঝলমল করে পদনখ জ্যোতি হেরি' দুঃখীরাম আপনাহারা ॥৩২॥

উন্মাদের প্রায় পশ্চাতে ধায় চরণে বিকায় জীবন প্রাণ।
ষড়ভুজকায় দেখা দিল তায় 'নন্দঘোষ বলি' স্বরূপ জাগায় ॥৩৩॥
পরীক্ষার কেন্দ্রে ইতিহাস প্রশ্নে শ্রীগৌরবিষয় উত্তর দিতে।
সে লীলা স্মরণে ভাবাবিষ্ট মনে ফ্যালফ্যাল করি চাহে এক ভিতে॥৩৪॥

"নকল করিছ" উচ্চে হাঁকিলেন শ্রীভুবন সেন শিক্ষক প্রধান।
বন্ধু চমকিত হৈলা বহির্গত অনুতপ্ত সেন খুঁজে না পান ॥৩৫॥
ভৈরবনন্দন তারিণীচরণ রাঁচিতে নিবসে চাকুরী তরে।
বিদ্যার্জ্জন লাগি সেথা চলি এল প্রভু বন্ধুহরি সে বাসাঘরে ॥৩৬॥

পাচক চাকর, দুইজন চোর চৌর্য্যবৃত্তিহেতু বিচার-হারা।
বন্ধু এড়াইতে ভক্ষ্যে বিষ দেয় হায় রে এমতি দুর্ম্মতি তারা ॥৩৭॥
অদোষদরশী দয়াল বন্ধুহরি "ক্ষমা করি দেন" দাদারে কয়।
"অনুতাপ হলে পাপক্ষয় হবে" শুনিয়ে তারিণী মানে বিস্ময় ॥৩৮॥

রাখাল বাবুর পাগল ঘোড়াটি পোষ মানাইতে কেহ যোগ্য নয়।
সবার অজ্ঞাতে বন্ধু চ'ড়ে তাতে হাঁকাইয়ে রাতু রাজবাড়ী যায় ॥৩৯॥
বন্ধুর ভগিনী শ্রীগোলোকমণি প্রসন্ন-প্রেয়সী পাবনায় বাস।
সেথায় আসিলা পতিতপাবন দিদির অন্তরে কত উল্লাস ॥৪০॥

প্রসন্ন লাহিড়ী বড় জমিদারী তাঁতিবন্দ গ্রামে বিরাট বাড়ী।
দুর্গোৎসব দিনে পেয়ে বন্ধুধনে স্ব-প্রিয়জনে পরা'ল শাড়ী ॥৪১॥
সিন্দুর পরা'ল দুর্গা মা সাজা'ল রূপ অপরূপ উপছি' পড়ে।
কত জয়ধ্বনি উলুধ্বনি করে যত নরনারী চরণে পড়ে ॥৪২॥

প্রহ্লাদ ধ্রুবের যাত্রাপালা শুনি ভাবাবিষ্ট ভূমে ঢলিয়ে পড়ে।
প্রিয় সঙ্গিগণ কাঁধেতে তুলিয়ে পৌঁছাইয়া দেয় দিদির ঘরে ॥৪৩॥
"তৈলহীন গায় রুক্ষ দেখা যায় থাকিতে দিব না সদা গা ঢাকা"।
এতবলি দিদি গাত্রবস্ত্র টানে দেখে ভৃগু-পদ বুকেতে আঁকা ॥৪৪॥

বন্ধু আকর্ষণে আসে ছাত্রগণে ব্রহ্মচর্য্য ধরে তপস্যা লাগি।
ওজঃরক্ষা-ব্রত নিয়ম নিষ্ঠারত ছাত্র দলে দলে উঠিল জাগি ॥৪৫॥
রমেশ লাহিড়ী-আত্মজ রণজিত ইস্কুলের সেরা ছাত্র সে বটে।
তুল্য রূপগুণে কী যে শুভক্ষণে শ্রীবন্ধুর সনে সাক্ষাৎ ঘটে ॥৪৬॥

বিলাসিতাহীন বস্ত্র উত্তরীয় অনাড়ম্বরে উজ্জ্বল স্ফূর্ত্তি।
সকল ছেলের এ পরিবর্ত্তনে অভিভাবকেরা হ'ন অগ্নিমূর্ত্তি ॥৪৭॥
সমঝাইয়া দিল বন্ধুরে তাহারা "শাস্তি পাবে, নয়তো এ সব ছাড়।"
বাধা নাহি মানে চলে আপনমনে প্রচারণ কার্য্য বাড়িল আরো ॥৪৮॥

একদা ঊষায় বন্ধু স্নানে যায় দুর্বৃত্তেরা পথে লুকায়ে রয়।
নৃশংসভাবেতে বহু প্রহারিল চাপি ধরি জলে স্নানের সময় ॥৪৯॥
মরে গেছে ভাবি জংগলে ফেলিয়া পাষণ্ডীরা সবে চলিয়ে গেল।
চৌকিদার এক লতাগুল্ম মাঝে আলোরাশি দেখি এগিয়ে এল ॥৫০॥

দেখি চমকিত হ'ল চৌকিদার তখনি খবর পৌঁছায়ে দিল।
প্রসন্ন লাহিড়ী অতি তাড়াতাড়ি ধরাধরি করি গৃহেতে নিল ॥৫১॥
বহু শুশ্রূষায় প্রকৃতিস্থ হৈয়া নয়ন মেলিলা শ্রীবন্ধুহরি।
প্রিয়জন ঘিরে অশ্রুনেত্রে হেরে প্রহারের চিহ্ন শ্রীঅঙ্গ ভরি ॥৫২॥

ক্রোধে কহে কেহ, নাম বলি দেহ, এত অত্যাচার কেমনে সহি।
ধীরে ধীরে থামি বন্ধু কহে "আমি, উদ্ধারণ বটি, দণ্ডদাতা নহি" ॥৫৩॥
সুস্থ হয়ে বন্ধু দমিল না বিন্দু কর্ত্তব্যে লাগিলা শতগুণ বলে।
ব্রহ্মচর্য্য ধর, হরিনাম কর, প্রচারণ চলে যুবকদলে ॥৫৪॥

কীর্ত্তন উল্লাসে চলে একদিন পাবনার পথে ভকত সাথে।
উন্মাদনা দেখি হ'য়ে সজলাঁখি বনমালী রায় আনন্দে মাতে ॥৫৫॥
গৌরাঙ্গ-স্বরূপ হেরি বন্ধুরূপ রায় বনমালী বিনয়ে ক'ন।
কতদিনে হবে মোর রাজধানী বনারী নগরে শুভ পদার্পণ ॥৫৬॥

"ভানুনন্দিনীর ইচ্ছা হইলেই মিলন ঘটিবে পাবেন আমায়"।
বন্ধুর বচনে রাজা মহাসুখী রহে ভানুবালা করুণা আশায় ॥৫৭॥
শ্রীশচন্দ্র লাহিড়ী শৈবপথ ধরি' শিবরূপে বন্ধু হৃদে ধেয়ায়।
নিজ গৃহে পেয়ে পতি পত্নী দু'য়ে রুদ্রাক্ষ পরায় বন্ধু-গলায় ॥৫৮॥

ভস্মাচ্ছন্ন পাবক পাবনায় সাধক ত্রিকাল-দ্রষ্টা ক্ষেপা হারাণ।
বন্ধুহরি তাকে "বুড়াশিব" ডাকে মুখে বুকে থাকে অর্পিত প্রাণ ॥৫৯॥
কত বিষধর শয্যার উপর নোংরা মাঝে শিব শুইয়ে থাকে।
স্বতন্ত্রতা-প্রিয় প্রাণবন্ধু হরি তার মাঝে ঢুকে বুকে বুক রাখে ॥৬০॥

কথা সংগোপনে জানে দু'চারজনে বুড়াশিব সাক্ষাৎ অদ্বৈতাচার্য্য।
গৌরলীলা হ'তে প্রকট জগতে গুপতে করিছে গোরার কার্য্য ॥৬১॥
রায় বনমালীর কুলগুরুপুত্র অদ্বৈতসন্তান শ্রীরঘুনন্দন।
বনারী নগরে বন্ধুকে লইতে পাবনায় হ'ল তাঁর আগমন ॥৬২॥

"সর্ব্বাগ্রে করহ শিব দরশন", শ্রীরঘুনন্দনে কহে বন্ধুহরি।
শিব কন, "রঘু, ভাগ্য তোর বহু, গৌরাঙ্গ লইয়া যা ত্বরা করি" ॥৬৩॥
গজেন্দ্র উপরি রাজবেশে হরি পুষ্পমালিকায় কত না শোভা।
সর্ব্ব সম্মোহন রূপ উচ্ছলন রাজপথে চলে কী মনোলোভা ॥৬৪॥

রাজা বনমালী হ'য়ে কৃতাঞ্জলি শ্রীবন্ধুসুন্দরে বরিয়ে লয়।
ভক্ত অগণন নর্ত্তন লুণ্ঠন সংকীর্ত্তনানন্দে ভাসিয়ে রয় ॥৬৫॥
শ্রীরাজবিগ্রহ ব্রজবিনোদিয়া এক রাজকন্যা বিবাহ করে।
'জামাইবিনোদ' নামে সুবিখ্যাত কত ঠাটে সেবা জামাই আদরে ॥৬৬॥

বিগ্রহ সাক্ষাৎ এই অনুভবে বিগ্রহসেবায় অর্পিত প্রাণ।
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবল প্রভাবে রাজা বনমালী সে বোধ হারাণ ॥৬৭॥
মন্দিরের ভোগ শেষ হ'ল যেই বিনোদের হাতে হুকার নল।
বন্ধু ডাকিলেন, "আসুন রাজর্ষি" ডাকে বনমালী প্রেমবিহ্বল ॥৬৮॥

"বিনোদিয়ার ঐ তামাকু সেবন আসুন এবার আস্বাদ করি"।
রাজার কপালে অঙ্গুলি পরশি' বলেন "শুনুন শব্দ গড়গড়ি" ॥৬৯॥
শুনিয়ে রাজর্ষি গড়গড় ধ্বনি তামাকের গন্ধ মন্দির ভরি।
'প্রভু প্রভু' বলি চরণে পড়িলা সাক্ষাৎ বিগ্রহ বোধ এল ফিরি ॥৭০॥

শ্রীবন্ধুর আগে করজোড় করি' একদা রাজর্ষি সুধাল তায়।
আপনার অঙ্গে আঘাত হানিল কোন্ সে পাষণ্ডী বলুন্ আমায় ॥৭১॥
শুধুই নামটা শুনিবারে চাই কিছু না করিব প্রতিবিধান।
হাসি সুমধুর শ্রীবন্ধুঠাকুর লিখিবার তরে লেখনী চান ॥৭২॥

শ্রীহস্তে লিখিলা "শিরোদেশে ছিল, পাপরূপ এক হিমাচল হায়।
এক সে লাহিড়ী কোথা হ'তে আসি পবনের বেগে উড়াল তায়" ॥৭৩॥
শ্রীরঘুনন্দন লেখাটি পড়িয়া অশ্রুজলে ক'ন বলিহারি যাই।
কী অপূর্ব্ব ক্ষমা। কি মধুর ভাষা। দেখি নাই কভু কভু শুনি নাই ॥৭৪॥

ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে কাতরে কহিলা বাইবেলে আছে যীশুর কথা।
"জানে না ইহারা কত অপরাধী, ক্ষমা কর প্রভু স্বর্গের পিতা" ॥৭৫॥
কলসীর কাঁদা শিরেতে পড়িল রক্তধারা ছুটে তীরের মত।
কুপিত না হই দয়াল নিতাই ক্ষমা সে করিলা অতি অদ্ভুত ॥৭৬॥

মেরেছ মেরেছ কলসীর কাঁদা তবু প্রেম দিব নিব রে কোলে।
এ কথা কহিলা নিতাই-সুন্দর অপূর্ব্ব এ ক্ষমা জগতি তলে ॥৭৭॥
এই দুই ক্ষমা ভুবন বিখ্যাত তবু সে ক্ষমাতে দোষ দৃষ্টি আছে।
দোষী বটে তুমি তবু কৈনু ক্ষমা, এ মাহাত্ম্য বটে ক্ষমায় আছে ॥৭৮॥

"দেখ কি অদ্ভুত বন্ধুসুন্দরের ক্ষমা যে পাইল প্রহারকারী।
ভাষা দেখ তাঁর দোষদৃষ্টিহীন আঘাতকারী সে কী উপকারী ॥৭৯॥
হিমাচল সম শিরে ছিল পাপ লাহিড়ী আঘাতে উড়িয়ে যায়।
কত উপকার করিল আমার ক্ষমা কি করিব কোথা অন্যায়?" ৮০॥

ক্ষমা নহে ইহা ক্ষমার চেয়েও মহত্তর কোন ধর্ম্ম এ' বটে।
এ মহাধরমের সমান চিত্র না মিলে কাহারো জীবন পটে ॥৮১॥
রাজর্ষি শুধায়,"প্রভুর মাথায় পাপ হিমাচল কে আনি দিল"।
শ্রীরঘুনন্দন কহে "আমাদের পাপভার নিজে শিরেতে নিল" ॥৮২॥

অদ্বৈত সন্তান শ্রীরঘুনন্দন আশ্রয় লইল রাতুল পায়।
সে শচীনন্দন এই বন্ধুহরি সুনিশ্চয় জানি বিকা'ল তায় ॥৮৩॥
দেবেন চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপে ঘর প্রধান শিক্ষক শিলং বিদ্যালয়।
বি, এ, পাশ করি 'অভিমানছাড়ি' পথের ফকীর নিত্যানন্দময় ॥৮৪॥

নিতাই নামেতে সদা ভাবাবিষ্ট আহার নিদ্রা সব ভুলিয়ে রয়।
'জয়নিতাইবলি' কেহ সাড়া দিলে হা নিতাই' বলি চমকি' উঠয় ॥৮৫॥
জয়নিতাই তাঁর নাম হয়ে গেছে বাংলা আসাম সর্ব্বত্র গতি।
গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিতাই নাম দিয়ে অন্তরে জাগান গৌর-ভকতি ॥৮৬॥

লোক মুখে মুখে রাজর্ষির কথা শুনিতে পাইয়ে সেথায়ে এল।
বনারী নগরে অবস্থানকালে বন্ধুসুন্দরের দর্শন পেল ॥৮৭॥
বিনোদ মন্দিরে ক্ষণিক দর্শনে সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ জাগিল প্রাণে।
আবার দেখিতে আকুল পরাণ কর্ম্মচারী কন, যাবেন বৃন্দাবনে ॥৮৮॥

সগোষ্ঠী রাজর্ষি বৃন্দাবনযাত্রী জয়নিতাই যাবেন তাঁহার সনে।
শ্রীবন্ধুসুন্দর যদি যান তবে পথে দেখা হবে ভরসা মনে।৮৯॥
সঙ্গে ব্রজযাত্রী রাজর্ষির গণ বন্ধুহরি উঠে রেল কামরায়।
চলা গাড়ী হ'তে উধাও হইয়ে লুকোচুরি করি' লুকায়ে যায় ॥৯০॥

কলিকাতা আছে প্রিয় বকুলাল 'রাঙামূলা' বলি ডাকিত যেই।
বন্ধুর বিরহে কাতর হইয়ে অঝোরে ঝুরিছে দিনরাত্ত সেই ॥৯১॥
একত্রিশ নম্বর মিরজাফর ষ্ট্রীট্ সেথা শ্রীবন্ধুর উদয় হ'ল।
আনন্দে অধীর নাচে বকুলাল মরা দেহে যেন পরাণ এল ॥৯২॥

কৈশোর আরম্ভে ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম বকু জীয়ন্তে মরা।
স্পর্শমাত্র দানে সঞ্জীবিত করি উপদেশ লিখি দিলেন ত্বরা ॥৯৩॥
নবজীবন লাভে নূতন উদ্যমে বকুর জীবন পরমোজ্জ্বল।
ব্রহ্মচর্য্যব্রত তপস্যা নিরত বিশুদ্ধ শান্ত সুন্দর হ'ল ॥৯৪॥

বকু সাথে সাথে কলিকাতা পথে বন্ধুসুন্দর ভ্রমিলা বহু।
বেঙ্গল ফটো ষ্টুডিও দেখিয়া "আয় ফটো তুলি" কহিলা পহুঁ ॥৯৫॥
উপবিষ্ট বন্ধু ভাবাবিষ্ট হরি শ্রীগৌরাঙ্গ রঙ্গে ডুবিয়ে গেলা।
দক্ষিণে ও বামে নিতাই গদাধর বক্ষ সনে যেন আঙ্গুলি নিলা ॥৯৬॥

অদ্বৈত শ্রীবাস কোথা গেল ভাবি দু'চরণ দুই জানুর পর।
পঞ্চতত্ত্বময় বিগ্রহ প্রকট পদ্মাসনে স্থিত কী মনোহর ॥৯৭॥
মালাটি করেতে পার্শ্বে বকুলাল দৈন্যের প্রশান্ত মূরতি সেহ।
ভক্ত-ভগবান মাধুর্য্য-বিগ্রহ আর কি এমন দেখেছ কেহ ? ॥৯৮॥

তারুণ্যামৃতের জীবন্ত মূরতি সাধক পাইল ধ্যানের ধন।
একাধারে সর্ব্ব মিলন-মাধুরী প্রকটিত ভেল অরূপ রতন ॥৯৯॥
গুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবন্ধু-শ্যাম সর্ব্ব মিলনে শ্রীহরিনাম।
নামের মূরতি প্রভু জগদ্বন্ধু শ্রীহরিপুরুষ নয়নাভিরাম ॥১০০॥

বন্ধুলীলামৃতের প্রথম মাধুরী উদ্ভাসিত যত লীলাকথায়।
শতেক বিভঙ্গে মহানাম রঙ্গে স্মরণানন্দে স্বচ্ছন্দে গায় ॥ ॥

———

শুভ আবির্ভাব স্মরণে

যেমন জননীর কোলে কন্যা,
তেমন ভারত মাতার অঙ্ক উজলি'
বঙ্গ-দুহিতা ধন্যা।
যেমন সিন্দুরে সুন্দরী সাজে,
তেমন বাংলার সীমান্তে রাজধানী অই
মুর্শিদাবাদ রাজে।

যেমন বরজে তপন-বাল',
তেমন মুর্শিদাবাদের হিয়া মাঝে রাজে
গঙ্গার তরঙ্গ-মালা।
যেমন কাশীনাথ গৌরী-সাথ,
তেমন জাহ্নবীর তীরে ডাহাপাড়া ধামে
বামাদেবী দীননাথ।

যেমন চাঁদিমা তপন কোর,
তেমন দীন-দিননাথ বামা-চন্দ্রাননা
প্রেম রসাম্বুধি ভোর।
যেমন বাছুরী বিহনে ধেনু,
তেমন যশোদা আবেশে কাঁদে বামাদেবী
কোথা নীলমণি কানু।

যেমন বাঘিনী ডম্বুর-হারা,
তেমন ঘন ফুকারয় "নিমু নিমু" ব'লে
মিশ্রঘরণী পারা।
যেমন গঙ্গায় যমুনা মিলে,
তেমন বামাদেবী হৃদি প্রয়াগ সঙ্গমে
দুহুঁ ভাব এককালে।

যেমন নিশি শেষে আলো হয়,
তেমন বিচ্ছেদের পর মিলন আসিয়া
লীলা করে মধুময়।
শ্রীসীতানবমী আজ,
আজি গোলোক ছাড়িয়া অপ্রাকৃত ধন
নামিবে ধূলার মাঝ।

যেমন বীজেতে লুকায় গাছ,
তেমন পাপ-পীড়িতা বসুমতী সতী
ধরিল গাভীর সাজ।
যেমন বিরহে বঙ্গের বধু
তেমন চারিশত বর্ষ মলিনা জহ্নুজা
হারায়ে গৌরাঙ্গ বিধু।

যেমন ভাদরে বাদর ঝরে,
তেমন চক্ষে ধারা ধরা ঝুরিল গঙ্গার
তপত বুকের 'পরে।
যেমন সন্তাপে নবনী গলে,
তেমন পঞ্চে পঞ্চতত্ত্ব সুধাময় বপু
ধরণীর বুকে ঢলে।

যেমন মঙ্গল মহোৎসবে,
তেমন শ্রীমাহেন্দ্রক্ষণ পুষ্পবন্তযোগ
একত্র মিলিল সবে।
যেমন পাণ্ডবেরা স্বর্গ পথে,
তেমন গ্রহপঞ্চক তুঙ্গে চড়িয়া
নাচিছে বিমান রথে।

যেমন বাসরে নবোঢ়া রাজে,
তেমন দিবস যামিনী মিলন মধুর
ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত মাঝে।

যেমন ফণী শিরে সাজে মণি
তেমন রাঙ্গিয়া ললাট হিঙ্গুল রাগে
সাজে দিগ্বধূ ধনী।

যেমন অতলে বিচরে মীন
তেমন বামা দীননাথ আত্মস্থ উভয়ে
বাৎসল্য বারিধি লীন।
যেমন মথিলে অমিয়া উঠে,
তেমন আত্মস্থ হৃদয়ে আসে রসময়
ফুটিলে সৌরভ ছুটে।

যেমন সাধুজন মনে মুখে,
তেমন অন্তরে বাহিরে দুইটি জগৎ
ছায়া কায়া হেন থাকে।
যেমন হিমালয়ে মানঃসর,
তেমন শান্ত দীননাথ গিরিরাজ সম
বামা মানস সরোবর।

যেমন গঙ্গা জন্মে গঙ্গোত্তরী,
তেমন মধুর বাৎসল্য শতমুখী ধারা
বামাদেবী বক্ষোভরি।
যেমন গন্ধ চন্দন বুকে,
কেমনে বাতাস বহি আনে তারে
গন্ধবহ বলে লোকে।

তেমন হৃদয় সরোজ ফুটিল,
কেমনে কে জানে তাহাপাড়া ধাম
গৃহ মাঝে তারে আনিল।
যেমন মধুরে মাধুরী আঁকা,
তেমন ঘর আলোকিয়া পদ্মপলাশআঁখি
শিশু রূপে দিল দেখা।

যেমন ভাব রহে রস জুড়ি,
তেমন চন্দ্রপুত্রধন ধামে প্রকটিল
চন্দ্রিকা আশ্রয় করি।

যেমন সাগরে সোনালী ঢেউ,
তেমন হস্তপদ নাড়ি বন্ধুমণি খেলে
লখিতে পারে না কেউ।

যেমন ব্রহ্মার সনে ব্রহ্মাণী,
তেমন বংগাবিকারীর গৃহ হ'তে ফিরে
উতলা জনক জননী।

যেমন কুমুদকান্ত কাঁতি,
অপলক চোখে চাহে দীননাথ
গৃহে বিভাকর ভাতি।

যেমন নদী মিশে যায় সাগরে,
তেমন অন্তরের আলো বাহিরে মিলিল
অপরূপ শিশু নেহারে।

যেমন ভাস্বর মণির জ্যোতি,
স্বপনের ধন গৃহ আলো করি
চাহে বামাদেবী সতী।

যেমন নয়ন পাইলে অন্ধ,
তেমন উল্লাস বাড়িল হৃদয়ে চাপিল
চুমিল বদন চন্দ।

যেমন কৃপণ পাইল ধন,
তেমন শিশু কোলে তুলি স্নেহের সায়রে
ন'মা হ'ল নিমগন।

যেমন শ্রাবণে বরষা হয়,
তেমন পারিজাত রাশি দেবলোকবাসী
বর্ষে ভাহাপাড়াময়।

আজি বিশ্বের শুভ দিন,
মূঢ় মহানামব্রত পতিত বঞ্চিত
যেমন চাঁদে না জানিল মীন।

দ্বিতীয় মাধুরী

স্বাধীন বঙ্গের শেষ রাজধানী মুর্শীদাবাদ শহর অতীব সেরা।
নবাব প্রাসাদ বিপরীত তটে ডাহাপাড়া ধাম স্মৃতিতে ঘেরা ॥১০১॥
পূত জন্মস্থান চিন্ময়ভূমি গঙ্গার তটে তুলনা নাই।
বকুলাল ছাড়ি ত্যজি কলিকাতা ধামে উপনীত হইলা যাই ॥১০২॥

"চন্দ্র রে চন্দ্র" মধুকণ্ঠে ডাক শুনি ক্ষৌরকার বাহিরে এল।
"মুণ্ডন করহ", বলি বন্ধুহরি ভূমির উপর বসিয়ে প'ল ॥১০৩॥
এত মনোহর কেশপাশ তব কেন ফেলাইবে বুঝিতে নারি।
ক্ষুর হাতে লয়ে এত বলি চন্দ্র কাঁপিতে লাগিলা থর থর করি ॥১০৪॥

'বিলম্ব করো না' কহে বন্ধুহরি কাজ করে চন্দ্র যন্ত্রের মত।
এক সিকি রাখি উঠিলেন প্রভু ভাগীরথী বক্ষে স্নানেতে রত ॥১০৫॥
স্নানান্তে আপন জন্মভিটায় আসি করিলেন কত নতি প্রদক্ষিণ
পিতৃমাতৃ স্মৃতি-যুক্ত বিল্বতরু হন তার ছায়ে সুসমাসীন ॥১০৬॥

ন'মা ক্ষমাময়ী বাৎসল্যের খনি "বাবা জগদ্বন্ধু এসেছ" বলি।
আনন্দে অধীরা চক্ষে বহে ধারা অতি দ্রুতপদেআসিলা চলি ॥১০৭॥
আপন কণ্ঠের রুদ্রাক্ষ মালাটি খুলিয়া লইলা আপন হাতে।
ন'মার গলেতে দিল বন্ধুমণি, আনন্দ ফুটিল ঘনাশ্রু পাতে ॥১০৮॥

হোথা ক্ষৌরকালে পরশে চন্দ্রের সাত্ত্বিক বিকারে ভূষিত দেহ।
যারে পথে পায় জিজ্ঞাসে তাহায় 'কোথা সে সুন্দর' দেখেছকেহ ?॥১০৯॥
প্রতিবেশী তার মণি সরকার কত খোঁজাখুঁজি বন্ধুর তরে।
যাহারা দেখিল আনন্দে ডুবিল বঞ্চিত যাহারা কাঁদিয়ে মরে ॥১১০॥

তারপর বন্ধু কোথা চলে গেল, জগতিতলে কেহ না জানে ।
স্বানুভাবানন্দে কভু বা ভ্রমেন কভু উদ্ধারণে জগৎকল্যাণে ॥১১১॥
বাবা হরনাথ শ্রীমুখের বাত রাজপুতনায় হ্রদের তটে ।
প্রভু জগদ্বন্ধু সঙ্গেতে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রথম মিলন ঘটে ॥ ১১২॥

চম্পটির হাতে শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া "ইংলিশম্যানের" এডিটর কয় ।
প্যারিসের এক মহতী সভায় এই বালকেরে দেখেছি নিশ্চয় ॥ ১১৩॥
লণ্ডন বাকিংহাম প্যালেসের কথা বর্ণনা করিয়া আপন জনে ।
বলে বন্ধুহরি দেখা হয়েছিল ভিক্টোরিয়া সহ সঙ্গোপনে ॥১১৪॥

জগৎ-উদ্ধারণে ভ্রমি নানা স্থানে করুণা পাথেয় সংগ্রহ করি ।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে দরশন তরে ব্রজ অভিমুখে চলিল হরি ॥ ১১৫॥
গেয়ে গেয়ে যায় "শ্রীগোবিন্দ জয় গোকুল আনন্দ গোষ্ঠবিহারী ।
গোপিকা-প্রণয়-সাগরে সন্তরে জগৎ মানস তামসহারী" ॥১১৬॥

রাধাকুণ্ড তটে কাঁদি কাঁদি কাটে সারাটি রজনী বহিয়ে যায় ।
'হায়গো রাধিকে শ্যামপ্রাণাধিকে দেখানাহি দিলে প্রাণবাহিরায় ॥১১৭॥
"কোথা কমলিনি কুঞ্জবিলাসিনি প্রেমপাগলিনি মানিনী রাধে ।
রক্ষ বন্ধুদাসে রাইসিমন্তিনি গোবিন্দ-রঙ্গিনি গোপিনি রাধে" ॥১১৮॥

গভীর নিশীথে এল ভানুবালা বঁধুয়া শ্রবণে নাম উচ্চারি ।
অতি প্রেম ভরে টানি ক্রোড়'পরে বিলীন হইল বক্ষেতে তারি ॥১১৯॥
তদবধি রাধা উচ্চারিতে নারে কদাপি হইলে শ্রবণ গত ।
ভাবে রোমাঞ্চিত কম্পিত শ্রীদেহ ধৈরয হারায় চকিতের মত ॥১২০॥

শ্রীরঘুনন্দন বন্ধুকে সুধায় আপনার গুরু কে হয় বটে ।
কহে বন্ধুহরি "ভানুর কুমারী শ্রীমন্ত্র দানিল কুণ্ডের তটে" ॥১২১॥
সেই হ'তে বন্ধু কিরূপ হইলা অসীম মাধুর্য্য বর্ণিতে নারি ।
"সাক্ষাৎ-আনন্দ-ভাববল্লরী-জড়িত মাধুর্য্যপ্রতিম মরি" ॥১২২॥

বাংলায় ফিরিতে আড়ায় নামিলা অতুল চম্পটি শিক্ষক তথা।
তাহাকে সম্বোধি সুধামাখা স্বরে শ্রীবন্ধু কহিলা দুইটি কথা ॥১২৩॥
"দুঃখময় এই মায়ার সংসারে একমাত্র কৃষ্ণভজন সার।
মায়াপাশ কাট নামনিষ্ঠ হও বহুজীবে হবে করাতে পার" ॥১২৪॥

জগদ্বন্ধু তরে বিরহকাতরা দেবী দিগম্বরী গোলোকমণি।
কত চণ্ডীপাঠ কত মনস্তাপ দু'টি বর্ষ গেল দিবস গণি ॥১২৫॥
পাবনা চলিছেন দিগম্বরী দেবী জগদ্বন্ধুধ্যানে ব্যাকুল মনে।
সেই ইষ্টিমারে বন্ধু চলিয়াছে ভাইবোনে দেখা কী শুভক্ষণে ॥১২৬॥

গোলোকমণি গৃহে বন্ধু আসিয়াছে পাবনা ভরিয়ে রটিয়ে গেল।
যত প্রিয়জন মিলিল আসিয়া "জগা জগা" বলি হারাণ এল ॥১২৭॥
গোবিন্দ গোবিন্দ শ্রীমুখে সদা কিন্তু রাধা নাম শুনিতে নারে।
কৌতুক কারণ সমপাঠিগণ লইয়া চলিলা নদীর ধারে ॥১২৮॥

ইচ্ছামতি নদী নৌকা আরোহণে সঙ্গী সঙ্গে বন্ধু বেড়াতে যায়।
নদী মধ্যে গিয়া সবে সমস্বরে জয় রাধে জয় আনন্দে গায় ।১২৯॥
বিদ্যুতখণ্ড সম পরম উজ্জ্বল নৌকা হ'তে বন্ধু জলেতে পড়ে।
আরোহীরা হেরে বন্ধু নাই নায় সবাই কাতর বিষাদ ভরে ॥১৩০॥

সবে হাহাকার "অই যে অই যে" চেঁচিয়ে উঠিল সঙ্গীরা যত।
কুলবৃক্ষতলে জগতসুন্দর অনাবৃত অঙ্গ বদন নত ॥১৩১॥
হরেকৃষ্ণ নাম গাহিতে গাহিতে বন্ধুর শ্রীদেহে চেতনা এল।
সবে সমাদরে গোলোকমণি ঘরে ধরাধরি করে পৌঁছিয়ে দিল ॥১৩২॥

আসি ফরিদপুরী কার্ত্তিক ভরি মাতে নরনারী বামণকাঁদায়।
সংক্রান্তি দিবসে আনন্দ উল্লাসে নগরে নাচিল সাত সম্প্রদায় ॥১৩৩॥
সহর ঘুরি ঘুরি মেলার মাঠ ধরি কীর্ত্তন প্রবেশে বাগ্‌দী পাড়া।
বুনা নরনারী এল সারি সারি এমন কখনও দেখেনি তারা ॥১৩৪॥

দলের মোড়ল রজনী বাগ্‌দী ছুটিয়া আসিল আনন্দে মাতি।
বাতাস সরাল বন্ধুর আবরণ রজনী দেখিল শ্রীমুখ কাঁতি॥ ১৩৫॥
সূর্য্যের মতন বন্ধুর বদন চন্দ্রের মতন অতি সুস্নিগ্ধ।
শ্রীমুখের শোভা হেরিয়া রজনী প্রেমেতে বিহ্বল পরম মুগ্ধ॥ ১৩৬॥

বুনোপাড়া হ'তে যত নরনারী কীর্ত্তনের সনে নাচিয়া এল।
ব্রাহ্মণকাঁদায় কীর্ত্তন সমাপ্তে সবে জয়ধ্বনি উলুধ্বনি দিল॥ ১৩৭॥
মহোৎসব ঠাঁই জাতি বর্ণ নাই ভেদ ভিন্নতা গিয়াছে ঘুচে।
রজনী বাগদী পার্শ্বে চক্রবর্ত্তী গোপাল বসিল নিঃসঙ্কোচে॥ ১৩৮॥

প্রসাদ পাইয়া আনন্দে মাতিয়া রজনী চলিলা নিজ গোষ্ঠী সনে।
বিদায় কালেতে করুণ আঁখি মেলি বন্ধু চাহিলা তাহার পানে॥ ১৩৯॥
বিশ্ব ব্রহ্মময় শাস্ত্রে মহাবাক্য সর্ব্বপাপ হরে নাম প্রতাপে।
এসব কথায় হিন্দু অত্যুদার, কার্য্যে সংকীর্ণতা প্রতি বিক্ষেপে॥ ১৪০॥

বুনো জাতি ছায়া গাত্রে স্পর্শ হ'লে বর্ণ হিন্দু গিয়া জলে ডুবায়।
শতধা বিচ্ছিন্ন এ হিন্দু সমাজ মুখভরা কথা ব্যর্থ কার্য্যতায়॥ ১৪১॥
প্রেমের ধরম নিত্যানন্দ দিল তাহে আবর্জ্জনা কত না শত।
মহাউদ্ধারণে মানব দরদী মনুষ্যত্ব দিতে সমুপাগত॥ ১৪২॥

খৃষ্টান পাদ্রীরা ঘন ঘন আসে অস্পৃশ্য বুনোরা হবে খৃষ্টান।
বার্ত্তা পেয়ে বন্ধু দুঃখীরামে কন রজনীকে ডাকি এখনি আন॥ ১৪৩॥
রজনী বাগ্‌দী আসিয়া দাঁড়াল ব্রাহ্মণকাঁদায় বন্ধুর পাশ।
'ধর্ম্ম ছাড় কেন, শুধাইল বন্ধু রজনী ছাড়িল দীরঘ শ্বাস॥ ১৪৪॥

"ধর্ম্ম কোথা প্রভু, মোরা কি হিন্দু জগতে মোদের আছে কি কেউ?
হিন্দুর বাড়ীতে বসিয়া আসিলে গোবর ছিটায় হিন্দুর বউ"॥ ১৪৫॥
করুণ আঁখি মেলি কহে বন্ধুহরি "শুনগো রজনী আমার কথা।
কৃষ্ণদাস তুমি এই পরিচয় কৃষ্ণসেবা ধর্ম্ম নহে অন্যথা॥ ১৪৬॥

গৌরনিত্যানন্দ চরণে শরণ লইলে ডুবিবে ব্রজের রসে।
কীর্ত্তন সাধন আমি শিখাইব আমি বসি খাব তোমার পাশে" ॥ ১৪৭ ॥
এত বলি বন্ধু উঠিয়া দাঁড়াল হেমদণ্ডভুজ বিস্তার করি।
'আজ হ'তে তুমি হরিদাস মোহন্ত এস হরিদাস কোলেতে ধরি' ॥ ১৪৮ ॥

ব্রহ্মাদিদুর্লভ বন্ধুর পরশে রজনী নতুন জীবন পেল।
স্পর্শমণি স্পর্শে বাগ্‌দী লাঠিয়াল মুহূর্ত্ত মধ্যেতে মোহন্ত হ'ল ॥ ১৪৯ ॥
নিজপাড়া ফিরি বলে হরিদাস, "খৃষ্টান আমরা হব না কভু"।
জগদ্বন্ধুদাস আমরা সকলে মোহন্ত পদবী দিলেন প্রভু ॥ ১৫০ ॥

অবাক বিস্ময়ে পাদ্রীরা দেখিল পতিত জাতির পরিবর্ত্তন।
ব্রাহ্মণকাঁদার জগদ্বন্ধু সাধু করে অসম্ভব সংঘটন ॥ ১৫১ ॥
আবগারী-পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ লণ্ডন পর্য্যন্ত সমালোচনা।
সাধুর সান্নিধ্যে দুর্দ্দান্ত জাতি কেমনে হইল উজ্জ্বল সোনা ॥ ১৫২ ॥

হিন্দু সমাজের মুরুব্বি যাহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাঁধিল দল।
অনাচারে হিন্দু যারে ছারে খারে জগৎ সাধু বটে পাইবে ফল ॥ ১৫৩ ॥
বাকচর গ্রামে কালীমাতা গৃহে অতি সংগোপনে প্রভুর উদয়।
কার গৃহবধূ কে করিল চুরি এ রটনা হ'ল বাজার ময় ॥ ১৫৪ ॥

শুভ্র বস্ত্রে ঢাকা সকল অঙ্গ শ্রীবদনখানি কিঞ্চিৎ দৃশ্য।
বাজারে রটিত গুজবের মূল বুঝি ভক্তগণের পরম হর্ষ ॥ ১৫৫ ॥
বাকচর ধামে যত নরনারী সহজ সুন্দর বন্ধুর জন।
ব্রজের ভাবেতে স্নেহ আদরেতে প্রাণপ্রেষ্ঠে করে আপ্যায়ণ ॥ ১৫৬ ॥

গোপাল মিত্রের বাড়ী প্রবেশিয়া তাহারে আদরে কহেন হরি।
পুত্র তব নিতাই তাই তুমি জেঠা, জেঠীমা আমার পত্নী তোমারি ॥১৫৭॥
নবকুমার নেচু কোদাই ক্ষুদীরাম গৃহে গৃহে প্রভু করে গমন।
মহিমেরে কন 'তুমি নিজ জন' বাকচরবাসী সকলে আপন ॥ ১৫৮ ॥

মায়েরা সকলে কত ভালবাসে মুড়ি চিড়া নাড়ু আদরে দেয়।
হিমী ললিতাদি সুদী আর কুদী কুমারীরা সবে প্রেমে বিকায়॥ ১৫৯॥
বাকচর মাঝে যত যত লীলা সকলি ব্রজের ভাবেতে ভরা।
শুদ্ধ মাধুর্য্যের লীলার তরঙ্গে ভগবান্ হন আপনহারা॥ ১৬০॥

বকুলাল-টানে কলিকাতা আসি কিছুদিন থাকি তথায় হরি।
নবদ্বীপ যায় আপন ইচ্ছায় দয়াল বন্ধুহরি ইষ্টীমার চড়ি॥ ১৬১॥
অন্নদা দত্ত হুগলীতে বাস দৈববাণী দেন আবেশ ভরে।
আবেশে বলেন 'গৌর এসেছেন' নবদ্বীপ যাত্রী কল্য ইষ্টীমারে॥ ১৬২॥

ভক্ত গোষ্ঠিসহ দত্ত মহাশয় হুগলীর ঘাটে ইষ্টীমারে উঠে।
তপ্ত হেম কাঁতি হেরি বন্ধু ভাতি প্রেমনেত্রে চায় আকুল দিঠে॥ ১৬৩॥
ইষ্টীমার ছাড়িল হুঁস না হইল সবে গেল চলি নদীয়া ঘাটে।
শ্রীবন্ধু নামিয়া পদব্রজে চলে এত বেগে, কেহ নারিল হেটে॥ ১৬৪॥

অনেক ভ্রমিয়া শ্রীবাস অঙ্গনে সমুদিত বন্ধু ভাবে মগন।
মানুষ গণনা হইতেছে জানি মোহন্ত জীউরে কাতরে কন॥ ১৬৫॥
"একটুকু স্থান দিতে কি পারেন যেখানে লুকায়ে থাকিতে পারি?
সবার আড়ালে পড়িয়া রহিব আদম সুমারিতে যেন না পড়ি"॥ ১৬৬॥

মোহন্তজী কন ধর্ম্মশালা যান তাহার নির্দ্দেশ চিতে না ভায়।
শ্মশানে জঙ্গলে ঝোপের আড়ালে সংগোপনে রহে শ্রীবন্ধুরায়॥ ১৬৭॥
নবদ্বীপ ধামে হরিসভা বাড়ী শ্রীশিতিকণ্ঠ ভকত প্রাণ।
অপরাহ্ন বেলা হাতে জপমালা শ্মশানের দিকে বেড়াতে যান॥ ১৬৮॥

বনানী ভাস্বর হেরি অগ্রসর দেখে দিব্যজ্যোতি পুরুষবর।
গৌরাঙ্গ বরণ আকর্ণ নয়ন অঙ্গে পদ্মগন্ধ কী মনোহর॥ ১৬৯॥
"শিতিকণ্ঠ!" ডাকিলেন প্রভু, শিতিকণ্ঠ ডাকে 'প্রভু হে' বলি।
একটি দর্শন তাহে সমর্পণ শিতিকণ্ঠের হ'ল সর্ব্বাত্ম বলি॥ ১৭০॥

হরিসভাগৃহে নটবর গোরা বন্ধুহরি তাঁরে দাঁড়ায়ে হেরে।
অঙ্গ কণ্টকিত অপলকনেত্র গলদশ্রু ধারা বক্ষেতে পড়ে॥ ১৭১ ॥
যেমন করিয়া নাটুয়া গৌরাঙ্গ হেমদণ্ড বাহু তুলিয়া আছে।
তেমনি শ্রীবন্ধু পদ্মহস্ত তুলি নৃত্যময় গৌর হেরিয়া নাচে॥ ১৭২ ॥

কে দ্রষ্টা কে দৃশ্য আশ্রয় বিষয় কেবা কাঁদে কার মিলন তরে।
রসের নিধান দু'জনে সমান উভয় উভয়ে সম্ভোগ করে॥ ১৭৩ ॥
পরা-মা-তলায় যোগিনী মা থাকে, হরিসভা কোণে রাইমা রয়।
তাব বোনঝি জগদিদি নাম বন্ধুগোরা চিনি পদে বিকায়॥ ১৭৪ ॥

নবদ্বীপ হ'তে কলিকাতা আসি বকুলালসহ দু'দিন বাস।
চরণ তলেতে ধ্বজ বজ্ররেখা বকুবে দেখাতে অতি উল্লাস॥ ১৭৫ ॥
বকু কাঁদে হায় বন্ধু চলি যায় মিলন বিরহ লীলা খেলায়।
যেতে পাবনায় ট্রেন কামরায় সর্ব্বসুখ হেরি বিকায় পায়॥ ১৭৬ ॥

পাবনা আসিয়া দিদির ভবনে রাজে বন্ধুধন আনন্দ ভরে।
পাশের বাড়ীতে ভক্তেবা গাহিছে শ্রীনামকীর্ত্তন মধুর স্বরে॥ ১৭৭ ॥
কীর্ত্তনে গেলেই মূর্চ্ছা হয় জানি দিদিমণি দিলা দুয়ারে তালা।
বদ্ধ গৃহেতে নাচিতে নাচিতে জগদ্বন্ধু হৈলা আপনা ভোলা॥ ১৭৮ ॥

অশ্রুধারা ছুটে পিচকারী মত দেয়াল ভিজিয়া বহিয়া যায়।
দপ্‌ করি পড়ি ভূমে যায় গড়ি গোলোকমণি করে হায়রে হায়॥ ১৭৯ ॥
বুড়োশিব নাচে জগারে দেখিয়া কত না ভঙ্গিতে আনন্দে মাতি।
কভু হাসে কভু মালসাট মারে প্রতি লোমকূপে ভাস্বর ভাতি॥ ১৮০ ॥

মোহন্তের দল কীর্ত্তনে বিহ্বল কেষ্টপুর গিয়া কাটিল তাল।
সেকথা লইয়া গায়ক বাদক এক অন্যে দোষি' পাড়িল গাল॥ ১৮১ ॥
পাবনা হইতে ফরিদপুর পৌঁছে বন্ধু দুইজনে ডাকায়ে আনে।
হরিদাস মহিম অঙ্গনে প্রবেশে অপরাধ হেতু ভয়ার্ত্ত প্রাণে॥ ১৮২ ॥

'হা-রে-হরিদাস' কহিলেন প্রভু, "গত রাত্রে কেন বেদনা দিলি।
কীর্ত্তন আমার জীবনের জীবন আঘাত হানিয়া শূলে মারিলি" ॥ ১৮৩ ॥
বন্ধুর কথায় শাসন বাক্য নাই আছে শুধু আর্ত্তি বেদনাহত।
হরিদাস মহিম চরণে গড়াল হাউ হাউ কাঁদি শিশুর মত ॥ ১৮৪ ॥

বাহির হইয়া প্রভু দয়াময় পদ্মহস্ত দিলা দু'জনা মাথে।
"সদলে আসিয়া কীর্ত্তন শুনাও, অপরাধ ক্ষালন হইবে তা'তে ॥ ১৮৫ ॥
হরিদাস কহে কলহের কালে "প্রভুহে আপনি ছিলেন কোথা" ?
মধুর হাসিয়া কহিলেন প্রভু, "কীর্ত্তন যথায় আমিও তথা" ॥ ১৮৬ ॥

মহিম কহিল, ছিলেন যদি বা ঠিক মত কেন হ'ল না মান।
'অহংকার ছিল বুক জোড়া তোর, তাইত আমার ছিল না স্থান' ॥ ১৮৭।
প্রতাপ ভৌমিকে উপদেশ দিয়া নামটি থুইলেন গোকুলানন্দ।
"নিজেকে অমুক দাসী চিন্তা কর" সদাই মানসে যুগল সঙ্গ ॥ ১৮৮ ॥

কলিকাতা আসি চাষাধোপাপাড়া শ্রীহরকুমার বাসায় স্থিতি।
রামবাগানের পতিত অধম ডোম জাতি প্রতি অশেষ প্রীতি ॥ ১৮৯ ॥
মদ ছাড়াইয়া হীনতা ঘুচাইয়া গৌর নাম রসে মাতালে সব।
জয় গৌর জয় জগদ্বন্ধু হরি রামবাগান ভরি উঠিল রব ॥ ১৯০ ॥

দয়াল তিনকড়ি হিত হরি ডোম দেবতা করিলে করুণা করি।
ডোম নরনারীর স্নেহ সারল্যে চিরতরে বাধা পড়িলা হরি ॥ ১৯১ ॥
বৃন্দাবন পথে আড়ায় নামিলা অতুল চম্পটি শিক্ষক তথা।
তারে দেখা দিয়া করুণা করিয়া জানালে অমৃত ভজন কথা ॥ ১৯২ ॥

শ্রীঅধরামৃত কিঞ্চিত প্রাপ্তিতে মহাভাবান্তর অতুল-চিতে।
ছাড়ি হেড্‌মাষ্টারী ছিন্নকন্থা ধরি বাহিরিলা মহানগরী পথে ॥ ১৯৩ ॥
প্রভুর আদেশে একটি বছর নিত্য গঙ্গাস্নান টহল করি।
হরি হরি নাদে সহর কাঁপায়ে অযাচক বৃত্তি তপস্যাচরি ॥ ১৯৪ ॥

অতুলে লইয়া পাবনায় গিয়া অরপিলা বুড়ো শিবের পায়।
বন্ধু চাড়ালের প্রসাদ খাওয়াইয়া শিব খাটি সোনা করিল তায়॥ ১৯৫ ॥
পাঁচ ক্রোশ পথ পদব্রজে চলি বন্ধুহরি এল আলমপুরে।
শ্রীতারাকান্ত লাহিড়ীরে কন "আমের লোভেতে এলাম ওরে" ॥ ১৯৬ ॥

ইস্কুলের সঙ্গী শ্রীরমেশচন্দ্র যৌবন উন্মেষে বিপথে ধায়।
বকুর চেষ্টায় বন্ধুরে পাইয়া যোগব্রহ্মচর্য্য তপস্যা পায়॥ ১৯৭ ॥
আত্মসংযমনে পবিত্রাচরণে রমেশজীবনে দেবত্ব এল।
ধ্রুবানন্দ বীর রমেশের সঙ্গে কত শত জন উদ্ধার হ'ল॥ ১৯৮ ॥

একদিন প্রভু রমেশে কহিলা "চেয়ে দেখ মোর কপাল 'পরে"।
রমেশ দেখিলা পূর্ণচন্দ্রভাতি ভ্রূযুগল মাঝে বিরাজ করে॥ ১৯৯ ॥
বন্ধু কহিলেন 'এই চন্দ্রভাল', শ্রীকৃষ্ণ কপালে মাত্র শোভা পায়।
চাহিল রমেশ অবাক বিস্ময় ভাসিযা চলিল কৃপা ধারায়॥ ২০০ ॥

লীলা-তরঙ্গিণীর দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্গের খেলা খেলিলা যত।
শ্রীগ্রন্থ মথিয়া নির্য্যাস তুলিযা ছন্দে মালা গাঁথে মহানামব্রত॥ ০ ॥

তৃতীয় মাধুরী

বিধি আব রাগ দু'টি ভজন পথ উভয়ত্র মিলে আবাধ্য ধন।
বিধি মার্গে শাস্ত্রবিধিমত কার্য্য বাগমার্গে লৌল্যে মিলে বতন ॥ ২০১ ॥
সাধনাব যলে সিদ্ধি লাভ হয় সাধন উপায়, সিদ্ধিতে প্রাপ্তি।
রাগাত্মিকা পথ অতি অপূর্ব্ব, সাধনকালেই প্রাপ্তিব তৃপ্তি ॥ ২০২ ॥

সাধন মধ্যেই সাধ্য প্রকটিত প্রতি পদক্ষেপে উজ্জ্বলতব।
পথে চলিতেই, স্মবণে প্রাপ্তি, এপথ প্রদেষ্টা গোবসুন্দর ॥ ২০৩ ॥
বিধি মার্গে প্রেম নাম হ'তে জাত, বাগে প্রেমে নাম, স্ফুবে জিহ্বায়।
প্রেম প্রাপ্তি তবে নাম কবা নয, নাম হয় প্রেমেব উদ্বেলতায় ॥ ২০৪ ॥

চম্পটিব ভক্তি বিধিমার্গ নয, তীব্র লোভ হ'তে সুপ্রকাশিত।
রাগময়ী, তবু অপক্ক যা ছিল প্রভুব নির্দ্দেশে পক্বতাপ্রাপ্ত ॥ ২০৫ ॥
কলিকাতা প্রান্তে বাজে কালীঘাট অন্য প্রান্তে স্থিত শ্রীজগন্নাথ।
গঙ্গাতীর ধবি সমগ্র সহব টহল দিতে হবে দিবস বাত ॥ ২০৬ ॥

দুই প্রান্ত-ঘাটে সিনান হইবে নিবন্তব মুখে চলিবে নাম।
অযাচকবৃত্তি যা মিলে আহার বিষয়ে বিরাগ পূর্ণ নিষ্কাম ॥ ২০৭ ॥
এই সাধনাতে রাগ পরিপক্ক অতুল হইল প্রেমিক উত্তম।
তাঁহার পরশে অন্যে প্রেম পেল প্রেমাতুর নাই চম্পটি সম ॥ ২০৮ ॥

অবিরল অশ্রু ঝরে ভাবাবেগে হেড্‌মাষ্টার আজ ভাবোন্মাদ।
কলিকাতা ভরি হরি হরিবোল দিবস রজনী নামাস্বাদ ॥ ২০৯ ॥
অতুলেরে রাখি বুড়ো শিব পাশে বন্ধুহরি চলে ফরিদপুর।
শ্রীতারালাহিড়ী ভক্তে গোপনেতে কহে'আম লোভে আসি আলমপুর'॥২১০॥

গোপাল ঠাকুর জেঠাতুতু দাদা জগদ্বন্ধু তার জীবনাধিক ।
বলে, "ব্রজ হ'তে মোরে পত্র দিলি, যা কিছু লিখিলি সবই ঠিক ॥ ২১১ ॥
লিখি নাই আমি মোর প্রয়োজন কেমনে জানিলি বল না দেখি" ।
"বন্ধু কহে মোর ফকিরী বুদ্ধিতো, তাইতো জুটিয়া, গেল আর কি"॥ ২১২ ॥

"চম্পটির দেখা কোথাও পেয়েছ", দিদি বলিলেন 'সুধাতে তোরে' ।
তাহাকে ত আমি অনেক দেখেছি এবার সে দেখা, পেয়েছে মোরে ॥ ২১৩ ॥
হেয়ঁালীতে বলি' যথার্থ ঘটনা বন্ধু চলি যায় বাকচর মুখে ।
যাবার পূর্ব্বের ইতিহাসটুকু বলিব সে কথা শুনহ সুখে ॥ ২১৪ ॥

শ্রীবন্ধু নাগজী বাকচর গ্রামে ইস্কুলে মাষ্টারী করে তথায় ।
ছাত্র মহিমে শাসন করিতে তার মুখে বন্ধু-বারতা পায় ॥ ২১৫ ॥
মহিমের বাবা শিক্ষকেরে কন প্রায়শঃ মহিম থাকে না বাড়ী ।
উত্তরে মহিম, "শ্রীবন্ধুবদন নিত্য না দেখিলে থাকিতে নারি" ॥ ২১৬ ॥

বন্ধুকথা শুনি' প্রলুব্ধ নাগজী ছাত্রেরে কহিলা দেখাবি মোরে ।
মহিম কহিল, মাষ্টার মশাই, "শীঘ্র আসিবেন এ বাকচরে" ॥ ২১৭ ॥
দ্বিতীয় বার বাকচর এলেন মহিমের বাড়ী উঠিলা হরি ।
বন্ধু নাগ শুনি' ছুটিয়া আসেন চিরদাস হন চরণে গড়ি ॥ ২১৮ ॥

একদিন প্রভু মহিমে শুধায় কত বা বয়স হ'ল রে তোর ।
'সাতাত্তরে জন্ম', শুনি' বন্ধু কহে "ন' মাসের তুই বড় রে মোর" ॥২১৯॥
হুইবারি কথা আপন জনেরে আগেই পাঠায়ে দিয়াছি ভবে ।
মহিম জিজ্ঞাসে "ছোটদের মধ্যে আপনজন তব নাই কি তবে ?" ॥২২০॥

"আছে" বন্ধু কন, "অনেক আগেতে আসিয়া জনম লয়েছে যারা ।
বৃদ্ধত্বে পৌঁছিয়া সে দেহ ছাড়িয়া জন্মি পুনঃ ছোট হয়েছে তারা" ॥২২১॥
মহিম কয় ধীরে ভক্তি লেশশূন্য বলুন কেমনে নিজজন মুই ।
বন্ধু কন আমি, দুঃখ পাই এমন, কিছু কি করিতে পারিস তুই ? ॥২২২॥

নিজজন যে নয় সজ্জন হ'লেও প্রাণে দুঃখ মোর দিতে সে পারে ?
আপনজন হ'লে কদাপি কুত্রাপি দুঃখদ কিছুই করিতে নারে ।। ২২৩ ।।
প্রভু কহে "মহিম মন্ত্র শুদ্ধ কর তোর ইষ্ট মন্ত্রে কিছু ভুল আছে ।"
গুরুর দেহান্তে স্বপনে কহেন "এ দু'টি অক্ষর বসাবি পাছে" ।। ২২৪ ।।

পরে একদিন কাগজ খণ্ডেতে সমস্ত মন্ত্রটি দিলেন লেখে ।
স্বপনে, লিখনে, একই অক্ষর মহিম কাঁদিল সজল চোখে ।। ২২৫ ।।
নলিয়া গ্রামেতে শ্রীহরিঠাকুর জাগ্রহ বিগ্রহ বিরাজমান ।
শ্রীবন্ধুসুন্দর আসিলেন তথা ভক্তবৃন্দ মিলি করিলা গান ।। ২২৬ ।।

গ্রাম উদাসীন দেখি বন্ধুহরি গোপাল মিত্রেরে কহিলা ধীরে ।
ন'লের বস্তু ন'লেতে আসিল কেহই চেনে না কেহ না ধরে ।। ২২৭ ।।
বহু ভক্ত সঙ্গে প্রভুবন্ধু রঙ্গে নবদ্বীপ ধামে ধূলাটে এল ।
মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনে ভক্তগণ নব জীবন পেল ।। ২২৮ ।।

বন্ধুর রচিত গান গাহি গাহি নবদ্বীপে পথ মাতিয়ে চলে ।
"এমন কীর্ত্তন এমন মাতান কভু দেখি নাই" সকলে বলে ।। ২২৯ ।।
বাকচরের ভক্ত হরিসভাঙ্গনে বসিয়াছে সবে প্রসাদ নিতে ।
কি যেন কি কাজে মোহন্ত ভক্তেরা প্রবেশ করিল পংক্তির ভিতে ।।২৩০।।

'বুনো বুনো' বলি সকলে চেঁচাল 'জাত গেল গো' সবার মুখে ।
সকলে উঠিল, এই অপমান মোহন্তগণের বাজিল বুকে ।। ২৩১ ।।
পরদিন যবে মোহন্তরা বসে প্রসাদ গ্রহণ করিতে সবে ।
বাকচরের ভক্ত মধ্য দিয়া গেলে 'জাত গেল' বলি উঠে সরবে ।। ২৩২ ।।

কারস্পর্শে কার জাত যায় না যায় এ লয়ে তর্ক হইল বহু ।
অবাঞ্ছিত কথা গুপ্ত না রহিল ক্রমে ক্রমে সব জানিলা পঁহু ।। ২৩৩ ।।
বিচারক সাজি বসিলেন প্রভু দু'পক্ষ দু'ধারে দাঁড়ায়ে রয় ।
জিজ্ঞাসিলা প্রভু গোপালমিত্রেরে 'বল দেখি জেঠা জাত কারে কয়' ।।২৩৪।।

"জাত্ গেল অর্থ কি, কি করিয়া গেল, কতদূর বল জাতের গতি।"
হরিদাস মোহন্তেও এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন বন্ধু বিচারপতি ॥ ২৩৫ ॥
জাত বলিতে সত্য কি বুঝায় অর্থ তার কেহ না জানে।
উত্তর না দিতে পারিয়া সকলে রহিল মস্তক করিয়া নীচু ॥ ২৩৬ ॥

প্রভু বলিলেন, "দেখ তোমা সবে জাতি গেল বলি করিলা দ্বন্দ্ব।
ভুঁয়া বস্তু জাতি তাহা গেল বলি একে অপরেবে বলিলা মন্দ" ॥ ২৩৭ ॥
"শাস্ত্রে আছে বর্ণ, গুণগত তাহা জন্মের সঙ্গে সম্পর্ক নাই।
ভক্ত ভক্তিহীন দু'ভাগেব কথা দৈব আসুরিক গীতায় পাই ॥ ২৩৮ ॥

ভক্তে জাতি বুদ্ধি মহাঅপরাধ ইথে ভানুবালা বেদনা পান।
তার প্রী:তে দুই নির্জ্জলা উপাস তোদের প্রভুর শাস্তি বিধান ॥ ২৩৯ ॥
শ্রীচরণ ধরি কাঁদিল সকলে "এ কেমন শাস্তি আপনি কেন ?
পাপীদেব তরে উপবাসী রবেন আর করিব না আমরা হেন" ॥ ২৪০ ॥

"সবে পূত হও অপবাধহীন নাম কর, শুন আমার কথা।
দুই দিন আমি নিরম্বু রহিব একথা কভু না হবে অন্যথা" ॥ ২৪: ॥
বাকচর ফিবে নবকুমার ঘবে হবিলুট বহু উল্লাস হয়।
'খোল করতালে কীর্ত্তনই ভাল' সেতার ভাঙ্গিয়া তাহারে কয় ॥ ২৪২ ॥

কাপড়ের বল তৈয়ারী করিয়া ছোটদের সনে রাখালি খেলা।
হরিবোল বলি বল ছুড়ে দেন নাম করে দিলে বৈকুণ্ঠে গেলা ॥ ২৪৩ ॥
বাবা প্রেমানন্দ সখ্যরসে ভোর দরশন তরে ঘুরিলা কত।
'প্রাণ কানাইয়া' সম্বোধন করি পত্র দিলা শেষে মধুর মত ॥ ২৪৪ ॥

"প্রাণ কানাইয়া সেত তুই রে
তবে মিলন-বঞ্চিত কাহে মুই রে"
"তুই গোলোক অবতার,
নীচ নরক মুই ছাব,
তবু কেন প্রেমে তোয়ে
আলিঙ্গিতে চাই রে।"

"ব্রজের সে কালাচাঁদ,
নদীয়ার গোরাচাঁদ,
সংশয় তো নাই ইথে
সংশয় তো নাই রে।
ছিনু আমি তোর সাথে,
সংশয় নাহি ত ইথে,
তোর প্রিয়, কোন রূপে
স্মরণ তো নাইরে।"
"পতিত উদ্ধার কর
তোরই দোহাই রে,
বুকে আয় প্রাণ কানাই রে।"

ব্রজে যাবে বন্ধু একটি কাঁঠাল জেঠা আনি দিলা গোবিন্দ তরে।
তারে কন "জেঠা তুই ভাগ্যবান, ব্রজে দিলি সেবা, আমার শিরে" ॥২৪৫॥
রাধাকুণ্ড তটে এক গোফামাঝে নিরজনে বাস করিলা পঁহু।
বৈষ্ণবেরা কয় 'মৌনী বাবা' ব্রজ মাইয়া 'ঘোমটওয়ালী বঁহু' ॥ ২৪৬ ॥

রাজা বনমালী কুণ্ড পরিক্রমি বন্ধুরে প্রণমে নিতুই এসে।
একদিন তারে অদ্ভুত কথা কহিলেন প্রভু মধুর হেসে ।। ২৪৭ ।।
শ্রীকুণ্ডের তটে তেতুলী বৃক্ষটি তাহারে সংকেতি অঙ্গুলি দিয়ে।
"দেহ রাখিবেন ঐ মহাপুরুষ উৎসব যোগাড় করুন গিয়ে" ।। ২৪৮ ।।

প্রভুর নির্দ্দেশে শ্রীনামকীর্ত্তন প্রভাত হইতে আরম্ভ হ'ল।
কি আশ্চর্য্য খেলা ঝড় বৃষ্টি নাই বৃক্ষরাজ নিজে হেলিয়া প'ল ।। ২৪৯ ।।
কামদার ছিল নবদ্বীপচন্দ্র প্রত্যক্ষ দেখিল, ছিল তথাই।
হাতে হাত দিয়া বন্ধু কৃপা কৈল খোলবাদ্যে ত্যর তুলনা নাই ।। ২৫০ ।।

কুসুম সরসী তটে বনমাঝে শ্রীবন্ধুসুন্দর একাকী স্থিত।
গাভীগণ করে শ্রীঅঙ্গ লেহন শ্যামদাস হেরে বিস্ময়ান্বিত ।। ২৫১ ।।
শ্যামদাস সঙ্গে প্রভু চলি গেলা সরোবর তীরে গুপ্ত গোফায়।
স্নানে ধাইছিলা বালকের বেশে স্নানান্তে ধরিলা বিশাল কায় ।। ২৫২ ।।

হেরি শ্যাম কহে 'প্রভু আমি তব স্বরূপ দেখেছি, আজি ভাগ্যোদয়।'
প্রভু কহিলেন 'ঐ কি স্বরূপ, দেহ ছোট বড় অমনি হয়' ।। ২৫৩ ।।
শ্যামদাস কয় 'কি বিষম হ'ল, গৌর ধ্যানকালে তোমায় হেরি'।
বন্ধু উত্তরিলা "আমিই ত গৌর আমারেই ভজ, সকল ছাড়ি" ।। ২৫৪ ।।

বন্ধু-অঙ্গ গন্ধে শ্যাম হ'ল ভোর রাধানামে মহাভাব লক্ষণ।
প্রত্যক্ষ দেখিয়া আশ্চর্য্য মানিল, বিকাইল চিনি গৌরাঙ্গধন ।। ২৫৫ ।।
শ্যামদাস সহ ধীর পদক্ষেপে বন্ধু চলিছেন আপন মনে।
তুলসী চন্দন পায়ে পড়ে কত কে যেন পূজিছে সঙ্গোপনে ।। ২৫৬ ।।

ডাক্তার প্রমথ আসিয়া দেখিল শূন্য মধ্যে প্রভু হস্ত চালান।
জিজ্ঞাসায় জানে তখন এই স্থানে ধবলী আছিল দণ্ডায়মান ॥ ২৫৭ ॥
আদর চাহিতে হাত বুলাইনু মূত্র ত্যজিল, ঐ দেখ ধোঁয়া'টে।'
সকলে বিস্ময়ে অবাক হইল, তপত গোমূত্র দেখিল বটে ॥ ২৫৮ ॥

প্রভুর প্রসাদী বস্ত্র পরশিয়া কুন্দন ব্রজবাসী কম্পে থরহরি।
প্রমথ ডাক্তার স্বপনে ধরিল প্রভুপাদপদ্মে স্ব-বক্ষোপরি ॥ ২৫৯ ॥
ব্রজে রঘুমণি শ্রীরাধামাধবে ভোগ নিবেদিয়া ধ্যান-তন্ময়।
'সামনে দিতে নাই!' কোথা হ'তে আসি, শ্রীবন্ধুসুন্দর হাসিয়া কয় ॥২৬০॥

শুনি সুবিহ্বল শ্রীরঘুনন্দন ক্ষীর লুচি লয় আপন হাতে।
শিশু ভাবাবেশে শ্রীবন্ধুসুন্দর হা করি শ্রীমুখ সুমুখে পাতে ॥ ২৬১ ॥
মুখে অরপিতে রঘুমণি হেরে একখানি নয়, দু'খানি মুখ।
নিতাই গৌরাঙ্গ দুই মুখে দিয়া শ্রীরঘুনন্দনের বাড়িল সুখ ॥ ২৬২ ॥

ব্রজধাম হ'তে কলিকাতা আসি শ্রীরমেশচন্দ্রে করুণা করি।
স্বানুভাবানন্দে দয়াল বন্ধুহরি ফিরিয়া আসিলা ফরিদপুরী ॥ ২৬৩ ॥
শ্রীরূপ বিস্তারি একা উপবিষ্ট জিলা ইস্কুলের বট ছায়ায়।
ইস্কুলের ছাত্র বালক রাধিকা রূপ হেরি' মুগ্ধ উন্মাদ প্রায় ॥ ২৬৪ ॥

বাজারে দোকান জলধর ঘোষ 'ধলা বরেগী' শ্রীবন্ধু ডাকে।
রাধিকাকে নিয়া ব্রাহ্মণকাঁদা এল দর্শনমাত্রে পড়িল পাকে ॥ ২৬৫ ॥
কণ্ঠটি মধুর 'সারিকা' সম্বোধে রাধিকা ডাকিতে পাবে না বলি'।
তার মুখে গান শুনি বন্ধুহরি আনন্দে ডুবিলা আপনা ভুলি' ॥ ২৬৬ ॥

বদরপুরবাস বাদল বিশ্বাস প্রভুপদে সঁপে জীবন প্রাণ।
প্রভুর বাদলা ভক্ত গোষ্ঠী মাঝে লইয়া আসিলা প্রেমের বান ॥ ২৬৭ ॥
বারুণীর মেলা বাকচর গ্রামে মহিম-অঙ্গনে কীর্ত্তনানন্দ।
"কবে রাধার দয়া হবে" এ অপূর্ব্ব গানে উনমত্ত যত ভকত সঙ্ঘ ॥২৬৮॥

কবে রাধার দয়া হবে যাব বৃন্দাবনে রে ॥
গোপী-পদরজঃ শিরে করিব ধারণ রে ॥
(আমি) সখি সনে অভিসারে করিব গমন রে ॥
কবে আমি হেরিব সে যুগল মিলন রে ॥
কবে দোঁহে কাঁচলিতে করিব ব্যজন রে ॥

(আমি) কবে দোঁহে নিরখিয়ে জুড়াব জীবন রে ॥
(কবে) দোঁহে প্রদক্ষিয়ে গাব নাম-সংকীর্ত্তন রে ॥
(কবে) জগদ্বন্ধু-শিরে বাই দিবেন শ্রীচরণ রে ॥
(কবে) রাধাকৃষ্ণে সমর্পিব দেহপ্রাণ-মন রে ॥

সাহাকুলমণি মদনমোহন মেলায় বাতাসা বিক্রয় করে।
সংকীর্ত্তনানন্দ আকর্ষিল তাঁরে ছুটিয়া আসিল রহিতে নারে ॥ ২৬৯ ॥
নিমজ্জিত হ'ল আনন্দ সমুদ্রে অচৈতন্য হ'য়ে গড়া'ল বহু।
শ্রীমন্দির হ'তে বাহির হইয়া শিরে পাদপদ্ম দিলেন পঁহু ॥ ২৭০ ॥

আর দিন প্রভু, ভক্তদের বাঁধি শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে ডুবায়ে দিল।
নিজ হাতে বাঁধ খুলি দিয়া বলে ভবের বন্ধন আজিকে গেল ॥ ২৭১ ॥
বৃন্দাবনে যেতে মথুরার পথে শেঠজী ধরিল জামাতা বলি।
অঙ্গে জ্যোতিঃ হেরি ভ্রান্তি ভাঙ্গিল বদ্ধ গৃহ হ'তে গেলেন চলি ॥ ২৭২ ॥

চাষাধোপাপাড়া শ্রীহরকুমার বিলাস ভোগেতে জনম গেল।
প্রভুর আদেশে লক্ষনাম জপে জপমালাতত্ত্ব সন্দেশ পেল ॥ ২৭৩ ॥
শিরে পরচুলা পাগড়ী তদুপরি সাদা আল্‌খেল্লায় ঢাকিয়া অঙ্গ।
প্রিয় হরিদাস অন্বেষণ লাগি ভাউডাঙ্গা পথে অপূর্ব্ব রঙ্গ ॥ ২৭৪ ॥

পদ্মা তীরে গিয়া হরিদাসে নিয়া লতাকুঞ্জ আড়ে বসিলা যাই।
অতি অদভুত ভজনোপদেশ তারে যা কহিলা তুলনা নাই ॥ ২৭৫ ॥
"হরিদাসের আর বেশী আয়ু নাই" তার জননীকে বলিলা প্রভু।
"ব্রজে নিয়া যাই ভজনে বাঁচিবে গৃহেতে বাঁচাতে নারিবা কভু ॥ ২৭৬ ॥

মা হ'লে অরাজী, প্রভু চলি গেলা, পুণ্টুকে কহিলা দয়াল হরি।
হরিদাস পত্নী হেমাঙ্গিনী ভালে সিন্দুর পরাবি শ্রীনাম স্মরি ॥ ২৭৭ ॥
রণজিত-অনুজা ভক্তিমতী পুণ্টু তাহারে কহিলা আদর করি।
যে কোন বিপদে মোর নাম করি তুলসী দিলে জলে জানিতে পারি ॥২৭৮॥

ক'টি মাস পরে হরিদাস রায় মরদেহ যবে ছাড়িয়া যায়।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে রাধারাণী বলি "কাহারে ডাকিস্" মা কাঁদি সুধায় ॥২৭৯॥
'তোমাকে নহে মা, রাধারাণী ডাকি কাঁদিলে কি হবে বন্ধু না ভজি।'
এ বলি চলিলা, হোথা নদীয়ায় দুঃখে বন্ধু রয় আহার ত্যজি ॥ ২৮০ ॥

অন্নদা দত্তের অনুভূতি কথা হুগলী ষ্টীমারে বন্ধু দর্শন।
সংবাদ পত্রে পড়ি, পূর্ব্ব কথা স্মরি, শ্রীজয়নিতাই দুঃখার্ত্ত মন ॥ ২৮১ ॥
নবদ্বীপে আসি শিতিকণ্ঠ পাশ, বার্ত্তা পেয়ে চলে পাবনা পথে।
ট্রেনে দেখা হ'ল চম্পটি সহিত চলে দুইজন উৎকণ্ঠা রথে ॥ ২৮২ ॥

বন্ধু অনুরাগী বৈদ্যনাথ চাকী তাঁহার গৃহেতে মিলিল দেখা।
দু'জনে দেখিল প্রাণ জগদ্বন্ধু অঙ্গজ্যোতিঃ থির বিজুরী রেখা ॥ ২৮৩ ॥
জয়নিতাই প্রতি বলে বন্ধুহরি 'হেথা আসিলেন কি প্রয়োজনে?'
"শুধু আপনার দর্শনাভিলাষে" জয়নিতাই কন প্রফুল্ল প্রাণে ॥ ২৮৪ ॥

"আমি ক্ষুদ্রজীব দেখে কিবা হবে" কহিলেন বন্ধু অতি বিনয়।
শুনি জয়নিতাই অপ্রতিভ অতি কী হবে উত্তর দিশা না দেখয় ।।২৮৫।।
দরশনকালে শ্রীজয়নিতাই অগ্রে মুখ হেরি ভাবেন মনে।
"চরণ দর্শন সর্ব্বাগ্রে উচিত," জানি অন্তর্য্যামী শ্রীবন্ধু ভণে ।। ২৮৬ ।।

"পদযুগ আগে দর্শন কর্ত্তব্য, কারণ মুখেতে মায়াই ভরা।
শ্রীগৌরের কিন্তু আগে মুখ দেখা, সে চন্দ্রবদন প্রেমেতে গড়া" ।। ২৮৭ ।।
"নিতাইচাঁদের কোন্ অঙ্গ আগে ?" জয়নিতাই মনে জিজ্ঞাসা জাগে।
অই দুই মুখে বিন্দু ভেদ নাই তা'ছাড়া যা কিছু মায়ায় ঢাকে ।। ২৮৮ ।।

'শ্রীনিতাইচাঁদের কীদৃশমহিমা জয়নিতাই কহে জিজ্ঞাসা সুরে।
'ছিঃ ছিঃ ও কী কথা ! ও বলিতে নাই' শ্রীবন্ধু কহিলা মস্তক নেড়ে ।।২৮৯।।
সুন্দর কথাটি কী দোষ হইল জয়নিতাই তাহা বুঝিতে নারে।
বন্ধু কহিলেন "মহিমা শব্দেতে কেবলি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে" ।। ২৯০ ।।

"মহিমা না, মাধুরী বলুন," বন্ধুহরি কন গম্ভীরে ধীরে।
'নিতাই তত্ত্ব জানি' অভিমান ছিল জয়নিতাইর দর্প চূর্ণ চিরতরে ।।২৯১।।
দেয়ালে ঝুলিছে শ্রীগোবিন্দ পট তাঁর পানে চাহি শ্রীবন্ধু কয়।
"আমার মাঝারে ইনি রয়েছেন আমি সাধারণ সাধু কিন্তু নয়" ।।২৯২।।

'আমি ক্ষুদ্রজীব দেখে কিবা হবে' সেদিনে দৈন্যে ভকত মূক।
আজি বাণী পেয়ে মনের মতন জয়নিতাইর বুকে জাগিল সুখ ।। ২৯৩ ।।
শ্রীভুবন ঘোষ তের মাত্র বয়স বাড়ী নাওডুবি রাজবাড়ী পাশে।
রেলইষ্টেসনে হেরি বন্ধুধনে নব অনুরাগে ধারায় ভাসে ।। ২৯৪ ।।

আকুল হইয়া তীরবৎ বেগে ছুটিয়া আসিল বাওনকাঁদায়।
প্রতাপ কৃপায় ব্যজন সেবা পায় 'তুই কেরে' বন্ধু স্নেহে সুধায় ।। ২৯৫ ।।
গৃহসুখ ছাড়ি ভুবন আসিলা কালাচাঁদপাড়া পাবনা জেলা।
বন্ধুহরি সাথে নবদ্বীপ পথে চলে সুখে করি রঙ্গের খেলা ।। ২৯৬ ।।

গঙ্গাতটে পৌঁছি প্রাণবন্ধু হরি ভাবে বিভাবিত রজে লুটায় ।
নিতাই নিতাই মৃদু স্বরে কহে শুনি ভুবনের রোমাঞ্চ গায় ।। ২৯৭ ।।
হরিসভাবাড়ী সমাগত হবি প্রিয়েরা ঘিরিল শ্রীবন্ধুবর ।
রামদাসে ব্রজে পাঠাইয়া ক'ন 'হাতরাসে গিয়া অপেক্ষা কর' ।। ২৯৮ ।।

ভুবন সংহতি বন্ধু ব্রজপতি সুরধুনী তটে কত না খেলে ।
নবদ্বীপ দাস নামকরণ করে "নবা" "নবি" ডাকে স্নেহেতে গ'লে ।।২৯৯।।
হরিসভা মাঝে নাটুয়া গৌরাঙ্গ বন্ধু চেয়ে রয় পলকহীন ।
পাশে দাঁড়াইয়া নবদ্বীপ ভাবে দুই এক বটে নহে ত ভিন্ ।। ৩০০ ।।

লীলা-তরঙ্গিণীর তৃতীয় খণ্ডেতে যত রঙ্গ করে শ্রীবন্ধুরায় ।
তার সার তুলি স্মরণানন্দে মহানামব্রত ছন্দেতে গায় ।। ০ ।।

চতুর্থ মাধুরী

নবদ্বীপ ধামে হরিসভাবাড়ী নাটুয়া গৌরাঙ্গ বিরাজে যথা।
শত বর্ষ পূর্ব্বে সভার স্থাপন কিরূপে হইল বলি সে কথা ॥ ৩০১ ॥
স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন খ্যাতি দেশজোড়া নাম প্রধান পণ্ডিত।
ঔদার্য্য গাম্ভীর্য্য গুণের আধার বিচার মল্লতায় দ্বিতীয় রহিত ॥ ৩০২ ॥

আত্মজ তাঁহার শ্রীমথুরানাথ টোলবাড়ী বহু বিদ্যার্থী থাকে।
এক ক্ষ্যাপা তথা রাত্রেতে আসিয়া চীৎকারিয়া কয় "ঠাকুর নিল কে" ॥৩০৩॥
গভীর নিশীথে মথুরা পণ্ডিত "কিসের ঠাকুর" তারে সুধায়।
সে কয় "ঝুলিতে দু' ঠাকুর ছিল, এক আছে দেখ, আন কোথায়" ॥৩০৪॥

দু' ঠাকুর ছিল কী তার প্রমাণ ক্ষ্যাপা কয় "বস, ভোরে দেখাব"।
রাতভর মথুর বসিয়া দেখিল ক্ষ্যাপার অদ্ভুত স্বর্গীয় ভাব ॥ ৩০৫ ॥
কভু কাঁদে হাসে ভঙ্গি করি নাচে কম্প রোমাঞ্চাদি ভাববিকার।
গৌর গৌর বলে ধূলায় গড়ায় দু'নয়নে বহে গলদশ্রু ধার ॥ ৩০৬ ॥

নাম জিজ্ঞাসিলে বলে নেহাল দাস বটে বুড়োশিব অদ্বৈত রায়।
হারাণ ক্ষ্যাপা নামে পাবনা নিবসে মথুর চিনিয়া পদে বিকায় ॥ ৩০৭ ॥
ক্ষ্যাপা কয় মথুর তোর প্রয়োজনে আসিলাম হেথা বেহাল বেশে।
দেখ তুই ঠাকুর লালা-ভানুবালা নিশীথে একত্ব বিবর্ত্ত বিলাসে ॥ ৩০৮ ॥

গৌরমন্ত্রে ক্ষ্যাপা মথুরানাথেরে দীক্ষা দিয়া কয় ভবিষ্য কথা।
ভক্তি প্রসারিণী হরিসভা হবে নাটুয়া গৌরাঙ্গ নাচিবে হেথা ॥ ৩০৯ ॥
"মোর এ বিগ্রহ যবে দিব তোমা দেখিবে কিরূপ রহস্যময়।
সমুদিত হবেন নব গৌরহরি জগদ্বন্ধু নাম প্রেমনিলয় ॥ ৩১০ ॥

মথুর হইল অনুরাগী ভক্ত সদাই হা গৌর রসনা বলে।
স্মার্ত্ত ব্রজনাথ মরমে মরিল যোগ্য পুত্র গেল বৈষ্ণব দলে ॥ ৩১১ ॥
আর দিন একা ব্রজনাথ আসে গভীর রাত্রে আপন ঘরে।
পথি মধ্যে শোনে কীর্ত্তনের ধ্বনি প্রতি অক্ষরে অমিয় ঝরে ॥ ৩১২ ॥

কীর্ত্তনের মাঝে বিজুরী বরণ কে ঐ ভঙ্গিতে নাচিয়া যায়।
দু'টি বাহু তুলি হেলিয়া দুলিয়া পথ ঝলসিয়া অঙ্গ প্রভায় ॥ ৩১৩ ॥
কী মধুর সুর 'দল কোথাকার' জানিতে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করে।
ভৃত্য কয় 'কর্ত্তা, কীর্ত্তন কোথায়' পণ্ডিত ভাবিল অলৌকিক কি রে ॥৩১৪॥

পুনঃ আসি কয় সুন্দর কিশোর "ব্রজনাথ মোরে দেখিয়া লও।
শচীসুত মুই হরিসভা করি আমারে স্থাপিয়া আনন্দে রও" ॥ ৩১৫ ॥
বিহারী কুমার মূর্ত্তি গড়ি দিবে বলিয়ে লুকাল রসশেখর।
প্রাণ গৌর বলে কাঁদে ব্রজনাথ স্মার্ত্ত হয়ে গেল বৈষ্ণব বর ॥ ৩১৬ ॥

পুনঃ দেখা দিয়া বিহারীকে কয় ভাবে ঢলঢল আপনা ভোলা।
মোর মত হবে ব্রজনাথের গৌর এরূপ চাহনী দু'বাহু তোলা ॥ ৩১৭ ॥
হরিসভা হ'ল গৌরাঙ্গ বসিল বিহারী চলিল নিত্যধামে।
অপবাদে গেল সারা দেশ ভরি স্মার্ত্ত ব্রজ কাঁদে গৌরাঙ্গ নামে ॥ ৩১৮ ॥

গৌর ভগবান্ কোন্ শাস্ত্রে আছে কোথা মন্ত্র তার কি ধ্যেয় জ্ঞেয়।
অশাস্ত্রীয় কাজ করে ব্রজনাথ পণ্ডিতেরা কৈল অপাংক্তেয় ॥ ৩১৯ ॥
লিখে বিদ্যারত্ন চন্দ্রোদয় গ্রন্থ শাস্ত্রযুক্ত্যে স্থাপি গৌরাঙ্গ হরি।
স্তব্ধ হইল পণ্ডিত সমাজ হরিসভা হ'ল আনন্দপুরী ॥ ৩২০ ॥

মথুরানাথের পুত্র শিতিকণ্ঠ তাঁর সেবাকালে এল বন্ধুচন্দ্র।
শ্রীগুরু-বাক্য সফল দেখিয়া মথুরানাথের পরমানন্দ ॥ ৩২১ ॥
বহুত উন্নত মহাপুরুষের পাদস্পর্শে সভা পবিত্র ভূমি।
কত নরনারী ধন্য হইল হরিসভা পূত রজকণা চুমি ॥ ৩২২ ॥

নদীয়া জেলার মহেন্দ্র ডেপুটী আগমেশ্বরী তলায় ঘর।
ভক্তির মূরতি একমাত্র কন্যা লক্ষ্মীনাম তার দশ বছর ॥ ৩২৩ ॥
বড়ালঘাটের পাগলী ক্ষেপীমা বাক্‌সিদ্ধা সবে তাঁহারে কয়।
অদ্ভুত শকতি ঝাটা হাতে ফিরে রোগী পরশিলে আরোগ্য হয় ॥ ৩২৪ ॥

"নব গৌরহরি উদিবে গৃহেতে" মহেন্দ্র বাবুরে ক্ষেপী মা কয়।
'কত কি দেখিবি বুঝিবি না কিছু' কথা শুনি বাবু চিন্তিত হয় ॥ ৩২৫ ॥
একদা লক্ষ্মী গঙ্গায় যাইতে বন্ধুধনে হেরি সংবিৎ হারা।
তিন দিন পর সংজ্ঞা ফিরে এল ভাবদশা কেহ বুঝে না তারা ॥ ৩২৬ ॥

নবগৌর কোথা লক্ষ্মী সুধাইল বাবা দিল আনি মৃন্ময় রূপ।
ক্ষেপীমা কহিল "ও তো গৌর এল" নবগৌর দেখিস কি অপরূপ ॥৩২৭॥
কীর্ত্তন উৎসব লক্ষ্মীর গৃহেতে সারিকা গাইছে বালক সঙ্গে।
অকস্মাৎ বন্ধু গৃহে প্রবেশিল ছিদ্র পথে লক্ষ্মী হেরে বিভঙ্গে ॥ ৩২৮ ॥

বাউরী হইল মহেন্দ্র দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবে সদা বিভোর।
রাইমাতা গৃহে পূজিল বন্ধুরে সর্ব্ব সমর্পণে জীবন উজোর ॥ ৩২৯ ॥
সেদিন পূজায় লক্ষ্মীর যে মন্ত্র দু'খণ্ড কাগজে পাইনু দেখা।
যতনে রক্ষিল শ্রীনিতাই দাস এসব সম্পদ গোপন লেখা ॥ ৩৩০ ॥

"সংযম মন্দিরে হয়ে অনুগত ভক্তি মন্দিরে আপন করি।
প্রেম মন্দিরে তোমা পূজি আমি স্থিরতা মন্দিরে চরণ ধরি ॥ ৩৩১ ॥
আনন্দ মন্দিরে তোমা হেরি নিতি আবেশ মন্দিরে সর্ব্বস্ব দান।
ধেয়ান মন্দিরে হৃদয়ে ধরিয়া শান্তি মান্দরে সঁপি পরাণ" ॥ ৩৩২ ॥

কত ব্যথা-ভরা লক্ষ্মীর লিপিকা অপ্রাকৃত ভাষা অপূর্ব্ব ভাব।
প্রিয়াজী ব্যতীত আর কার বল অতল পরশী হেন বিভাব ॥ ৩৩৩ ॥
"মোর অন্তরের নিভৃত কন্দরে তব সিংহাসন রেখেছি পাতি।
ক্ষীণাভ প্রদীপ তব প্রতীক্ষায়, শুভ আগমনে উঠিবে ভাতি ॥

হোক বা না হোক তব আগমন তাবৎকাল রব প্রতীক্ষা রত।
গলদশ্রু ধারায় মোর এই দেহ যাবৎ না হইবে দ্রবীভূত ॥
প্রেম সুরভিত মোর অশ্রুনীর ও রাঙা চরণ করিবে সিক্ত।
রব পথ চাহি যাবৎ না পাই হৃদি সিংহাসন রহিবে রিক্ত ॥

হৃদয়ের ব্যথা তুমি অবগত এই ত সান্ত্বনা আর কি চাই।
তব অনুরাগ হৃদয় কন্দরে চির সমুজ্জ্বল রহুক সদাই" ॥
"বিশ্বের সকলে ভ্রাতৃবোধ করি তব গুণগান সদাই গাই।
তব প্রিয়জন আমারে চালাক অপথে কুপথে কভু না ধাই ॥

আমার বিচার আমার বাসনা যাবতীয় কর্ম্ম তুমি চালাও।
আমার সৃষ্টি তব সেবালাগি এ সত্য সতত প্রাণে জাগাও ॥ ৩৩৩ ॥
প্রভাত-বেদীর ওপরে রাজিত তব পদযুগে বিনীত ভাবে।
নিত্য নিবেদিব ভক্তি পুষ্প অর্ঘ্য এই হেতু আমি এসেছি ভবে ॥

বহু প্রতীক্ষার পরে তুমি এলে অশ্রু ঢালি দিব রাতুল পায়।
বক্ষে চাপিয়া বিধৌত করিব এ দু'টি কর এইত চায় ॥
তোমারি মহিমা ঘোষিবার তরে কণ্ঠ আমার হয়েছে সৃষ্ট।
তব প্রেমঘন রূপ দরশিতে মোর অক্ষি দু'টি সদাই দৃষ্ট ॥

উৎকর্ণ হইয়া নীরবে শুনিব তোমার চলন্ত পদের ধ্বনি।
তোমার সঙ্গীত হৃদয়ে শুনিতে মোর কর্ণ সৃষ্ট এইত মানি ॥
আমার স্বকৃত যাহা ভবিতব্য বঞ্চিত করুক সকল ভোগে।
ভ্রূক্ষেপ কখনো না করি তাহাতে শুধু এই চাই চরণ যুগে ॥

যে ভ্রান্তি আমায় দূরে লয়ে যায় তোমার সান্নিধ্য বিনষ্ট করি।
তাহাতে কভু না নিপতিত হই এই মাত্র চাই পা দু'টি ধরি ॥ ৩৩৫ ॥
জীবন ভরিয়া একটি যাচনা নাম গানে থাকি নয়ন জলে।
জনমে জনমে এই ভক্তি দিও তোমাকেই ডাকি হা বন্ধু বলে" ॥ ৩৩৬ ॥

গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করে ভক্ত বালকৃষ্ণ ব্রজবালা নাম।
গভীর নিশায় নবদ্বীপে প্রেরি তাঁহারে বাঁচান বন্ধু গুণধাম ॥ ৩৩৭ ॥
আত্মহত্যায় নহে আত্মশোধন, শোধন সম্ভব অনুতাপানলে।
পাপ মুছে গেছে বন্ধু কয় তারে বিশুদ্ধ হইবে ভজনে ডুবিলে ॥ ৩৩৮ ॥

লীলাম্বুধি গ্রন্থ রচনা করিয়া কত না গাহিলা বন্ধুহরি গুণ।
সদা প্রেমাবিষ্ট মহা অধিকারী শ্রীবালকৃষ্ণ নৃত্য নিপুণ ॥ ৩৩৯ ॥
বাকচর এলেন প্রাণবন্ধু হরি সকলের প্রিয় ঘরের জন।
'আমসত্ত্ব দিবি, কচি শশা আন' জনে জনে ডাকি চাহিয়া লন ॥ ৩৪০ ॥

বর্ষায় এসেছে রাস্তায় স্রোত বন্ধু করে স্নান বসন ভাসে।
বালিকারা ধরি হিমীর কাপড় গাট বাঁধা দিয়া আনন্দে হাসে ॥ ৩৪১ ॥
হিমীর সঙ্গেতে বন্ধুর বিবাহ উলুধ্বনি দেয় শতেক বালা।
যোগেন ঠাকুর মন্ত্র উচ্চারয় হিমীর কপালে ঠেকায় কুলা ॥ ৩৪২ ॥

পূর্ণ তারকের কলেরা বেয়াধি ন্যাংটা কয় মোরে ভোগ দে ত্বরা।
চম্পাটি দিলেন পঞ্চবর্ষ আয়ু তারক বাঁচিল সে আয়ুদ্বারা ॥ ৩৪৩ ॥
পূর্ণ চলি গেল ইহধাম ছাড়ি প্রভুর সঙ্কেতে শ্রীনাম স্মরি।
গচ্ছিত হরণে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত তাই বংশ যায় কহিলা হরি ॥ ৩৪৪ ॥

তারক বাঁচিবে ভজনে থাকিলে নৈলে পাঁচ বছর রবে ধরায়।
না শুনি জননী ভোগে ডুবাইল পঞ্চবৎসরান্তে চিরবিদায় ॥ ৩৪৫ ॥
গুপতে রহিয়া পরাণপুরেতে দীনহীনভক্ত জন্মেজয় ঘরে।
রমেশচন্দ্র সঙ্গে একান্তে মিলিল যুগলভজন শিখাল তারে ॥ ৩৪৬ ॥

পিতামাতা দাদা তিনজনে দিবে রমেশের কার্য্যে বাধাপ্রদানে।
প্রভু পত্র দিলা সংসারী করিলে রমেশের মৃত্যু বিধি বিধানে ॥ ৩৪৭ ॥
প্রহ্লাদ সাহাকে ডাকি কহে প্রভু এইস্থানে তব আঙ্গিনা হবে।
দান কর মোরে, আনন্দে প্রহ্লাদ, "সমর্পিনু" বলি জীবন সঁপে ॥ ৩৪৮ ॥

তেরশ' একসনে বৈশাখ মাসেতে মহাসমারোহ চৌদ্দমাদলে।
প্রতিষ্ঠিত হ'ল বাকচর আঙ্গিনা নরনারী নাচে কী কুতূহলে ॥ ৩৪৯ ॥
দুর্নীতির পথে প্রহ্লাদের গতি করুণাপ্রবাহে ফিরাল প্রভু।
পতিত প্রহ্লাদ দেবত্ব লভিল এমন দয়াল দেখিনি কভু ॥ ৩৫০ ॥

শিবুসাহার গানে রসাভাস দোষে ব্যথিত বৈষ্ণব উঠিয়া গেল।
তীব্র বারিপাত হেরি বন্ধু কহে ভালোই আঙ্গিনা ধুয়ে সাফ হ'ল ॥৩৫১॥
বঙ্কু বৈঠা ধরে বন্ধু তরী 'পরে নিশায় নৌকায় কাবেরী খেলা।
তারে কহে প্রভু "ভক্তি স্পর্শমণি ভক্তিতেই পাবি শ্রীনন্দলালা" ॥ ৩৫২ ॥

ঘুড়ি উড়ায়েছি শোন রে বঙ্কা, ডুরি আছে মোর হাতের মুঠে।
যে যেদিক দিয়ে যাক না কেন গো আসিতে হবেই মোর সন্নিকটে, ॥৩৫৩॥
আম পাকিয়াছে দিগম্বরী কাঁদে জগৎসোনা কই এল না বলে।
সেদিন নৌকায় কীর্ত্তনে মাতিয়া ব্রাহ্মণকাঁদা আসি পৌঁছে সদলে ॥৩৫৪॥

চৌদ্দবছরের বালক মোহিনী প্রভু পাদপদ্মে আসিল ছুটি।
কত আর্ত্তি কত অশ্রুধারা চোখে কীর্ত্তনে মাতিল অঙ্গনে লুটি ॥ ৩৫৫ ॥
মামা বনমালী সান্ন্যাল মশায় জমিদারী চালে অত্যাচারী।
ভাগিনা ধরিতে পাঠাইয়া দিল ভীমদরশন এক মাড়োয়ারী ॥ ৩৫৬ ॥

মাড়োয়ারী কিন্তু বালকে না ধরি' কীর্ত্তনে গড়াল ধূলার 'পরে।
প্রেমাশ্রু সম্পাতে বিহ্বল হইয়া ফরিদপুর ভরি' নাচিয়া ফিরে ॥৩৫৭ ॥
সান্ন্যাল বনমালী ক্রোধযুক্ত আসি মোহিনীকে ধরি' লইয়া যায়।
মহিমদাসেরে পাঠাইয়া প্রভু অতি সুকৌশলে ফিরে আনয় ॥ ৩৫৮ ॥

বেশী মদ্যপানে মৃতবৎ আছেন মামা বনমালী সংবাদ পাই।
প্রভুর নির্দ্দেশে মোহিনী ছুটিল মাতুলের কর্ণে কহিল যাই ॥ ৩৫৯ ॥
"বিষয়ে মাতিয়া যা করেছেন গেছে, এবে সব ভুলি ভজেন হরি।
হরিনামই বন্ধু পদাবলম্বনে নিশ্চয় পাবেন অকূলে তরী" ॥ ৩৬০ ॥

কথা শুনামাত্র বনমালীবাবু হরি বলে হ'ল পবিত্র দেহ।
রোগ ভোগ গেল নামেতে মজিল এ পরিবর্ত্তন বিস্ময়াবহ ॥ ৩৬১ ॥
হাতরাসে বসি রামদাস কাঁদে ব্রজে প্রবেশের আদেশ নাই।
অশ্রুধারে ভাসি নিত্য নিবেদয়, 'বন্ধু-সহায়' বিনু কেমনে যাই ॥ ৩৬২ ॥

ফেলে মোরে একা বন্ধুহীনদেশে প্রাণ জগদ্বন্ধু আছ কোথায়।
আজ্ঞা বিনা গেলে দর্শন কি হবে বল হে দেবতা বল আমায় ॥ ৩৬৩ ॥
'একা যাও চলি মাধুকরী কর' বন্ধুর পত্র এল শ্রীহস্তে লেখা।
'রহিও গোবিন্দ-পুরাণ-মন্দিরে' পুনঃ হাতরাসে হইবে দেখা ॥ ৩৬৪ ॥

আদেশ পাইয়া ভীত মনে রাম যথাযথ আজ্ঞা পালন করে।
প্রভু পাঠাইলা বৃন্দাবন দাসে রামের সান্ত্বনা বিধান তরে ॥ ৩৬৫ ॥
টিকেট আন, অতুল, প্রভু আদেশিলা হাওড়াতে আসি ট্রেনেতে চড়ি।
শুনিয়া অতুল চিন্তাযুত অতি নাই কপর্দ্দক হাতেতে কড়ি ॥ ৩৬৬ ॥

'ব্রজের পাথেয় গৌরভক্ত দেবে' কহিলেন বন্ধু মধুর হাসি।
কোথা গৌরভক্ত চম্পটি ছুটিল চীৎপুর মোড়ে থামিল আসি ॥ ৩৬৭ ॥
বিডন ষ্ট্রীটেতে শ্রীমুকুন্দ ঘোষ দোকান ঝাপিতে "হা গৌর" কন।
'আপনি গৌরভক্ত!' চম্পটি কহিল প্রভুর পাথেয় আপনি দেন ॥ ৩৬৮ ॥

'কত চাই'? 'পঞ্চাশ সাড়ে নয় আনা' দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ ভাড়া।
'অত তো হবে না' 'বাক্স ঢালি গুণুন', ঠিক অঙ্ক হেরি বহিল ধারা ॥ ৩৬৯ ॥
সেইদিন হ'তে শ্রীমুকুন্দ ঘোষ বন্ধুগণ মধ্যে পরিগণিত।
সেবাময় প্রাণ রসকীর্ত্তনীয়া ভজনে নিমগ্ন লীলানুগত ॥ ৩৭০ ॥

ব্রজে আসিলেন দুর্গাসপ্তমীতে দর্শনে বিভোর রামের সঙ্গে।
কার্ত্তিক মাসভর রাধাকুণ্ডে বাস সদা ডুবি ভাসি প্রেমতরঙ্গে ॥ ৩৭১ ॥
একদিন ব্রজে যমুনার ঘাটে রামকে বসায়ে রাখেন দূরে।
'এইখানে বোস, এদিকে তাকাস না' বলিয়া নামিলা স্নানের তরে ॥ ৩৭২ ॥

কৌতূহল বশে অগ্রসরে রাম কেন নিষেধিল দেখার তরে।
দেখে নীলজ্যোতি গগন বিস্তারি চক্ষু ঝলসিল মূরছি পড়ে॥ ৩৭৩ ॥
সিনান সমাপি উঠিলেন প্রভু শিরে হাত দিয়া জাগাল তায়।
'একী অপরূপ কাঁপি কহে রাম 'তাকালি কেন রে' বন্ধু সুধায়॥ ৩৭৪ ॥

পথে চলে প্রভু রামদাস সঙ্গী সতর্কিল তারে কেহ না ছোঁয়।
হঠাৎ নারী স্পর্শে প্রভুর আর্ত্তনাদ 'জ্বলে গেল গেল' কে ছুঁল মোয়॥ ৩৭৫ ॥
নিরজনে গিয়া বসন ফেলিয়া রজে লুটাইয়া "জুড়ানু" বলে।
ভয়ে কাঁপে রাম প্রভু কষ্ট হেরি অসতর্কতার কুৎসিত ফলে॥ ৩৭৬ ॥

ব্রজবাসী সিদ্ধ প্রাণকৃষ্ণ দাস জগদীশ বাবা মাধব দাস।
বন্ধুকে সম্বোধে ভট্টাচার্য্য মশায় সঙ্গ সুখ পেয়ে কত উল্লাস॥ ৩৭৭ ॥
কেহ কহে বন্ধু বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ কেহ কহে তিনি আবেশাবতার।
কেহ কেহ কয় সাক্ষাৎ শচীসুত যে যাই বলুক আপন সবার॥ ৩৭৮ ॥

কলিকাতা মাঝে ইডেন হোষ্টেলে রণজিত থাকে কলেজ ছাত্র।
প্রাণবন্ধু ছাড়া আন নাহি জানে অতল পরশি স্নেহের পাত্র॥ ৩৭৯ ॥
বাড়ী তাঁতিবন্দ সেথায় আনিয়া গুরুজনে রাখে বন্দী করি।
দোতালা হইতে লাফাইয়া পড়ে তীব্র ইছামতী তরে সাঁতারি॥ ৩৮০ ॥

সিক্ত বসনে ট্রেনেতে চাপিয়া কলিকাতা পৌঁছে অতি ব্যাকুল।
বাবা ভারতী দিলেন পাথেয়, বন্ধু অভিসারে চলে গোকুল॥ ৩৮১ ॥
কত আর্ত্তি লয়ে এক বস্ত্র পরে রণজিত, মিলে বন্ধুর সাথ।
কি অদ্ভুত খেলা! প্রভু বন্ধুহরি সুধাল না তারে কুশল বাত॥ ৩৮২ ॥

আদেশিলা তারে "দিনে উপবাস কাঁচা দুধ কিঞ্চিৎ রাত্রে আহার।
শয়ন মাত্র নাই; বসিয়া বিশ্রাম" এত কঠোরতা না সহে তাহার॥ ৩৮৩ ॥
অক্ষম রণজিত অপারগ হয়ে চুপে মিষ্টি খেল অনন্তোপায়।
প্রভু আজ্ঞা দিলা 'বাংলায় যাও ভজন কর গিয়ে ভোগ হোক ক্ষয়॥ ৩৮৪ ॥

যুগল কিশোরে পীরিতে সেবিও নিত্যপাঠ কর চরিতামৃত।
স্মরণে রাখিও বৃন্দাবনধাম সত্যে স্থির থাকি ভুঞ্জহ অমৃত' ॥ ৩৮৫ ॥
রমেশচন্দ্র এল সংসার ছাড়ি পৌঁছে বৃন্দাবনে প্রভুর পাশ।
তারে আদেশিলা "মাধুকরী কর লক্ষ নাম জপ তরুতলে বাস" ॥ ৩৮৬ ॥

রমেশের দাদা জ্যোতিষচন্দ্র নাম বৃন্দাবনে আসে ভাইকে নিতে।
প্রভু বলিলেন, 'ব্রজে বাস নয় মনোবৈরাগ্য কর আপন চিতে' ॥ ৩৮৭ ॥
'রমেশ রে তুই প্রফেসার হবি মোর বহু কার্য্য তোরে দিয়ে হবে।
জীবন্মুক্ত সাধু মহাপুরুষ ভিন্ন আমার সহায়ক কেউ নাই ভবে' ॥ ৩৮৮ ॥

"মোর দেহ দিয়ে প্রভুর কার্য্য হবে" এ আশে রমেশ বাংলায় ফিরে।
আলবার্ট কলেজে অধ্যাপক হয়ে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা বহু প্রচারে ॥ ৩৮৯ ॥
বৃন্দাবন হতে আইলেন প্রভু নবদ্বীপ মাঝে পড়িল সাড়া।
শিতিকণ্ঠ পেয়ে আনন্দে মাতিল তপত পরাণে অমৃত ধারা ॥ ৩৯০ ॥

ব্রাহ্মণকাঁন্দার বাড়ীতে উদিত বিরহী ভক্তেরা ছুটিয়া আসে।
প্রাণধন পেয়ে কী আনন্দ হ'ল ফরিদপুর সহর পুলকে ভাসে ॥ ৩৯১ ॥
রমেশচন্দ্রের প্রভাবে আকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্যব্রতী কিশোরগণ।
সুরেশ দেবেন অক্ষয় উপেন নকুল অমৃত শ্রীকালীমোহন ॥ ৩৯২ ॥

রমেশ পত্র দিল বন্ধুর নিকট পৌঁছাতে সুরেশ লইল সঙ্গে।
পত্র দিলে প্রভু স্পর্শসুখ দিলা বিদ্যুৎ প্রবাহ সুরেশ অঙ্গে ॥ ৩৯৩ ॥
"সুবল বটু" বলি সুরেশে সম্বোধি দিলা রসগোল্লা দধির হাঁড়ী।
আদেশে খাইয়া স্বাদেতে মজিয়া ভারী দধি ভাণ্ড বহিল বাড়ী ॥ ৩৯৪ ॥

কী সুন্দর পত্রী শ্রীহস্ত লিখিত 'কিশোরীর দশাযুক্ত যাবট নিবাস।
স্মরণে রাখিও দিবস শর্ব্বরী' শিরোনামে ছিল হরেকৃষ্ণ দাস ॥ ৩৯৫ ॥
বহরমপুরে চম্পটী অতুল বন্ধু নাম গায় আনন্দে ভোরি।
অশ্রুধারাপাতে বসন ভিজিল যে শোনে সে মুগ্ধ কী কণ্ঠ মাধুরী ॥ ৩৯৬ ॥

অমানী মানদ এ মহাবাক্যের মূরতি হইল চম্পটি অতুল।
ভজ জগদ্বন্ধু প্রাণ ভরি গায় বদ্ধ জীবগণের ভাঙ্গিয়া ভুল ।। ৩৯৭ ।।
তসর গরদ মটকা টাকাকড়ি আংটি অলংকার দু'পাশে লুটায়।
ভ্রূক্ষেপ নাই নিতাই আবেশ জয় জগদ্বন্ধু উচ্চরোলে গায় ।। ৩৯৮ ।।

আবির্ভাব পীঠ শ্রীধাম ডাহাপাড়া আসিলেন বন্ধু বহুদিন পরে।
শ্রীহরিচরণ আদি ভক্তগণ রূপ হেরি ডুবে আনন্দ সায়রে ।। ৩৯৯ ।।
বহু দেশ ঘুরি সঙ্গে শ্রীকিশোরী আসিলেন বন্ধু ডাহাপাড়ায়।
আম্রবৃক্ষ সঙ্গে রজ্জু ঝুলাইয়া মজে ব্রজভাবে ঝুলন লীলায় ।। ৪০০ ।।

লীলা-তরঙ্গিণীর চতুর্থ খণ্ডেতে যত লীলা করে শ্রীবন্ধু রায়।
তার সার তুলি স্মরণানন্দে মহানামব্রত ছন্দেতে গায় ।।

পঞ্চম মাধুরী

এসেছেন হরি জগদুদ্ধারণে জগদ্বন্ধুরূপে মঙ্গলালয় ।
বুদ্ধি বা বিদ্যায় চেনা নাহি যায় ধরা দেন শুধু নিজ কৃপায় ।। ৪০১ ।।
শ্রীহট্ট নিবাসী চন্দ্রশেখর দাস বন্ধুগত প্রাণ। তাঁহার মাতা ।
নবদ্বীপ ধামে ধর্ম্মসভাপাশে সে ঘরে প্রভুর আসন পাতা ।। ৪০২ ।।

দোলপূর্ণিমায় পুণ্যলোভাতুর বহু নরনারী নদীয়া আসে ।
প্রেমানন্দ আর শিশির কুমার আরো বহু ভক্ত বন্ধুর পাশে ।। ৪০৩ ।।
গৌর আবির্ভাব তিথি নক্ষত্রের এই পূর্ণিমায় সংযোগ ঘটে ।
এই দিনে গৌর সবে দেখা দিবে সংবাদ পত্রেতে খবর রটে ।। ৪০৪ ।।

এ কথা জানিয়া বন্ধুবিনোদিয়া রমেশে জানাল তার বার্ত্তায় ।
"প্রভুর বিপদ, তব উপস্থিতি একান্ত কাম্য সত্বর আয়" ।। ৪০৫ ।।
বার্ত্তা পেয়ে ভক্ত নবদ্বীপে ছুটে 'কী বিপদ কও' আসি শুধায় ।
প্রভু বলে, 'ওরা আমায় দেখাবে গৌরাঙ্গ বলিয়া' তাই মহাভয় ।। ৪০৬ ।।

রমেশ কহিল, 'খুব ভাল কথা, ভগবান্ হ'বে দেখিবে সবে' ।
বন্ধু ভয়ে কয়, "ভগবান পেলে জনতা তাহারে আস্ত কি থোবে" ? ।।৪০৭।।
'এ' ঘরের ইট এক একখান জনে জনে নিবে নিঃশেষ করি ।
তারপর মোরে খণ্ড খণ্ড করি দাঁত নখ চুল লইবে ছিঁড়ি ।। ৪০৮ ।।

'তবে ত বিপদ' রমেশ উত্তরে কী করিতে চাও বল না শুনি ।
'এক্ষণি আমি চলিয়া যাইব' এই বলি প্রভু ছুটে তখনি ॥ ৪০৯ ॥
আগে আগে প্রভু পশ্চাতে রমেশ প্রাণ ভয়ে যেন মানুষ ধায় ।
প্রভু কহে 'রমেশ, ভগবানে বল, কে কবে জানিছে যদি না জানায়' ॥৪১০॥

রমেশ কহে, তা ত ঠিকই বটে, না জানালে তাঁরে জানিবে কে ?
বন্ধু বলে, 'ওরা কেমনে জানিল, আমি প্রকাশ হব আমি জানিনে' ।৪১১॥
'ভগবানেরও ভগবান ওরা নৈলে প্রচারণ কী ব'লে করে ।
বলিস ভারতীরে সূর্য্য স্বপ্রকাশ দেখাতে হবে না প্রদীপ ধরে' ॥ ৪১২ ॥

ছুটিতে ছুটিতে হাঁসখালি আসি ঘোড়ার গাড়ীতে বগুলা এল ।
তথা হতে পুনঃ রেলগাড়ী ধরি ফরিদপুর পৌঁছি সোয়াস্তি পেল ॥ ৪১৩ ॥
ফরিদপুর প্রভুর 'পদাতিক সৈন্য' রমেশ অনুগত তরুণ গণ ।
সুরেন দেবেন নকুল উপেন সুরেশ অক্ষয় কালীমোহন ॥ ৪১৪ ॥

সত্য সংযমতা ফুটন্ত কুসুম শৌর্য্যে বীর্য্যে জ্ঞানে পবিত্রতায় ।
প্রভু পদাশ্রিত এই সৈন্যদল সমুজ্জ্বল প্রেম নিষ্কামতায় ॥ ৪১৫ ॥
অভিভাবকের শত অত্যাচার শিক্ষকগণের নির্ম্মমাঘাত ।
বন্ধুপ্রেম বলে সব সহ্য করে কর্ত্তব্যে সুদৃঢ় দিবস রাত ॥ ৪১৬ ॥

ব্রাহ্মণকাঁদায় রাত্রি দ্বিপ্রহরে প্রভুর আজ্ঞায় রামদাস গায় ।
তেতুলি বৃক্ষের শাখা কম্পমান তাপক্লিষ্ট আত্মা উদ্ধার পায় ॥ ৪১৭ ॥
বাবা প্রেমানন্দ পত্র দিয়াছেন গোপাল মিত্রকে দেখান যেচে ।
'প্রাণ কানাইয়া তুইরে-আমার' পত্র পড়ি গোপাল আনন্দে নাচে ॥৪১৮॥

জন্মাষ্টমী দিন কীর্ত্তন উল্লাস ওস্তাদ মধু গুহ কাটিল তাল ।
ছট্ ফট্ করি সকাতরে কয় 'মহাপ্রভুর আজি অঙ্গ খসা'ল' ॥ ৪১৯ ॥
'গোপাল অপরাধী, দল হ'ল তার' এই কথা বাজে মিত্রের প্রাণে ।
দিনভরি কাঁদে বেদনা বিহত অপরাধ যায় মিলিত কীর্ত্তনে ॥ ৪২০ ॥

খলিলপুরেতে নড়া'ল কাছারী তথায় নায়েব চারু ঘোষ নাম ।
দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি মহাঅত্যাচারী একদা আসেন বাকচর ধাম ॥ ৪২১ ॥
সম্মান না পেয়ে ক্ষেপিলা নায়েব প্রহ্লাদ সাহাকে ডাকিয়া বলে ।
"আঙ্গিনার সাধু আজই তাড়াইবি নৈলে ত্রিশ জুতা তোর কপালে ॥৪২২॥

আমার এলাকায় রহিবেক সাধু টেক্কা দিয়ে যাবে আমার 'পর।
এতবড় স্পর্দ্ধা সহিব না কভু লাঠিয়াল দিয়া ভাঙ্গিব ঘর' ।। ৪২৩ ।।
ভয়ে কাঁপে সব বাকচরবাসী প্রভু হাসি কয় 'চুপ করে থাক'।
মদন নায়েব চারুঘোষে কয় 'এত বাড়াবাড়ি ভাল হবে নাক' ।। ৪২৪ ।।

ঘোষের প্রেরিত সেবার দ্রব্যাদি ফিরায়ে দিলেন বন্ধু রঙ্গময়।
দর্শন চাহিলে 'এ জন্মে হবে না' শুনি চারু ঘোষ অগ্নিমূর্ত্তি হয় ।। ৪২৫ ।।
ক্রুদ্ধ নায়েব ভক্তে নির্যাতিল ফল ফলে তার হা-তে না-তে।
বদলী হইয়া তেলেহাটী গেলা প্রাণ দিল দুর্বৃত্ত কুঠারাঘাতে ।। ৪২৬ ।।

এক সর্পরাজ শ্রীকেশে জড়ায় প্রিয়েরা খসায় সন্তর্পণে।
তখনি প্রাণান্ত কে জানে রহস্য সমাধিস্থ হল কীর্ত্তন সনে ।। ৪২৭ ।।
বুড়াশিব কয় জয়নিতাই প্রতি জগা তোমাদের সবার রাজা।
তোরা ব্রজজন জগা সর্ব্বোপরি প্রেমানন্দে তোরা বগল বাজা ।। ৪২৮ ।।

জয়নিতাই কহে 'দেখা নাহি দিয়ে ভারতীরে কেন কষ্ট দেন এত'।
বন্ধুহাসি কয় 'দেবতারা বাদী' নৃত্য দেখি নিত্য দাদার মত' ॥ ৪২৯ ॥
"ভারতীর কথা যাহাই হোক না যতদিন আমি গৌড়েতে স্থিত।
ততদিন হেথা আমার নিকট আপনার দ্বার সদা অবারিত" ॥ ৪৩০ ॥

পরে একদিন বৈদ্যনাথ চাকী গৃহে নিরজনে আপনা ভোলা।
জয়নিতাই ডাকে উত্তরিলা প্রভু 'আজিকে দুয়ার হবে না খোলা' ॥৪৩১॥
'সেদিনের কথা অবারিত দ্বার আজি কেন পুনঃ এমনি ঘটে'।
জয়নিতাই ভাষা শুনি প্রভু কহে 'কাঠের দুয়ার কি দুয়ার বটে'? ॥৪৩২॥

পাবনা সহরে টহল সারিয়া নবদ্বীপ দাস নিদ্রা কাতর।
'ভজনের দেহ, ভোগ জন্য নয়, ভোগ যদি চাও যাও নিজ ঘর' ॥ ৪৩৩ ॥
শ্রীবন্ধুর হেন কঠোর শাসনে অভিমান বশে নবদ্বীপ যায়।
নিজ বাড়ী মুখে নাওডুবি গ্রামে এসে পরিতাপে কাঁদে ব্যথায় ॥ ৪৩৪ ॥

কুষ্টিয়ায় প্রভু ট্রেনে চেপেছেন ট্রেন চলিয়াছে উত্তর মুখে।
রেল লাইন পাশ নবদ্বীপ দাস দণ্ডাইয়া আছে ব্যথিত বুকে॥ ৪৩৫ ॥
ভক্ত আর্ত্ত অতি ব্যথাতুর প্রভু চারি চক্ষে দেখা গাড়ী জানালায়।
কমণ্ডলুখানি দোলায়ে দোলায়ে সঙ্কেতে প্রভু ডাকেন 'আয়' ॥ ৪৩৬ ॥

ইঙ্গিত পাইয়া চলন্ত গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত দৌড়ায়ে যায়।
লাইনের খোয়ায় পা দুটা বিক্ষত ভ্রূক্ষেপ নাই উধাও ধায়॥ ৪৩৭ ॥
রেলগাড়ী থামে রাজবাড়ী ষ্টীসনে প্রভু বন্ধু নামি পথ তাকায়।
উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিয়া নবদ্বীপ দাস পদে লোটায়।। ৪৩৮ ।।

সংবাদ পাইয়া গোপাল মহিম অপেক্ষায় আছে পাঁচুড়িয়া।
বাকচর যেতে পথে বড় হাট কিরূপে যাবেন পথে হাটুরিয়া।। ৪৩৯ ।।
ইঙ্গিতে মহিম লইয়া আসিল বাঁশের বেড়ার ঝাঁপ একখানি।
তদুপরি শুয়ে শ্রীঅঙ্গ ঢাকেন কাঁধে লয়ে সবে দেয় হরি ধ্বনি।। ৪৪০ ।।

"ছুঁস্‌নে মরা," বলি হাটুরিয়া যত পথ ছেড়ে দেয় সংকোচে অতি।
নির্ব্বিঘ্নেতে প্রভু জনতা এড়ায় মরমীরা জানে প্রভুর গতি।। ৪৪১ ।।
জমিদার দুলাল শ্রীরামগোবিন্দ পাবনা আসিল কী প্রেরণায়।
ঘুরিতে ঘুরিতে বৃদ্ধ বটছায় ক্ষ্যাপা বুড়োশিবের সন্ধান পায়।। ৪৪২ ।।

অন্ধকারে ক্ষ্যাপা আরতি করিছে, সম্মুখে উজ্জ্বল জগদ্বন্ধু হরি।
রামগোবিন্দেরে বলিলেন ক্ষ্যাপা 'এই মোর জগা নদীয়াবিহারী।।৪৪৩।।
জগদ্বন্ধুনাম ফরিদপুর ধাম শুদ্ধ প্রেমের উজ্জ্বল রবি।
সকল ছাড়িয়া পদে শরণ নে সুন্দর পবিত্র নির্ম্মল হবি'।। ৪৪৪ ।।

নবদ্বীপ সহ ফরিদপুর আসি টেপাখোলা গ্রামে পদ্মার ধারে।
সন্ধ্যার প্রাক্কালে চলিয়া বেড়ান শোভা রাশি যেন উপছি পড়ে॥ ৪৪৫ ॥
গগনের পটে পদ্মাবতী তটে দুই সূর্য্য যেন স্পর্দ্ধা করে।
ভয়ে পরাভূত ছায়াপতি ভানু ঢলিয়া পড়িল চক্রবালে॥ ৪৪৬ ॥

শ্রীযোগেন্দ্র বাবু ডিপ্‌টি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ তাঁর গৃহে আজি বন্ধু দ্বারস্থ।
'রমেশকে চাই, চাপরাসী পাঠান' দাদা আসি জানায় রমেশ অসুস্থ॥ ৪৪৭॥
ভক্তানুসন্ধানে ভগবান্‌ এল গোপনাভিসারে ব্যর্থাভিযান।
অদ্ভুত লীলার মর্ম্ম কি বুঝিব প্রেমের আকর্ষণে এ বুঝি ভিয়ান॥ ৪৪৮॥

বন্ধুহরি এল নিতাই দাসের কলাবাগানেতে আপন মনে।
চম্পটির সনে শ্রীমণীন্দ্র দেব আসিলেন প্রভু সন্দর্শনে॥ ৪৪৯॥
জীবন তাহার পবিত্র করিতে যাদুমণি বাইজী দিল পাঠায়ে।
আসা মাত্র প্রভু হুকুম করিলা 'অভয়েরে ডাকি মাথা দে মুড়ায়ে'॥ ৪৫০॥

অর্দ্ধ মুড়াইতে চম্পটীরে কন "কলিকাতা দোঁহে চলিয়া যাও।
তৃতীয় শ্রেণীতে একত্র চলিবে সাবধান, পথে কথা না কও"॥ ৪৫১॥
কঠোর আদেশ শুনিয়া কুমার প্রণতি করিয়া চলিলা হাঁটি।
দোঁহে পাশাপাশি তৃতীয় শ্রেণীতে চম্পটি মুখে নাই কথাটি॥ ৪৫২॥

কলিকাতা পৌঁছি কুমার কহিলা 'বলুন, চম্পটি বলুন মোরে।
কিসের কারণে আপনার প্রভু এত অনুগ্রহ আমারে করে॥ ৪৫৩॥
শত অপরাধী মহাপাপী আমি দর্শন নাইক আমার কর্ম্মে।
তবু আপনার প্রভু কত বড় বুঝালেন মোরে মর্ম্মে মর্ম্মে॥ ৪৫৪॥

শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব তাঁর নাতি আমি মণীন্দ্রকুমার।
একথা শুনিয়া শোভাযাত্রা করি স্বাগত করে না কে আছে আর॥ ৪৫৫॥
বাংলা ভারতের বহু স্থানে বহু সাধুর আশ্রম সর্ব্বত্র যাই।
মালা না পরায়ে মাথা মুড়াইলা এমন প্রভুত্ব কোথাও নাই'॥ ৪৫৬॥

'কত ভয়ঙ্কর মহাপাপী মুই, আপনারে কই সত্যই বটে।
বাড়ীতে যে বড় চৌবাচ্চাটা আছে তিন চৌবাচ্চা মদ গেছে এ পেটে॥৪৫৭॥
কী সব জঘন্য পাপ করিয়াছি ভাবিতেও এবে ঘৃণা উদয়।
এত পাপী বলি পতিতপাবন এ অধমপ্রতি অনুগ্রহময়॥ ৪৫৮॥

মোর মত জীবে মনে স্থান দিয়া আদেশ স্তাপন করিলা যাই।
তাঁহার মনেতে স্থান যে পাইনু এ মহাকরুণার তুলনা নাই' ॥ ৪৫৯ ॥
বলিতে বলিতে কাতর কুমার অশ্রুধারা ধৌত নব জন্ম হ'ল।
কৃপাধারা দেখি নাচিলা চম্পটি বগল বাজায়ে হরি হরি বল ॥ ৪৬০ ॥

ব্রজধামে স্থিতি জগদীশ বাবা বৈষ্ণব মুকুট কালীদহে বাস।
চিনিয়াছিলেন জগদ্বন্ধু ধনে প্রেমে আত্মহারা ভাবের উল্লাস ॥ ৪৬১ ॥
সেদিন সন্ধ্যায় জগদীশ বাবা কুটিরে একাকী কীর্ত্তনে রত।
প্রভুবন্ধু তখন আসিয়া দাঁড়ায়ে নাচিতে লাগিল শিশুর মত ॥ ৪৬২ ॥

নর্ত্তনে বাড়িল কীর্ত্তনানন্দ কীর্ত্তনে বর্দ্ধিত নৃত্য মাধুর্য্য।
কত্তনা ভঙ্গিতে শ্রীঅঙ্গ দোলায়ে নটবর নাচে মাধুর্য্য ধূর্য্য ॥ ৪৬৩ ॥
নয়নে প্রবাহ অঙ্গ কণ্টকিত রক্ত বিন্দু ফুটে রোমের কূপে।
অস্থি গ্রন্থি ছিন্ন দীর্ঘ হ'ল দেহ ভাব মাদনাখ্য ভামিনী রূপে ॥ ৪৬৪ ॥

কী বিরাট দেহ ধূলায় ধূসর কর্দ্দমাক্ত ভূমি নয়ন ধারে।
বলি 'মহাপ্রভু' 'মহাপ্রভু' বলি জগদীশ বাবা ঘন হুঙ্কারে ॥ ৪৬৫ ॥
রামবাগান কাছে সোনাগাছি আছে সমাজে পতিতা নারীর স্থান।
বারবিলাসিনী সুরত কুমারী রূপে লুব্ধ বহু ধনী সন্তান ॥ ৪৬৬ ॥

বিদুষী মহিলা বর্দ্ধমান-রাজকুমারের প্রীতি স্নেহের পাত্রী।
ইংরেজী জানে কুমারের সনে যৌবনে হইলা ইংলণ্ড যাত্রী ॥ ৪৬৭ ॥
এক কন্যা ছিল অতি আদরের অকালে মরিল দৈব নির্ব্বন্ধ।
শোকে পুরী যায়, সিদ্ধবকুলেতে বাবাজী ভাবণে অসীমানন্দ ॥ ৪৬৮ ॥

বাবাজী চরণ দাস মহারাজ ভক্তগণে কয় এসেছে গোরা।
জগদ্বন্ধু নাম ফরিদপুর ধাম বড় সুসংবাদ ভাবেতে ভোরা ॥ ৪৬৯ ॥
সুরত সুধাল 'কোন্ জগদ্বন্ধু, নবদ্বীপ চম্পটি ভকত যাঁর' ?
'হাঁ হাঁ সেই বটে' বাবাজী উত্তরে সুরতের মনে লাগে চমৎকার ॥ ৪৭০ ॥

রামবাগানেতে কীর্ত্তন শুনেছি ভুলেও কখনো যাইনি সেথা।
এখন কেমনে দেখা পাব তাঁর কে বলিয়া দিবে তাঁহার কথা ॥ ৪৭১ ॥
বহু ছুটাছুটি দর্শন লাগি সুরতকুমারী প্রেমোন্মাদিনী।
ব্রজ হ'তে ধেয়ে ফরিদপুর আসে তথা হতে পুনঃ ব্রজোন্মুখিনী ॥ ৪৭২ ॥

কোন্ কুঞ্জে আছে দেখা নাহি পায় যখন যেথা শোনে সেখানে ধায়।
গিয়ে দেখে নাই কোথা চলে গেছে পুনঃ ইতি-উতি খুঁজে বেড়ায় ॥৪৭৩॥
ব্রজে আসি প্রভু কোথা কোথা থাকে ব্রজবাসী কাছে জানিয়া লয়।
অযোধ্যাওয়ালী লছমীরাণী কুঞ্জে কভু রাধাকুণ্ডে শ্রীবন্ধু রয় ॥ ৪৭৪ ॥

রাধাশ্যাম কুণ্ডে কুসুম সরসীতে স্বানুভাবে থাকে যমুনা তটে।
কভু কেশীঘাটে ছত্রিশগড় কুঞ্জে কভু ভাবে ভোরা গোঠের মাঠে ॥ ৪৭৫ ॥
উন্মাদিনীপারা ধূলিভরা বেশ "কোথা বন্ধু" বলি কেঁদে বেড়ায়।
বিরহিণী ব্রজবালার মতন সব ভুলি শুধু বন্ধুরে চায় ॥ ৪৭৬ ॥

স্বপ্নে দেখা দিলা প্রেমের দেবতা পরে চাক্ষুষ যমুনা পারে।
পাল্কীতে চড়ি বন্ধু স্নান করে সুরত দেখেও চিনিতে নারে ॥ ৪৭৭ ॥
শেষে দেখা দিলা সাক্ষাৎ গৌররূপে ভরি দিল প্রাণ মধুরিমায়।
বারবিলাসিনী গোপিনী হইল কিবা অসম্ভব বন্ধু-কৃপায় ॥ ৪৭৮ ॥

করুণা প্লাবনে পতিতা রমণী মঞ্জরী দেহ করিল লাভ।
সুরতের এই পরিবর্ত্তনেতে ত্যক্ত সোনাগাছি হ'ল নিষ্পাপ ॥ ৪৭৯ ॥
দলবাঁধি তারা রামবাগান আসে প্রভু দেখাইয়া শ্রীকরাঙ্গুলি।
'ঐ দেখ প্রভু দরশন দিলা' চম্পটি ফুকারে সবে হুলাহুলি ॥ ৪৮০ ॥

মথুরা নিবাসী লক্ষ্মীচাঁদ শেঠ-ঠাকুরবাড়ীতে গজেন্দ্রমোক্ষণ।
লীলা সন্দর্শনে শ্রীবন্ধুর দেহ সাত্ত্বিক বিকারে মহা অচেতন ॥ ৪৮১ ॥
বনমালী রায় শ্রীদেহ আনিয়া আপনার কুঞ্জে সযত্নে রাখে।
বন্ধ গৃহ হইতে বন্ধু অন্তর্দ্ধান শূন্য শয্যাখানি পড়িয়া থাকে ॥ ৪৮২ ॥

ঢাকা নগরীর পূরব প্রান্তে শ্রীরামশাহর বাগানবাড়ী।
ব্রজ হ'তে বন্ধু তথা আসি রয় রমেশচন্দ্র তথা প্রেমপূজারী ॥ ৪৮৩ ॥
রমেশের গণ কে করে গণন শ্রীপ্যারীমোহন সুধন্বকুমার।
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ শ্রীরাধাবল্লভ জয়চন্দ্র আদি ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৪৮৪ ॥

সেমিনারী স্কুলে শিক্ষক রমেশ প্রভাব তাঁহার অফুরন্ত।
সকল শিক্ষক বিদ্যার্থীর গণ আধ্যাত্মিক ভাবে প্রাণবন্ত ॥ ৪৮৫ ॥
শ্রীরাধাবল্লভ বসাক মহোদয় রমেশ সঙ্গে ভকতি লভে।
তাঁহার হস্তে বন্ধুর শ্রীমূর্ত্তি হেরি পূর্ণচন্দ্র ভাবেতে ডুবে ॥ ৪৮৬ ॥

রমেশানুগ্রহে বন্ধুধনে ধনী শ্রীপ্যারীমোহন সারভে পড়ে।
বন্ধুর অর্চ্চনা দিয়ে ধূপ ধূনা প্রাণতুল্য করি শ্রীমূর্ত্তি হেরে ॥ ৪৮৭ ॥
মিডফোর্ডের ছাত্র সুধন্ব কুমার কৌতূহল বশে মূর্ত্তি লুকায়।
মূর্ত্তিহারা প্যারী আর্ত্তনাদ করে, তাঁর মুখে প্রভু-বারতা পায় ॥ ৪৮৮ ॥

পরম সুহৃদ পূর্ণচন্দ্র ঘোষে সুধন্ব জানাল শ্রীবন্ধু-কথা।
সবে মিলি যায় রমেশ নিকট বন্ধুবার্ত্তা পেয়ে বিকায় মাথা ॥ ৪৮৯ ॥
বন্ধু দরশিতে পূর্ণ সুধন্বের অন্তরে জাগ্রত প্রবল ক্ষুধা।
রমেশ চিনায় বন্ধু হাসি কয় 'ইনি পূর্ণচন্দ্র', 'উনি তার সুধা' ॥ ৪৯০ ॥

পূর্ণের আনীত কাঁসার পালিটি লুকাইয়ে নিয়ে রাখিলা প্রভু।
নিজে জল ঢালি পান করি বলে 'এত মিষ্টিজল খাইনি কভু' ॥ ৪৯১ ॥
স্নানের ঘাটেতে উন্মুক্ত শ্রীদেহ দর্শন করিয়া প্যারী সুধন্ব।
আনন্দে বিভোর বাহ্য জ্ঞান হারা সব সাধ মিটে জীবন ধন্য ॥ ৪৯২ ॥

বরুণ্ডী গ্রামেতে ছদ্মবেশে আসি ব্রজেন্দ্রকুমারে দিতেন দেখা।
হেমকান্তি হেরি সোনার গৌর বলি চিনিতেন শুধু ব্রজেন্দ্র একা ॥৪৯৩॥
বনে ডাকি নিয়া একা ফেলাইয়া মহাসর্প প্রেরি পরীক্ষা করি'।
এক শুভদিন মহাকৃপা করি কর্ণে মহানাম দিলা উচ্চারি' ॥ ৪৯৪ ॥

বাঘের গ্রামের শ্রীরাধাবল্লভ শয়নে ছিলেন বাগানঘরে।
স্নানকরি গৃহে প্রবেশিয়া বন্ধু শ্রীচরণ দিলা বক্ষোপরে।। ৪৯৫ ।।
ঢাকা হ'তে প্রভু বদরপুর আসি বাদলগৃহেতে করেন বাস।
যশোহর রোডে ঘুরিয়ে বেড়ান সঙ্গে ছায়াসম নবদ্বীপ দাস ।। ৪৯৬ ।।

পূর্ব্বমুখে চলি দণ্ডাইলা আসি দরবেশের পুল জোলার ধারে।
পদ্মার স্রোতেতে দেবখাত সৃষ্টি, ভক্তমুখে 'বন্ধুকুণ্ড' নাম ধরে।। ৪৯৭ ।।
পূর্ব্ব তীর বনে প্রবেশিলা প্রভু মধ্যে কিছুস্থান সুপরিষ্কৃত।
একটি চালিতাবৃক্ষের মূলেতে বসিলেন হাসি অতি হর্ষিত ।। ৪৯৮ ।।

পাদপদ্ম রাখি এক উচুস্থানে মধুস্বরে কহে শোন্ রে নবা।
'এইস্থানে মোর আসন হইবে দেবতা দুর্লভ এ ভূমি-শোভা' ।।
ভূমির মালিক রামসুন্দর সাহা ডাকি কহিলেন জগতস্বামী।
এই স্থানটুকু ছেড়ে দাও মোরে হেথায় আঙ্গিনা করিব আমি ।। ৪৯৯ ।।

রাম, রামকুমার আনন্দে 'দিলাম' 'দিলাম' বলি' উল্লাসে কয়।
'কত ভাগ্য মোর আঙ্গিনা হইবে' এত বলি ভক্ত পদে লুটায় ।। ৫০০ ।।
লীলা-তরঙ্গিণীর পঞ্চম খণ্ডের রঙ্গ লীলাগুলি স্মরণে এল।
মহানামব্রত লেখনীমুখেতে এই ছন্দোবন্ধে বেকত হ'ল ।। ০ ।।

ষষ্ঠ মাধুরী

পরব্রহ্ম তত্ত্ব অন্যনিরপেক্ষ ভগবত্তত্ত্ব সাপেক্ষ বটে।
ব্রহ্ম চিরদিন একাকী বিরাজে ভগবান্ নাম ভক্তই রটে ॥ ৫০১ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ভগবান্ নিজে ভক্তদাস্য করে আপন ইচ্ছায়।
পদ্মায় নৌকায় মহিম ডুবি যায় বন্ধু নৌকা ঠেলে চর্ম্ম উঠি যায় ॥৫০২॥

কত রকমের রঙ্গের খেলা ভক্ত ভগবানে জগৎ জুড়ে।
প্রিয় রামদাস বাদল দুয়ারে আদেশ প্রার্থী দীক্ষার তরে ॥ ৫০৩ ॥
প্রভু ভগবান্ দীক্ষা নাহি দেন রামদাস চায় ব্যাকুল হয়ে।
'কৃপা হইয়াছে, সুযোগ ছেড় না' কহিলেন প্রভু বদন ফিরায়ে ॥ ৫০৪ ॥

তাহাই আদেশ ধরি রামদাস বিদায় মাগিল অতি কাতরে।
প্রাণস্পর্শীভাষ সন্তাপীর পত্র লিখি ফেলি দিলা তাহার শিরে ॥ ৫০৫ ॥
সে লিপি পড়িয়া অশ্রুধারে ভাসি রামদাস পথে চলিয়ে যায়।
আদি গুরুরূপে বন্ধুহরি ভজে জানে ঈশ্বর তত্ত্ব গুপতে ধেয়ায় ॥ ৫০৬ ॥

একদা নৌকায় কীর্ত্তন আনন্দ নবদ্বীপ দাস গায় সান্ধ্য সুর।
তন্দ্রা লাগায় তালকাটি যায় মৃদঙ্গ রাখিয়া উঠে ঠাকুর ॥ ৫০৭ ॥
কমণ্ডলু ধরে নবদ্বীপ শিরে আঘাতিয়া প্রভু কাতরে কয়।
'সংকীর্ত্তন হয় মহাপ্রভুর অঙ্গ তাল কাটি অঙ্গ করিলি ক্ষয়' ॥ ৫০৮ ॥

তারপর প্রভু ব্রজে চলি গেলা নিত্য লীলাময় রসিক রাজ।
জানি শ্যামদাস খুঁজিয়া পাইলা অহল্যাবাই ঘাটে গোফার মাঝ ॥৫০৯॥
শ্যাম কহে প্রভু ব্রজে বহুজন অসম্প্রদায়ী কহে আপনারে।
প্রভু হাসি কয় জানে না তাহারা 'তোদের শ্রীমতী দীক্ষা দিলা মোরে'॥৫১০॥

পুনঃ শ্যাম কয় 'স্বয়ং রাধারাণী আপনার গুরু মানিবে কে।'
বন্ধু উত্তরিলা 'সেই ত মানিবে মহাভাবময়ীর কৃপা পাবে যে ।। ৫১১ ।।
তাঁহারি আদেশে লীলায় আসি যাই শ্রীরাইকিশোরী সর্ব্বস্ব মোর।
সাধ্য সারাৎসার জীবন আমার তাঁরি নামে সদা রহি বিভোর' ।। ৫১২ ।।

পরে ব্রজ হ'তে বাংলায় আসিতে হুগলী ইষ্টেসনে এলেন কিভাবে।
সর্ব্বাঙ্গ আবৃত কথা নাই মুখে 'পলাতক বন্দী' পুলিস ভাবে ।। ৫১৩ ।।
টেলিগ্রাম দুই লিখি দিলা প্রভু সুরমাতা আর চম্পটী তরে।
আপন ইচ্ছায় আটক রহিলা নাজীরের বাসা গোয়াল ঘরে ।। ৫১৪ ।।

বদ্ধগৃহ হ'তে প্রভু অন্তর্দ্ধান দেখি নাজীরের লাগিল ডর।
হুগলী পৌঁছিয়া চম্পটী জানাল নাজীরের ভাগ্য কত যে বড় ।। ৫১৫ ।।
ভক্ত ভগবানে লীলা বিচিত্রতা কত না সুন্দর কত মধুর।
সাধনায় ভক্ত করুণায় হরি মধ্যপথে দেখা সুখ প্রচুর ।। ৫১৬ ।।

পাবনায় প্রভু ক্ষ্যাপার গোফায় ক্ষ্যাপা আঘাতিল প্রভুর 'পর।
ক্ষ্যাপা কাঁপে হেরি প্রভু কহে 'নবা, শিবেরে শীঘ্র বাতাস কর' ।।৫১৭।।
ক্রোধে কয় ক্ষ্যাপা 'মোর কথা কেন শুনিবে না তুমি সে কথা কও'।
প্রভু কয় 'শিব, ক্ষুধা পেল বুঝি, খাও তবে কিছু খেয়ে শান্ত হও' ।।৫১৮।।

নবদ্বীপে প্রভু দোকানে পাঠায়ে সন্দেশ আনায়ে দিলেন তারে।
তাহা দেখি ক্ষ্যাপা আরও ক্ষেপি গেল নবার পৃষ্ঠে লাঠি মারে ।। ৫১৯ ।।
হতভম্ব হেন নবদ্বীপ হৈলা প্রভু কয় 'ভাগ্যের নাহিক ওর।
ভক্তরাজ দণ্ডে অপরাধ গেল ধন্য নবদ্বীপ জীবন তোর' ।। ৫২০ ।।

গোয়ালচামট আঙ্গিনা হ'ল শ্রীবিহারী সাহা ঘর বাঁধি দিলা।
কত প্রেমভরে চালা বাঁধি দিলা সপ্তদশ বর্ষ সে ঘরে ছিলা ।। ৫২১ ।।
তেরশ' ছয়ের তেইশে জ্যৈষ্ঠ শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব হ'ল।
চৌদ্দ মাদলে নগরকীর্ত্তন হরিনাম রোলে ভুবন ভরিল ।। ৫২২ ।।

রামসুন্দরের পতিব্রতা নারী 'মা বুড়ী' বলিয়া ডাকেন তায়।
বলেন 'মা বুড়ী ঝেড়ে দে আমায়, গরম বাতাস লেগেছে গায়' ॥ ৫২৩ ॥
ছোট জয়নিতাই প্রভু-পাশে থাকে নিষ্ঠা পবিত্রতা জীবন ভর।
'ভজ জগদ্বন্ধু, কহ জগদ্বন্ধু' নিত্য টহল গ্রাম গ্রামান্তর ॥ ৫২৪ ॥

সন্ধ্যা রাত্তিতে সঙ্গীহীনা এক মহিলা এগুতে তাহার ঘর।
লিখি দিলা প্রভু 'অঙ্গন ছাড়, কলুষিত দেহ পবিত্র কর' ॥ ৫২৫ ॥
বংশদণ্ডপারা ধড়াস করিয়া জয়নিতাই পড়ি গেলা ভূমির 'পর।
কাঁদিলা বিস্তর তথাপি নিস্পন্দ পাষাণ বিগ্রহ বন্ধুসুন্দর ॥ ৫২৬ ॥

ফরিদপুরের মেলার মাঠেতে প্রভু বিচরয় গভীর রাতে।
পদাতিক সৈন্য বালকগণ সাথে মাঘমাসে শীতে কুয়াসা পাতে ॥ ৫২৭ ॥
বাবলার নীচে শয়নে শ্রীবন্ধু শিয়রে পৈঠানে আলোর মেলা।
'কী সব' ? সুধালে, বন্ধু হাসি বলে 'উদ্ধারণ প্রয়াসী আত্মার খেলা' ॥৫২৮॥

আন দিন মাঠে অশ্বত্থের তলে শুইয়া বলিলা রঙ্গীয়া হরি।
'তোরা যা কীর্ত্তন করগে সকলে ঐ বাবলা গাছ চৌদিকে ঘিরি' ॥ ৫২৯ ॥
হঠাৎ গাছ হ'তে ডাল ভাঙ্গি পড়ে, ঝর ঝর ঝর ঝরিল জল।
বন্ধুর পাশে সবে ছুটি আসে ত্বরা বুক ধড়ফড় ভীতি বিহ্বল ॥ ৫৩০ ॥

প্রভু হাসি কয় 'আজিকে তোমরা সকলেই কিন্তু ঠগিয়ে গেলে।
এক মহাত্মার দর্শন মিলিত নাম সংকীর্ত্তন বন্ধ না দিলে' ॥ ৫৩১ ॥
শ্রীকেদার শীল প্রভু-অন্তরঙ্গ আঙ্গিনার পার্শ্বে কুটির ঘর।
উপানন্দ বলি আখ্যা দেন প্রভু ডাকিতেন কাঁহা করি আদর ॥ ৫৩২ ॥

বামাকণ্ঠ সম সুমধুর কণ্ঠ ত্রিশেও তার কিশোরাকার।
প্রভুর পদ ছাড়া অন্য নাহি গায় বন্ধু ভাবে মগ্ন কীর্ত্তনে তার ॥ ৫৩৩ ॥
রাত ভরি প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি ভাবমত পদ করায় আস্বাদ।
মান করি কাঁহা গান বন্ধ করে প্রভুর অন্তরে জাগাতে সাধ ॥ ৫৩৪ ॥

তুলাগাঁয়ের মাঠে কত ভূতযোনি কাঁহার কণ্ঠে নাম শুনি তরে।
কত দেবকন্যা গভীর নিশায় বন্ধু ঘিরে নাচি আরতি করে॥ ৫৩৫ ॥
গৌরকিশোর সাহা নাড়ু মোয়া দিয়া নিত্য ভোগ দেন প্রভুর আগে।
অন্তরের সাধ, 'অন্ন ব্যঞ্জন দিব' প্রভু যে ব্রাহ্মণ তাই ভয় লাগে॥ ৫৩৬ ॥

'জগতের বন্ধু' ভাবিতে গৌরের সাহস জাগিয়া উঠিল প্রাণে।
অন্ন ব্যঞ্জনের ভোগ রান্না করি, শিরে লয়ে আসে প্রভু-অঙ্গনে॥ ৫৩৭ ॥
গৌরকিশোরের বুক কাঁপিতেছে প্রভুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে র'ন।
মহা অন্ন আজি আনিয়াছে গৌর দ্বার খুলি প্রভু আগ্রহে কন॥ ৫৩৮ ॥

তাহার অগ্রজা মুক্তাদাসী নাম বাৎসল্যভরা হৃদয় তার।
বালবিধবার বুকে যত স্নেহ বন্ধুধনে দিল করি উজার॥ ৫৩৯ ॥
'কোথা যাস দিদি' সুধায় বন্ধুমণি, মুক্তাদিদি কয় 'আড়ংয়ে যাই'।
'কি আনবি বল' 'সাজ বাতাসা, বিন্নির খই আর যা চাও তাই' ॥৫৪০॥

'পুতুল আনবি ঘোড়া আনবি শোলার খাঁচা চাই গো মুঁই।
পুতুল খেলব ঘোড়ায় চড়ব খাঁচা দেখব শয্যায় শুই' ॥ ৫৪১ ॥
'মাঠে ও মেয়েরা কি করে রে দিদি', 'মটর শাক তোলে' মুকুতা কয়।
'ও দিয়ে কী হয়' বন্ধু শুধাইল 'তাও কী জান না, রাঁধিয়া খায়' ॥৫৪২॥

'আমায় খাওয়াবি' 'নিশ্চয় খাওয়াব' 'আজই তা'হলে', 'আজ না কাল'
অশ্রুজলে ভাসি মুকুতা করিল শাক অন্ন ভাজি মুগের ডাল॥ ৫৪৩ ॥
মুক্তা পাঠাইল গৌরকিশোর হাতে শিরে লই ঢাকি চলিয়া যায়।
গরম দিন তাই মুক্তা পাখা নাড়ি বাতাস করিছে মূর্ত্তির গায়॥ ৫৪৪ ॥

ভোগ গ্রহণান্তে গৌর কহে প্রভু গ্রীষ্মে আপনার খুব কষ্ট হ'ল।
প্রভু কয় 'নারে কষ্ট হয় নাই, মুক্তা দিদি মিষ্টি বাতাস দিল'॥ ৫৪৫ ॥
হাট কৃষ্ণপুর শ্রীবিধু বিশ্বাস বন্ধুহরি স্নেহে বিধানী ডাকে।
'তোর চন্দ্রিকায় পথ যেন পাই কত না আদরে বলিলা তাকে'॥ ৫৪৬ ॥

বয়োবৃদ্ধি সনে ভোগজীবন এল উৎপথে ছুটি রাখিল দেহ।
শূকর হইল বাচ্চা জন্মাইল এল প্রভু কাছে চেনে না কেহ ॥ ৫৪৭ ॥
প্রভু চিনিলেন প্রভুকে চিনিল অশ্রু বহে চোখে লুটে ধূলায়।
শূকরের কার্য্য এ কী অদ্ভুত অবাক বিস্ময়ে সকলে চায় ॥ ৫৪৮ ॥

প্রভু কহে 'ওর ভোগ শেষ হ'ল আবার বিধানী আসিবে ত্বরা।
হবে প্রিয় ভক্ত কীর্ত্তন-পিয়াসী রবে নিষ্ঠারত জীবন ভরা' ॥ ৫৪৯ ॥
অমাবস্যা ঘোর অন্ধকার নিশি হরিদাস মোহন্তে আদেশ দিলা।
'দশমী গাও তো' আজ্ঞামাত্র ভক্ত "মোরে ঘিরে বস" গান আরম্ভিলা ॥৫৫০॥

মোরে ঘিরে বস সখীগণ, দেখে যাই তো'দের চন্দ্রানন।
তোদের কমলিনী ও সজনি বিদায় মাগিছে এখন ॥

১। কেন ওলো বিশাখে, পটে দেখালি তাকে,
এখন গরলে জরিল অঙ্গ বুঝিবে বা কে।
শ্যাম বিচ্ছেদ-বিষ, দিবানিশি, মোরে করিছে দাহন ॥

২। সখী কেঁদ না লো আর, মোরে কাঁদাও না আর,
তোমরা কাঁদিলে দশা বুঝে কে আমার।
এখন জনে জনে ফুল্লমনে লহ মোর আভরণ ॥

৩। শারী শুক শিখিনী কোকিল কুরঙ্গিনী,
(তারা) দেশে দেশে গায় যেন মোর দুঃখ-কাহিনী।
এখন হৃষ্ট চিতে, ও ললিতে খুলে দাও তাদের বন্ধন ॥

৪। র'ল র'ল কুঞ্জবন, শ্যাম প্রেম-নিকেতন,
বৃথা এ বৈভব বিনে মদনমোহন।
ত্যজি সকল খেলা, যাবার বেলা, দেহ মোরে আলিঙ্গন ॥

৫। তুঙ্গবিদ্যা ললিতা চিত্রা চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী বিশাখা সুদেবী ইন্দুলেখা।
তোমারা ফিরে ফিরে, ঘিরে ঘিরে, কর হরি-সংকীর্ত্তন ॥

৬। এত বল্‌তে অমনি, ঢলে পড়িল ধনী,
দেহের ইন্দ্রিয় দশ গেল তখনি।
বন্ধু কাঁদিয়ে কয়, এমন সময়, কোথা রাধিকারঞ্জন।

কেদার দোঁহার আনন্দ উঠিছে ভাসিতেছে বন্ধু নয়ন নীরে।
'সাপ! সাপ!' বলি চেঁচাল কেদার বন্ধু কহে মোর দংশিল শিরে ॥৫৫১॥
'বিষ নিয়ে এস যাও হরিদাস' তোমার গৃহেতে কৌটায় আছে'।
আজ্ঞা মাত্র হরি ছুটে ত্বরা করি কৌটা হাতে লয়ে দাঁড়ায় কাছে ॥৫৫২॥

কৌটা খুলি প্রভু সব বিষ খেয়ে বলে বিষে বিষ গেল যে দূরে।
বিষয় বাসনায় কত তাপ হয় কৃষ্ণবাসনায় সব তাপ হরে ॥ ৫৫৩ ॥
আজ আমি মোর লীলাচিত্র আঁকি এত বলি প্রভু লেখনী ধরে।
দুই পার্শ্বে বসি' কেদার হরিদাস দশম দশা গায় 'ধনী ধূলায় পড়ে' ॥৫৫৪॥

কয়েক মুহূর্ত্তে ভাবী লীলাকথা লিখা হ'য়ে গেল রহস্যময়।
বিরহ ব্যথায় বিষের বেদনে ফুটে **চন্দ্রপাত** অমৃতময় ॥ ৫৫৫ ॥
প্রভুর আদেশে তারক বণিক খাতা হ'তে সব নকল করে।
কেদার হাতে দিয়া প্রভু কহিলেন 'কাল এস' খানিক কণ্ঠে ধরে ॥৫৫৬॥

সন্ধ্যায় আসিল কাঁহা আর হরি দুই গান হ'ল প্রভু বাদক।
তৃতীয় গানেতে খোল রাখি প্রভু করতাল ধরে করিয়ে সখ ॥ ৫৫৭ ॥
মধুমাখা কণ্ঠে হরিদাস গায়, "হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ"।
আপনার রসে আপনি বিভোর সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকটন ॥ ৫৫৮ ॥

ঘন ঘন কম্প অশ্রুধারা ঝরে অতলস্পর্শী প্রেম নির্যাস।
চন্দ্রপাতকে কীর্ত্তন কহে, মহাবাণীর আজ শুভ অধিবাস ॥ ৫৫৯ ॥
একদিন প্রভু কৃষ্ণদাসে ক'ন, ছ'মাস না খেলে হবে না মরণ।
কীর্ত্তন ছাড়া মুহূর্ত্ত বাঁচবো না, মনে রাখিস 'মোর কীর্ত্তন জীবন' ॥৫৬০॥

অন্য একদিন গরমের দিনে ছট্‌ফট্‌ করে শ্রীবন্ধুমণি।
পাখা লয়ে কাঁহা নিকটে আসিলে হাসি প্রভু তায় কহেন বাণী ॥ ৫৬১ ॥
বাতাসে কি হবে করতাল আন কীর্ত্তন বাতাসে জুড়াও হিয়ায়।
শুনি কাঁহা ধরে উল্লাস ভরে 'ডাকেরে করুণ স্বরে নিত্যানন্দ রায়'।।৫৬২।।

ডাকে রে করুণ স্বরে নিত্যানন্দ রায়।
প্রেম কে নিবি কে নিবি ব'লে ডাকিতেছে উভরায় ॥
বিনামূলে বিকা'ব, গোরানিধি মিলা'ব,
হরি ব'লে, বাহু তু'লে কে কোথা র'য়েছিস্ আয় ॥
আর চিন্তা নাই রে ভাই, আয় গৌর গুণ গাই,
তোদের ভাগ্যে বিশ্বম্ভর, অবতীর্ণ নদীয়ায় ॥
ভাই বল হরিবল, মোরে কর রে শীতল,
হরি ব'লে বিনামূলে, কিনে লহ রে আমায় ॥
নিতাই ডাকে বারেবার, গেল সকল আঁধার
প্রভুবন্ধু বলে দীন ব'লে রাখ প্রভু রাঙ্গাপায় ॥

গান শুনি বন্ধু ভাবে ডগমগ রঙ্গের অঙ্গখানি মৃদু দোলায়।
'সব জুড়ায়ে গেল' বলে বার বার কেদার আনন্দে নেচে বেড়ায় ॥৫৬৩ ॥
রামধন শাহর বাগানবাড়ীতে রমেশচন্দ্র সহ প্রভু বিরাজয়।
উষা মজুমদার সুবিজ্ঞ ডাক্তার ব্যাধি ছল করি ডাকিলা তায় ॥ ৫৬৪ ॥

দেখিলা ডাক্তার অতি চমৎকার জীব দেহ তুল্য নাহিক নাড়ী।
সর্ব্বাঙ্গ দেখিতে সাধ জাগে চিতে নগ্ন হৈলা প্রভু বসন ছাড়ি ॥ ৫৬৫ ॥
সর্ব্বাঙ্গ হেরিয়া স্তব্ধ উষাবাবু প্রভু ক'ন 'ব্যাধির ঔষধ কোথায়'।
'প্রণব জপেন ? শুদ্ধ জপিবেন তা'হলে আমার ব্যাধি নিরাময়' ॥৫৬৬॥

এত বলি প্রভু ওঁঙ্কার উচ্চারিলা সুরের তরঙ্গে গগন ভরে।
উষাবাবুর অঙ্গ পুলকে স্পন্দিত বন্ধুপদতলে লুইয়া পড়ে ॥ ৫৬৭ ॥
ঢাকাস্থ রমণার মাঠ মধ্যে প্রভু ঘুরিয়া বেড়ান রমেশ সাথ।
প্রভু-অঙ্গজ্যোতি অন্ধকার ভেদি দুই পার্শ্বে করে আলোকপাত ॥ ৫৬৮ ॥

রমেশ ভাবিছে এ কী দৃশ্য হেরি, কহে অন্তর্য্যামী করুণা ধাম।
'আমারে দেখিয়া বনানী হাসিছে প্রকৃতির পুলক এরই নাম' ॥ ৫৬৯ ॥
সাত আট নম্বর দুই জোড়া জুতা পূর্ণ এনেছেন প্রভুর তরে।
যে জোড়া লাগে তাহাই রাখুন অন্যটা ফিরায়ে দিব দোকানীরে' ॥৫৭০॥

যেটা পায়ে দেন সেইটাই লাগে 'মুনলাইটের দেহ বড় ছোট হয়'।
পূর্ণ চেয়ে রয় শ্রীচরণ পানে অবাক বিস্ময়ে প্রভুর কথায় ॥ ৫৭১ ॥
জ্ঞানদীয়া ঘর শ্রীরজনী নাগ প্রভুকৃপা পায় পথের মাঝে।
'পঞ্চ ক্ষেম' প্রভু তারে লিখি দিলা আপন করিয়া টানিলা কাছে ॥৫৭২॥

'হরিকথা হরিনাম হরিগ্রন্থ হরিভক্তি হরিপ্রেম'।
এই পঞ্চ ক্ষেম জীবে জানাইল প্রেমের ঠাকুর বন্ধু গুণধাম ॥ ৫৭৩ ॥
মন্দিরের পার্শ্বে যোগমায়া রাজে শ্রীচালিতা বৃক্ষ স্বরূপ ধরে।
আবর্জ্জনা ভাবি একদা কেদার কাটিতে উদ্যত কুঠার করে ॥ ৫৭৪ ॥

দ্রুত ছুটি আসি বাধা দিলা প্রভু বলিলেন কাঁহা 'কাটিস না ওরে।
যোগমায়া অই বৃক্ষরূপ ধ'রে আঁচলের ছায়ে রেখেছে মোরে' ॥ ৫৭৫ ॥
একাদশী দিন রাত্রি কীর্ত্তনের নিয়ম করিলা কীর্ত্তন রাজ।
মধ্যস্থলে আসি বসিতেন হরি গণ্ডী রেখা টানি সবার মাঝ ॥ ৫৭৬ ॥

সেচ্ অফিসের প্রসন্ন বানার্জ্জি নৈশ কীর্ত্তনে নিয়ত সঙ্গী।
শ্রীহস্তে লিখিয়া আত্মপরিচয় তারে পাঠাইলা আনন্দ রঙ্গী ॥ ৫৭৭ ॥
'আমি জগদ্বন্ধু ক্ষণে জন্মিয়াছি জন্ম লগ্নে তুঙ্গ পাঁচটি গ্রহ।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন আছে পদে যাচাইয়া তবে কর পরিগ্রহ' ॥ ৫৭৮ ॥

এই বার্ত্তা পাই প্রসন্ন কুমার অনুলিপি করি সর্ব্বত্র বিলায়।
আজ্ঞা শিরে ধরি অফিসে অফিসে টানাইয়া দিলা সদর দরজায় ॥ ৫৭৯ ॥
ঢাকা স্বামীবাগ ত্রিপুলিঙ্গ স্বামী একদা আইলা প্রভুরে দেখিতে।
বঞ্চিত হইয়া ক্ষুব্ধ অন্তরে খুঁত খুঁজিবারে লাগিল চিতে ॥ ৫৮০ ॥

টহলের পথে রমেশচন্দ্রে পুছে 'জগদ্বন্ধু কোন্, কি বা পরিচয় ?'
কী দিবে উত্তর দিশা না পাইয়া অধোমুখে রৈলা কিছু না কয় ॥ ৫৮১ ॥
ঘরে ফিরি রমেশ পাইলা পত্র আত্মপরিচয় লিখিয়া শ্রীকরে।
অন্তর্যামী প্রভু ফরিদপুর হ'তে পাঠাইয়া দিলা রমেশ তরে ॥ ৫৮২ ॥

পরিচয়, 'হরিনাম জগদ্বন্ধু, জনম মাহেন্দ্রক্ষণ সুলক্ষণ।
মুর্শিধাভাধ.রাঝ., চারিহস্ত পুরুষ মহাউদ্ধারণ হরি মহাবতারণ ॥ ৫৮৩ ॥
আনন্দে রমেশ লিথু করি নিলা শ্রীহস্তের অক্ষর সহস্রে বিলায়।
আত্মপরিচয় যারে পায় দেয় ত্রিপুলিঙ্গ স্বামী একটি পায় ॥ ৫৮৪ ॥

" হরি "
১। নাম:- জগদ্বন্ধু
২। জন্ম:- মাহেন্দ্রক্ষণ।
৩। মুর্শীধাভাধ.রাঝ.
৪। চারিহস্ত পুরুষ
মহাউদ্ধারণ।
৫। হরিমহাবতারণ।
ইতি

ঢাকাস্থ মৌলভীবাজার বোর্ডিংয়ে বন্ধু রয়েছেন আপন মনে।
শ্রীরামদাস দর্শনে আসিয়া গান করিলেন ব্যাকুল প্রাণে ॥ ৫৮৫ ॥
'কি ক্ষণে হেরিনু সুরধুনী তীরে' বন্ধুহরির এই নাগরী পদ।
গাইতে গাইতে আখর লাগাল কত নবনব ভাব সম্পদ ॥ ৫৮৬ ॥

গৌর-আদরিণী, গৌর-সোহাগিনী গৌর-গরবিনী বন্ধুরে কহয় ।
নীরব রহিলা বন্ধুগুণমণি রাম চলি গেলে নবদ্বীপে কয় ॥ ৫৮৭ ॥
একমাত্র পুরুষ হরিপুরুষ মুঁই আমারে প্রকৃতি কে সম্ভাষয় ।
'মানীর অপমান মরণ তুল্য' যা এখনি নবা, রামে বলে আয় ॥ ৫৮৮ ॥

আসি নারা'ণগঞ্জ ষ্টীমারারোহণে বসি উচ্চশ্রেণী কামরা মাঝ ।
প্রভু কহিলেন নবদ্বীপ প্রতি মোর তত্ত্ব মুঁই বলিব আজ ॥ ৫৮৯ ॥
'অনাদির আদি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজ রতন ।
রাই সনে মিলি শ্রীগৌরচন্দ্র মধুর নদীয়া ধামের ধন ॥ ৫৯০ ॥

এই দুই লীলার সরব সমষ্টি শকতি সম্পন্ন পুরুষ যেই ।
হরিপুরুষ আমি নিগূঢ় তত্ত্ব মহাতত্ত্ব কথা সেই রে সেই' ॥ ৫৯১ ॥
লীলা-তরঙ্গিণী তরঙ্গ রঙ্গে গোপীবন্ধু দাস সাঁতারু পারা ।
তার ষষ্ঠ খণ্ডের মাধূর্য্যাবর্ত্তনে মহানামব্রত সংবিদ্ হারা ॥ ০ ॥

সপ্তম মাধুরী

পদ্মানদী তটে ফরিদপুর জেলা ফরিদ সাহেব নামেতে খ্যাত।
জেলার সদর ফরিদপুর সহর বর্ষায় পদ্মাবতী চরণে নত ।। ৫৯২ ।।
পদ্মাতট হ'তে যশোর পর্য্যন্ত যশোর সড়ক চলিয়া যান।
রাস্তার দু'ধারে বট অশ্বত্থ ঝাউ কত বৃক্ষগুল্ম ঘর দালান ।। ৫৯৩ ।।

কুমার নদের ক্ষুদ্র একশাখা দক্ষিণ বাহিনী বাজার ঘিষে।
ভাদর মাসেতে প্রবল বেগেতে পদ্মা জননীর অঙ্কেতে মিশে ।। ৫৯৪ ।।
সহরতলী বটে গোয়ালচামট যশোর সড়ক মধ্য দিয়া যায়।
পথের দক্ষিণে দেবখাত এক দরবেশের জোলা বৃহজ্জলাশয় ।। ৫৯৫ ।।

অই জোলার নাম 'শ্রীবন্ধুকুণ্ড' রাজপথ ঘেষা তট উত্তর।
আর তিন দিকে ঘন জঙ্গল পূর্ব্ব তীরে বন নিবিড়তর ।। ৫৯৬ ।।
এই নিবজন কান্তার মাঝে আঙ্গিনা স্থাপিলা শ্রীবন্ধুহরি।
একটি চালিতা বৃক্ষের তলে বিরাজিত নিত্য গোলোক মাধুরী ।। ৫৯৭ ।।

নিস্তব্ধ অরণ্যে পরণ কুটীর চারিখানি চালা তৃণাচ্ছাদিত।
ভিতরে আট খুঁটি বাহিরে শতেক, দৈর্ঘ্যে বাইশ প্রস্থে সপ্ত হস্ত ।।৫৯৮।।
ভিতর হইতে দ্বারদ্বয় বন্ধ, গবাক্ষ ছিদ্র নাহিক বিন্দু।
গাঢ় অন্ধকারে আলোর দেবতা মহামৌনব্রতী জগদ্বন্ধু ।। ৫৯৯ ।।

নিঃশব্দ নিঝুম নিস্তব্ধ বনানী পশুপাখী পোকা শব্দহীন বোবা।
চন্দ্র সূর্য্যালোক ভয়ে না প্রবেশে বিশ্ব প্রকৃতির নীরব সেবা ।। ৬০০ ।।
আত্মারাম পুরুষ আত্মধ্যানে মগ্ন সদা আত্মক্রীড় জগত সুন্দর।
আপনা আপনি আলিঙ্গিতে চাহে তাই করেছেন সতর বছর ।। ৬০১ ।।

'ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা বুক ফাটে' আপনা হারায়ে আত্মানুসন্ধান।
সে গম্ভীরা লীলা আজও চলিতেছে সেই তন্ময়তা সেই অনুধ্যান ।।৬০২।।
'চৈতন্যের লীলা অমৃতের পুর শ্রীকৃষ্ণের লীলা তাহে সুকর্পূর।
দুঁহু সম্মিলনে মাধুর্য্য প্রচুর অতলে নিমগ্ন বন্ধু প্রেমাতুর ।। ৬০৩ ।।

স্বানুভাবানন্দে স্ব-লীলা-বৈচিত্র্য আস্বাদিছে ভাব তন্ময়তায়।
প্রেমঘন মূর্ত্তি বন্ধু বিরাজিছে কুটীরাভ্যন্তরে শ্রীআঙ্গিনায় ।। ৬০৪ ।।
বর বপু হ'তে গন্ধ বাহিরিত ম-ম করিত আঙ্গিনাময়।
অপ্রাকৃত বস্তু নিরুপম বাস গোলাপ আতর তুলনা নয় ।। ৬০৫ ।।

কভু মাঝে মাঝে অব্যক্ত মধুর কাশির শব্দ শ্রীকণ্ঠ হ'তে।
একটি বা দু'টি আওয়াজ আসিত ভক্ত প্রার্থনায় সাড়া দিতে ।। ৬০৬ ।।
স্বদেশ প্রেমিক যুবক দলের আনাগোনা হ'ত দিবস রাত।
তাহারা জানিত দেশপ্রেম মূলে আছে জগৎ প্রভুর শুভাশীর্ব্বাদ ।। ৬০৭ ।।

তাহারা যাইত দেশ সেবা লাগি অর্থ লালসায় ধনাঢ্যের ঘরে।
এক কাঁশিতে 'না' দুই কাঁশিতে 'হাঁ' এমন ইঙ্গিত তাদের তরে ।। ৬০৮।।
মহাগম্ভীরায় রস আস্বাদনে শ্রীবন্ধুসুন্দর সদা নিমজ্জিত।
স্বরূপ রামানন্দ কেহ নাই পাশে আছে কৃষ্ণদাস গোবিন্দেরি মত ।।৬০৯।।

শ্রীমন্দির ছাড়া আর ঘর নাই বৃক্ষের তলে থাকে কৃষ্ণদাস।
ঝড় বৃষ্টিকালে ছাঁচিনার নীচে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে সারারাত্র বাস ।।৬১০।।
বৃক্ষতলে ছিল ভোগের উনুন ভিক্ষায় আনিতেন ভোগোপকরণ।
রন্ধনের কালে কাপড় টানান কৌপীনে করি লজ্জা বারণ ।। ৬১১ ।।

অক্লান্তকর্ম্মী অম্লানমুখ অদ্ভুত তিতীক্ষা নিষ্ঠা অনুপম।
নিরলস সেবা তুলনারহিত সেবাইত শিরোমণি কৃষ্ণদাস নাম ।। ৬১২ ।।
সিদ্ধপক্ক দ্রব্য প্রভু ভালবাসে তাই রাঁধিতেন শ্রীকৃষ্ণদাস।
আলু শিমসিদ্ধ কপি পেঁপেসিদ্ধ ঝিঙে মূলাসিদ্ধ মোঁচার শাঁস ।। ৬১৩ ।।

মিঠেআলু কচু বেগুন ঢেঁড়স কাঁচকলা কচু কুমড়ামিষ্টি।
এসব সিদ্ধসহ সফেন আতপান্ন আর ডালসিদ্ধ মুষ্টি মুষ্টি ॥ ৬১৪ ॥
ভোগ সাজাইয়া ব্যাকুল হইয়া গললগ্নবাসে নয়নজলে।
'দ্বার খোল, প্রভু করুণানিলয়,' কৃষ্ণদাস ডাকে হৃদয় খুলে ॥ ৬১৫ ॥

কভু বা ডাকার সঙ্গে সঙ্গে খোলা ডাকার আগেও কোনদিন বা।
কোনও দিন বা ঘণ্টা ঘণ্টা কান্না ব্যর্থই হইত দ্বার খুলিত না ॥ ৬১৬ ॥
দ্বার মুক্ত নৈলে দ্রব্য ঠাণ্ডা হ'ত কুণ্ডজলে সব হইত ফেলা।
পুনঃ রাধিতেন পুনঃ কাঁদিতেন কভু বহুবার হ'ত এ খেলা ॥ ৬১৭ ॥

মুক্তদ্বার পেলে ভক্ত দিত ভোগ দরজাবন্ধ করিতেন হরি।
আকুল প্রার্থনা কবিত সেবাইত রুদ্ধদ্বারে কর্ণ অর্পণ করি ॥ ৬১৮ ॥
কলসীভরা একমাত্র ঝারী এক বড় ঘটী মন্দিরে রাজে।
ভোগ গ্রহণার্থ প্রভু নিজহস্তে জল ঢালিলেন ঘটির মাঝে ॥ ৬১৯ ॥

জল ভরিবার শবদে ভকত 'ভোগ নিবেন আশে নাচিয়া উঠে।
স্বেচ্ছায় ভোগ লন দশপাঁচ তোলা কখনো কিঞ্চিদধিক বটে ॥ ৬২০ ॥
আচমন করি খাটেতে উঠিল মচ্ মচ্ শুনে সেবকজন।
ট্রাঙ্ক খুলিবার শব্দ শোনা যায় তোয়ালে লইয়া মুছে বদন ॥ ৬২১ ॥

এই শেষ সংকেত নির্ভরযোগ্য ভোগ লইলেন সংশয় নেই।
আনন্দ তরঙ্গে বস্ত্রহীন অঙ্গে কৃষ্ণদাস নাচে থেই থেই থেই ॥ ৬২২ ॥
কভু ভোগদিয়া ভোগারতি গান 'এস গৌড়-গগন গোরাশশী'।
দাসের বিশ্বাস ভোগারতি গানে প্রভু ভাল খান, নেন কিছু বেশী ॥ ৬২৩ ॥

কৃষ্ণদাসজীব নিদ্রাহার নাই দেহধর্ম্ম মধ্যে আছয়ে সিনান্।
দিনে আর রাত্রে পাঁচসাতবার সিকত বসন অঙ্গেই শুকান ॥ ৬২৪ ॥
মহাভাবানন্দে বন্ধু বিরাজিত ভাবের সীমান্ত কেহ না পায়।
ব্রজ-গৌর দুঁহু রসের পাথারে বন্ধু হরি মগ্ন মহাগম্ভীরায় ॥ ৬২৫ ॥

মানিকগঞ্জ পাশে ঝাউখণ্ড গ্রামে শ্রীনলিনী-ভক্তি পতিপত্নীর বাস।
স্বপ্ন দেখি এল অঙ্গনে রাঁধিল ভোগ লয়ে প্রভু পুরাল আশ ॥ ৬২৬ ॥
পৌষে বড়দিনে প্রিয়বর্গ সনে রমেশচন্দ্রের অঙ্গনে উদয়।
'যীশুখৃষ্ট জন্ম উৎসবসম সীতানবমীতে কেন না হয়' ॥ ৬২৭ ॥

দেবেনের কথা রমেশ মানিল তেরশ চৌদ্দে প্রথম জন্মোৎসব।
অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন উল্লাসে কী যে মহানন্দে ডুবিল সব ॥ ৬২৮ ॥
নীলসাড়ী এক অঙ্গনে এসেছে কৃষ্ণদাস দেন প্রভুর ঘরে।
কোন্ দেশের কোন্ রসিকের দান প্রভু রাখিলেন কিসের তরে ॥ ৬২৯ ॥

গৌর বরণে নীলসাড়ী খানি পরিলে সাক্ষৎ হবে বিনোদিনী।
ধেয়ানে ভাবিয়া ভক্ত কৃষ্ণদাস ভোগ দিতে গিয়া হেরে রাধারাণী ॥৬৩০॥
সুচারুবদনে মধুরিমহাসি আধ ঘোমটায় শিরোদেশাবৃত।
'চরণে যাবক হৃদয় পাবক' মেঘবর্ণ কেশ পশ্চাতে লম্বিত ॥ ৬৩১ ॥

সেবায় থাকেন দর্শন না পান কৃষ্ণদাস প্রাণে কত তিয়াস।
বিশ্বমোহনের এ মোহিনী বেশ আজিকে হেরিয়া মিটিল আশ ॥ ৬৩২ ॥
তৃতীয় বৎসর আবির্ভাবোৎসবে সমাগত বহু ভকত জন।
ডাক্তার পূর্ণ সরকার সুধন্ব রাধাবল্লভাদি রমেশের গণ ॥ ৬৩৩ ॥

সকলে এসেছে কত না উল্লাসে পুত্রকন্যা সঙ্গে সপরিবারে।
চালিতাছায়ায় নীরবে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিছে আনন্দভরে ॥ ৬৩৪ ॥
বাকচরবাসী প্রভুর পদ গায় 'জাগ শ্রীগৌরাঙ্গ হৃদয় মাঝারে'।
পরের অন্তরা আরও মধুক্ষরা 'রূপসাগরে প্রভু ভাসাও আমারে' ॥৬৩৫॥

এই পদে উঠে আনন্দের রোল সবে ছুটে আসে যে যথা ছিল।
অলঙ্কার পরা বাহুগুলি তুলি জননীবৃন্দ নৃত্য আরম্ভিল ॥ ৬৩৬ ॥
মন্দির বারান্দায় বন্ধুর শ্রীমূর্ত্তি কে জানে কে কবে টানায়েছিল।
পূর্ণ গৃহিণী হয়ে পাগলিনী সেই মূর্ত্তি আনি বক্ষে ধরিল ॥ ৬৩৭ ॥

কোথা হ'তে এল এত উন্মাদনা জননীরা সব বাহ্যজ্ঞানহারা।
আলুথালুবেশ নাচিছে গাইছে নয়নে গলিছে অজস্র ধারা ॥ ৬৩৮ ॥
পুরুষ ভক্তসব কীর্ত্তনে উন্মত্ত জননীগণের চৌদিকে বেড়া।
'ও রূপসাগরে ভাসাও আমারে' গান চলিতেছে পাগলকরা ॥ ৬৩৯ ॥

সারা আঙ্গিনায় যত পুরুষ নারী সকলে কীর্ত্তনে হইল ভোর।
গোলোকীয় দৃশ্য উন্মাদকরা মন্দিরে হাসিছে প্রাণমন চোর ॥ ৬৪০ ॥
চম্পটী-গৃহিণী ক্ষীরোদাসুন্দরী দিদি দিগম্বরীদেবীর মেয়ে।
মনে বড় দুঃখ স্বামী অবধূত পথে পথে ফিরে পাগল হ'য়ে ॥ ৬৪১ ॥

ক্ষীরোদার ঘর মহানগরীতে এক নং মদন মিত্র লেনে।
চম্পটী বেড়ায় হরিবোল বলি অলিতে গলিতে আপন মনে ॥ ৬৪২ ॥
স্বপ্নে প্রভু কয় "ক্ষীরু তুই আয়, আমার সেবায় ফরিদপুরে"।
"উনি যাবেন না ?" স্বপ্নে ক্ষীরু পুছে "হাঁ দুইজনেই" শ্রীবন্ধু উত্তরে ॥৬৪৩॥

সকালে অদ্ভুত এল অবধূত ক্ষীরোদারে কয় "অঙ্গনে চল।
বানাইয়াছিল পথের ফকীর বৈকুণ্ঠে রাজত্ব দিবে ডাক এল" ॥ ৬৪৪ ॥
স্বপনের কথা চিঠিতে জানায়ে চম্পটী ক্ষীরোদা অঙ্গনে এল।
কৃষ্ণদাস বুঝি প্রভুর নির্দ্দেশ প্রাণবন্ধুর সেবা তাঁদের অর্পিল ॥ ৬৪৫ ॥

আটটি বৎসর প্রেমসেবা করি অন্য হাতে দিল সেবাইত-রাজ।
অবসর নহে, স্বেচ্ছায় ভিক্ষায় সেবানুকূল্য লইল কাজ ॥ ৬৪৬ ॥
জন্মোৎসবের চতুর্থ বৎসর বন্ধু-নবমীর পবিত্র ক্ষণে।
হর গৌরী সম চম্পটী ক্ষীরোদা ভোগসেবা নিল আনন্দ মনে ॥ ৬৪৭ ॥

ভোগ গৃহে সব সাজান গোছান কৃষ্ণদাসজীর নিপুণ করে।
পরিপাটী দেখি পুলকে ক্ষীরোদা বারংবার লুটি প্রণাম করে ॥ ৬৪৮ ॥
উৎসব প্রাঙ্গনে ভক্তগণে রঙ্গে বন্ধুসুন্দরের পদ আস্বাদন করে।
'গোপী গোপালগীতি, প্রাতঃ পূজনকৃতি, গোষ্ঠে গোবৎস পালন রে'।।৬৪৯।।

ক্ষীরোদার কর্ণে মধু বরষিল বন্ধুসুন্দরের পদ সুরসাল।
ব্রজের বাৎসল্যে আবিষ্টা হইলা ভাবে ছোটমামা শ্রীবন্ধুগোপাল ।।৬৫০।।
সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে ভুঞ্জিয়া গোষ্ঠে যাবে বন্ধু এভাবে ভাবিত।
হইল ক্ষীরোদা পুলকিত গাত্রী শিহরণে হ'ল কেশ পাশ স্ফীত ।।৬৫১।।

তিন ঘণ্টা মধ্যে ত্রিশপদ বাঁধিল ক্ষীবোদাসুন্দরী ভাব তন্ময়।
বাদল কৃষ্ণদাস দু'জনে মিলিয়া ভোগ দ্রব্য বহি মন্দিবে লয় ।। ৬৫২ ।।
'গৌড় গঙ্গন গোরাশশী' গান পবম উল্লাসে ভোগারতি হ'ল।
ভোগ বাহিরায় সবাব বিস্ময় সব পাত্র হ'তে প্রভু কিছু নিল ॥ ৬৫৩ ॥

ক্ষীরোদাসুন্দবী অঙ্গনে থাকেন সাবাটি দিবস সেবা তন্ময়।
নৈশভোগ অন্তে চলি যান নিতি তিন মিনিট পথ মাতুলালয় ॥ ৬৫৪ ॥
নগ্নপদে চলে নগ্নশিবে হাটে চম্পটী ঠাকুর ছাতা জুতা হীন।
কর্ম্ম চটপটে বীর পুরুষ বটে সর্ব্ব কর্ম্মে পটু প্রাজ্ঞ প্রবীণ ॥ ৬৫৫ ॥

দোকানে সাজান মালদহী আম, 'কত আম আছে, কী দাম বল' ?
'শতেক মত হবে, পনবটি টাকা' অমনি দিয়ে দিলেন যা ছিল সম্বল ॥৬৫৬॥
কিনিতে দেখিল শ্রীরামসুন্দব 'এত আম কেন ?' সুধায় তাবে।
'সেবায় লাগিবে' উত্তবে চম্পটি 'একদিনে এত খাবেন কী করে' ॥৬৫৭॥

'খাইলেই কি সেবা ?' চম্পটী কহিল, 'তাঁব কাছে দিব কিনেছি যত।
কোনোটা দেখিবেন, কোনোটা নাড়িবেন, খেলা করিবেন,
খাবেন ইচ্ছামত ॥ ৬৫৮ ॥
আম কাছে পেয়ে আনন্দ হ'লেই শিশু ভাবাবিষ্ট প্রভুর সেবা হয়।
'এমন সুন্দর কথা, জীবনে কখনো শুনি নাই আমি' রামসুন্দর কয় ॥৬৫৯॥

ভক্তগণে ডাকি কহেন চম্পটি এক কথা মোর শুন সব ভাই।
'শ্রীমহাপ্রসাদ জলে ফেলিবার নিয়ম যা আছে বদলাইতে চাই' ॥ ৬৬০ ॥
পাছে ভোগের আগে কারো লোভ জাগে প্রসাদ জলে ফেলা রমেশ প্রবর্ত্তিত।
কথা সত্য বটে তবু শাস্ত্র রটে 'সুকৃতি লভ্য' কৃষ্ণাধরামৃত ॥ ৬৬১ ॥

মাধবেন্দ্র লাগি নিজে গোপীনাথ ভুক্তশেষ ক্ষীর চুরি করি রাখে।
মহাপ্রসাদ যদি গ্রহণীয় নয় কেন রাখিবেন বুঝাও আমাকে ॥ ৬৬২ ॥
চম্পটীর কথা সকলে মানিল সেই দিন হ'তে নব নিয়ম।
শ্রীবন্ধুহরির ভুক্ত অবশেষ ভক্তবৃন্দ ল'বে প্রসাদ পরম ॥ ৬৬৩ ॥

চম্পটীর সেবা তুলনা বা কিবা প্রত্যহ মন্দিরে ভোগের সঙ্গে।
পুষ্প চন্দনাদি প্রভু-কাছে দিলে লন কৃপা করে কত না রঙ্গে ॥ ৬৬৪ ॥
পদচাপে পুষ্প দাবিয়া গিয়াছে চন্দন ঢালিয়া মেখেছেন পায়।
মালা গলে দিয়া ভূমে ফেলেছেন এসব চিহ্ন দেখা যেত প্রায় ॥ ৬৬৫ ॥

করুণাকর্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ দাস আসিল একদা কেহ না সাথ।
আকৃতি প্রকৃতি দুই মনোহর মৃদঙ্গ বাদনে মধুর হাত ॥ ৬৬৬ ॥
চম্পটী তাহারে আপনার ক'রে বন্ধুর সেবায় লাগায়ে দিলা।
বন্ধুধনে জানি জীবনের সার আনুগত্যে সেবা গৌরাঙ্গ শিখিলা ॥ ৬৬৭ ॥

টেপাখোলা বাস শ্রীনিত্যগোপাল মুখে বন্ধুনাম সদানন্দে ভাসে।
পুলিশ অফিসে কর্ম্মচারী তিহঁ নিত্য নিয়মিত অঙ্গনে আসে ॥ ৬৬৮ ॥
সন্ধ্যারতি গান প্রভুরে শুনান শীত গ্রীষ্ম বর্ষা নাইক ভঙ্গ।
সে কীর্ত্তনে প্রভু আনন্দে বিভোর পরমানন্দে দোলায় অঙ্গ ॥ ৬৬৯ ॥

যশোর নড়া'ল ফুলবদিনায ভক্ত হরিশ্চন্দ্র সরকার বসে।
তিন পুত্র তার, কনিষ্ঠ মহেন্দ্র, ডায়মণ্ড বে পোষ্যরূপে আসে ॥৬৭০॥
যৌবনে পৌঁছিয়া বৈরাগ্য লইয়া সংসার ছাড়িয়া উধাও ধায়।
'কৃষ্ণসেবাই জীবনের সার' একথা জানিয়া ব্রজবনে যায় ॥ ৬৭১ ॥

ব্রজে গিয়া মহেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ খোঁজে বিগ্রহ সেবায় সুখ না পায়।
স্বপ্নে দেখা দিল প্রভু বন্ধুহরি অন্তরে বলিল, 'আয় কাছে আয়' ॥ ৬৭২ ॥
নবদ্বীপ দাস প্রভুর বার্ত্তা দিল চম্পটী-পৃষ্ঠ স্পর্শি করে আকর্ষণ।
চিহ্নিত দাস মহেন্দ্র আসিল আষাঢ়ের সে দিন প্রথম বর্ষণ ॥ ৬৭৩ ॥

অঙ্গনে পোঁছিয়া সবার স্নেহ পেল পেলনা কেবল বন্ধু দরশন ।
নয় মাস কাটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরণ সংকল্প তপ্তাশ্রু বরষণ ॥ ৬৭৪ ॥
যদি দর্শন নাহি দিবে প্রভু শ্রীচরণ পাদুকা দাও বুকে ধরি ।
প্রাণ উজারিয়া ডাকিছে মহেন্দ্র পাদুকা আসিল পুষ্পপাত্র 'পরি ॥৬৭৫॥

বক্ষে আগুলি বন্ধুর পাদুকা মহেন্দ্রের দেহে রোমাঞ্চ খেলে ।
পাদুকার নীচে যতেক চন্দন সকলি ধোয়াল নয়ন জলে ॥ ৭৭৬ ॥
ব্যথা না ঘুচিল দ্বিগুণ বাড়িল বিরহ বেদনা বুকের মাঝ ।
পাষাণ দেবতা গলিয়া গেলেন দ্বার খুলি নিলা আপন কাছ ॥ ৬৭৭ ॥

চরণের 'পর বক্ষ চাপিয়া পড়িয়া রহিল সংবিৎহারা ।
ভক্ত ভগবানের মিলনানন্দে নিশ্চল হইল রবিশশী তারা ॥ ৬৭৮ ॥
রাজবাড়ী রাজে যোগেন কবিরাজ কি ঘটনা চক্রে এল শ্রীঅঙ্গন ।
মহেন্দ্র সংস্পর্শে প্রভু-তত্ত্ব জানি ক্রমে হইলেন বন্ধু-নিজজন ॥ ৬৭৯ ॥

লীলার সমুদ্রে কী তরঙ্গ এল ভাব তন্ময়তা হ'ল সমৃদ্ধ ।
তেরশ' উনিশে মার্গশীর্ষ মাসে তিন তারিখ হ'তে দুয়ার বদ্ধ ॥ ৬৮০ ॥
বাদল কেদার শ্রীগৌরকিশোর রমেশ সুরেশ অক্ষয় দেবেন ।
আরও শত শত ভক্তশ্রেষ্ঠ যত সবাই মলিন চিন্তা নিমগন ॥ ৬৮১ ॥

কত কান্নাকাটি কত আর্ত্তনাদ কত নিবেদন কত অশ্রুনীর ।
'দ্বার খোল প্রভু' কত ডাকাডাকি সবি যেন ব্যর্থ নিস্পন্দ মন্দির ॥৬৮২॥
এক দুই করি বারদিন গেল দ্বার না খুলিলা লীলা নটরাজ ।
'ঘরে থেকে থেকে পাষাণ হয়ে যাব' সে সব বাণী কি ফলিবে আজ ? ॥৬৮৩॥

মর্ম্মঘাতী অতি ক্রন্দনের রোল আঙ্গিনা গগন ভরিয়া দিল ।
তের দিনের দিন বেলা বারোটায় ধৈর্য্যের সীমান্ত সবার ভাঙ্গিল ॥৬৮৪॥
পূর্ব্বদিকের বেড়া কাটি ফাঁক করি দরজা খুলে কেহ বেদনা ভরে ।
দিগম্বরীদেবী সর্ব্বাগ্রে প্রবেশি "জগৎ বেঁচে নাই" আর্ত্তনাদ করে ॥৬৮৫॥

রমেশচন্দ্র ধীরে জনতা ঠেকান চম্পটী প্রবেশি করে নিরীক্ষণ।
"প্রভু আছেন ভালো, সবে শান্ত হো'ন ঘোল ডাব দিলে করেন গ্রহণ" ॥৬৮৬॥
বিশ্বাস মশায় অন্ন রান্না করি ভোগ লাগাইলে ল'ন কিছু তার।
এ শুভ সংবাদে সবে পরিতৃপ্ত ভক্ত নারী কণ্ঠে জয় জয়কার ॥ ৬৮৭ ॥

ভক্তবৃন্দ সবে বসিয়া আছেন চালিতারাণীর দীঘল ছায়।
চম্পটী ক্ষীরোদা শ্রীঅঙ্গনে আসি কাঁদিতে কাঁদিতে রজে লুটায় ॥৬৮৮॥
চম্পটী কহিল "শুন বাদল ভাই, আর সাহস নাই সেবা করিবার।
আমাদের সেবা নিবেন না বলেই এ খেলা খেলিলা মহা খেলোয়াড় ॥৬৮৯॥

ক্ষীরোদাদেবীর হাসি রাঙা মুখ জল ভারাক্রান্ত মেঘের মত।
অঝোর বর্ষণে কাঁদে বৃক্ষলতা সারাটি আঙ্গিনা বেদনাহত ॥ ৬৯০ ॥
কাছে কেন ডাকে, দূরে কেন রাখে, কেন বা মিলন কেন বা ব্যথা।
লীলাময় জানেন, অথবা তা'ও না যোগমায়ার ঘরে গুপ্ত বারতা ॥৬৯১॥

লীলাতরঙ্গিণীর সপ্তম খণ্ডে যে সব লীলাকথা হ'ল প্রকটন।
তাহা আস্বাদিতে মহানামব্রত ছান্দোবন্ধে কৈল নব রূপায়ণ ॥ ০ ॥

অষ্টম মাধুরী

মহাগম্ভীরায় স্বানুভাবানন্দে ডুবিয়া আছেন শ্রীবন্ধুহরি।
ব্রজগৌরলীলা মিলন-মাধুর্য্যে প্রাচুর্য্য রস-সিন্ধু ডুবুরি ॥ ৬৯২ ॥
এত তন্ময়তা তবু নিজ সেবা নিজ হাতে আছে এ বারো বছর।
আজ হ'তে ভক্ত তাঁর হাতে নিলা মন্দিরে করিলা হু'খানি দ্বার ॥ ৬৯৩ ॥

এক হুয়ারের খিল প্রভু হাতে আন হুয়ারের বাহিরে তালা।
ইচ্ছামত ভক্ত ভোগ দিবে নিবে দেখিতে পারিবে কখন কি খেলা ।।৬৯৪।।
ভোগের নিয়ম সকালে মধ্যাহ্নে রাত্রিকাল সহ এ তিন বার।
কভু বা গ্রহণ কভু উপেক্ষণ ইচ্ছাময়ের নিজ ইচ্ছা অনুসার ।। ৬৯৫ ।।

সেবক বাদল মরমী সাধক যা কিছু করেন জানিয়া অন্তর।
কলসী ভরিয়া পদ্মা বারি রাখে সিনান করেন বহু দিন পর ।। ৬৯৬ ।।
নেপা গুহ নাম সকলের প্রিয় সুন্দর যুবক পিতৃভক্ত বড়।
শ্রীঅঙ্গনে আসি পড়িয়া থাকিল পিতৃবিরহে শোককাতর ।। ৬৯৭ ।।

বিশ্বাসজী তারে সেবাভাগ্য দিলা ভোগ আরাধয় নবানুরাগে।
পিতার মতন প্রভুরে সেবয় স্বর্গত পিতার স্মৃতি মনে জাগে ।। ৬৯৮ ।।
মন্দিরে প্রবেশি দেখিলা সেদিন প্রভু উপবিষ্ট অতি সুন্দর।
কালো ফিতে পাড় ধুতি পরিধানে কোঁচাটি কোঁচান চরণোপর ॥ ৬৯৯ ॥

পিতৃদরশনে আনন্দে অধীর চরণ পদ্মে লুটায় মাথা।
অমৃতবর্ষিণী কার উঠে বাণী কানেতে পশিল "আমি তোর পিতা" ॥ ৭০০ ॥
বৃন্দাবন হ'তে শ্রীমহেন্দ্র এল বিশ্বাস প্রেরিত পাথেয় পাই।
সেবার কার্য্যেতে নিজেরে স'পিল ভাব তন্ময়তার তুলনা নাই ॥ ৭০১ ॥

পাকের লাকিড়ি তারে নতি করি মহেন কহিত দু'হাত জুড়ে।
নিজেরে নিঃশেষে পোড়ায়ে কেমনে সেবিতে হয় তা শিখাও মোরে॥ ৭০২ ॥
কত স্নেহভরে মহেন্দ্র কহিত তরকারীগুলি তুলিয়া বুকে।
কি ভাগ্য তোদের নিজ হাতে প্রভু তোদের তুলিয়া দিবেন মুখে ॥ ৭০৩॥

ভোগ পরিবেশ কবিতে করিতে মহেন্দ্র ডাকিত রাধারাণীরে।
'আয় দিদি আয় মহাভাবসুধা ঢেলে দিয়ে যা ভোগের 'পরে' ।। ৭০৪ ॥
কত নিপুণতা কত পরিপাটী সে প্রেম সেবায় প্রভু ক'ত প্রীত।
ভোগ বাহিরিলে সকলে বুঝিত প্রত্যেকটি দ্রব্য সাদ'র গৃহীত ।। ৭০৫ ।।

সংসার বিরাগী শ্রীনিত্যগোপালে বন্ধুহরি দেন প্রসাদী বস্ত্র।
পরম দয়াল প্রভুকে জিনিতে প্রেম ভক্তি জীবের প্রধান অস্ত্র ॥ ৭০৬ ॥
কত সাধুজন শ্রীঅঙ্গনে আসে কেবা কারে চিনে কে গুণ্‌তি করে।
ঠারে ঠোরে তারা কত কথা কয় ভক্তগণ হেবে উল্লাস ভরে ।। ৭০৭ ।।

শ্রীকাঠিয়া বাবা এলেন একদা শঙ্খধ্বনি করে দাঁড়ায়ে দ্বারে।
ভোলাগিরি বাবা আসি একদিন "শিব শিব" বলি দণ্ডবৎ করে ।। ৭০৮ ।।
দেশপ্রেমী কত বীর শত শত গুপ্ত পরামর্শে অঙ্গনে স্থিতি।
বৃটিশ সিংহের কবল হইতে স্বদেশ উদ্ধারে সুদৃঢ়ব্রতী ।। ৭০৯ ।।

বন্ধু-কণ্ঠ ধ্বনি সমর্থক জানি তাহারা চলিত কর্ম্ম সংগঠনে।
বহু ষড়যন্ত্র বাতিল হইত শ্রীবন্ধুহরির অসমর্থনে ।। ৭১০ ।।
'স্বদেশীর আড্ডা, টাকা জাল হয়' সন্দেহে পুলিশ ঢুকিল ঘরে।
কিছু নাহি পায় ঘরে কেহ নাই আশ্চর্য্য মানিয়া পুলিশ সরে ।। ৭১১ ।।

স্কুল কলেজের ছাত্রের দল আসিত বসিত মহেন্দ্র সাথ।
বন্ধু কথা শুনি পাগল হইত অন্তরে বুঝিত এই প্রাণনাথ ।। ৭১২ ।।
প্রভাত হইতে প্রভুর উৎকাশি বাংলা বিশ সনে পহেলা অঘ্রাণে।
ডাক্তার প্রমোদ, কবিরাজ শ্রীশ, দুই চিকিৎসক ভক্ত ডাকি আনে॥৭১৩॥

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী

শ্রীপাদ কুঞ্জদাসজী

নাড়ীর স্পন্দন একবিন্দু নাই টেথিস্‌কোপে বুকে শব্দ না পাই।
বিস্মিত ডাক্তার 'এ কেমন দেহ, ভিতরে কোনই যন্ত্র যে নাই' ।। ৭১৪ ॥
বাহিরের কষ্ট অভিব্যক্তি মাত্র অন্তরে নাইক উদ্বেগ লক্ষণ।
বাহ্যে ছট্‌ফটানি অন্তরে আনন্দ এ যে ব্যাধিদশা জানে মর্ম্মীজন ॥ ৭১৫ ॥

ভক্ত অনুরোধে প্রলেপ মালিস ব্যবস্থা করিয়া ভাবে দুই জনে।
অসুস্থতা ভাণে কৃতার্থ করিলা ঐ দেবদেহ স্পর্শ দরশনে ।। ৭১৬ ।।
ডাক্তার অনাথ, মিত্র সুধন্বে চিন্তিত বাদল আনিল ডাকি।
তারা কয় "মোরা দর্শনে ধন্য চিকিৎসা আবার করিব কি' ? ।। ৭১৭ ।।

দুইদিন প্রভু অসুস্থ রহেন তৃতীয় দিনেতে পূর্ণ নিরাময়।
দর্শনার্থীদের কৃপা করিবারে বুঝি এই লীলা করে লীলময় ।। ৭১৮ ।।
অথবা পতিত জীবের আঘাত ব্যাধিরূপে অঙ্গে ভোগ করি যায়।
অথবা শ্রীনামবিরহ-বেদনে ব্যাধিরূপে হয় দশার আশ্রয় ।। ৭১৯ ।।

ক্রমে মাস এল ষোল দিন আজ পুণ্য ত্রয়োদশী নিতাই তিথি।
নিত্যানন্দভাবে বিভাবিত বন্ধু জগত কল্যাণে সদাই স্থিতি ।। ৭২০ ।।
জটাজুট শ্মশ্রু অবধূত মূর্ত্তি হেরি মহেন্দ্রের চিতে না ভায়।
বিশ্বাসে কহিয়া কেদারে ডাকিয়া দ্বাদশ বর্ষান্তে খেউরী করায় ।। ৭২১ ।

সে চির সুন্দর হ'ল সুন্দরতর অঙ্গের ছটায় উজাল ঘর।
কাতরে মহেন কহিলেন "প্রভু বাহিরে চলুন বহুদিন পর" ॥ ৭২২ ।।
অনাবৃতদেহ চরণে পাদুকা সহাস্যবদনে বাহিরে এল।
স্বর্ণ শৈলসম সে বপুর জ্যোতিঃ প্রভাকর প্রভা নিষ্প্রভ ভেল ॥ ৭২৩ ।।

প্রভু বাহিরিলা এ শুভ বারতা প্রচারিত হ'ল বিদ্যুৎবেগে।
জনতা ছুটিল শতশত দলে দর্শন লালসে কী অনুরাগে ॥ ৭২৪ ।।
সেটেল্‌মেন্টের কর্ম্মচারীগণ মাতোয়ারা হ'য়ে কীর্ত্তন গায়।
অখণ্ড আনন্দ চব্বিশ প্রহর বাসন্তী উৎসবে আজো শুনা যায় ।। ৭২৫ ॥

তথাহি মাঘোৎসবলীলা

গাঢ় অন্ধকারে বিজন কুটীরে,
রাজে অভিনব আলোর দেবতা।
আবরি আপনা আমোদি আঙ্গিনা,
নিরবিয়া যেন স্তব্ধ নীরবতা॥

কলানিধি কাঁতি ভীত ভানু ভাতি,
জিত নবনীত ললিত অঙ্গ।
তাহে চমৎকার কঠোর আচার,
অশনি আপনি মানিছে ভঙ্গ॥

উঁকি ঝুঁকি চায় তস্কর প্রায়,
কর পরসারি ভাস্কর তারা ;
পশিতে পারেনি কভু পরশেনি,
রসে গড়া তনু আপনা হারা॥

গন্ধভরে অন্ধ ছন্দে নেচে নেচে,
মৃদুল মন্দ ধীর সমীরণ।
গলাটি ধরিয়ে কানে গেল ক'য়ে,
দ্বাদশ বরষ আজিকে পূরণ॥

নয়নে বাদল বুকে মহাবল,
বিশ্বাসে অচল বাদল বিশ্বাস।
চমকি চাহিল সঘনে ডাকিল,
আয় আয় ম'হে যাই তাঁর পাশ॥

করে ফুল মালা চন্দনের থালা,
উলসি মহেন ছুটে অভিসারে।
দ্বার উন্মোচিয়ে শ্রীমন্দিরে গিয়ে,
আনত বদনে রহে একধারে॥

শত শশীকল্প নিরমল তল্প,
উজলি' বিরাজে সূর্য্যকান্ত মণি ।
চারু চন্দ্রাধর চুমি হাসে চুষী,
অমিয় কমিয় লাবণীয় খনি ॥

সুবিশাল ভাল কোমল কপোল,
আবরিত করা সঙ্গত কিরে ?
সুধাইয়া হে'সে রুক্ষ কেশ পাশে,
পাশে বসি মহে হাত দিল শিরে ॥

কুটিল কুন্তল জটাজুট ভেল,
হেরইতে হ'ল বেয়াকুল হিয়া ।
উঠিল অমনি কহিল বিশ্বাসে,
ঝুরিল বাদল শিরে হাত দিয়া ॥

ধাওল বাদল বসন না বাঁধে,
কেদার কেদার ডাকিছে কেবলি ।
বাদলের স্বর যেন জলধর,
উত্তরে কেদার 'হরিবোল' বলি ॥

শোনরে কেদার বচন আমার,
বিচার করিয়া যা হয় বল ।
প্রভুর মাথায় জটা হ'ল হায়,
করহে উপায় বিলম্বে কি ফল ?

এতকাল বাদ আজি সুপ্রভাত,
শুভদিন কিরে ফিরিয়া আসিল ।
ভাবিয়া কেদার মুছে অশ্রুধার,
সাধ্য কি আমার কাতরে কহিল ॥

তূলারাশি হ'তে কোমল দেহেতে,
সু-ধার সে ক্ষুর ধরিব কি মতে।
কহিল বাদল জীবের কি বল,
প্রভুর কৃপায় সম্ভব তোমাতে॥

ক্ষুরে প্রণমিয়ে কৃতাঞ্জলি হৈয়ে,
রক্তে গড়ি দিয়ে কাঁদিল কেদার।
আমি অকিঞ্চন অতি অভাজন,
যা করহে প্রভু ভরসা তোমার॥

বাদল অগ্রেতে চাবি লয় হাতে,
মন্দিরের তালা ঘুচাইয়া দিলা।
মহেন সুধীর সুবাসিত নীর,
কোমল তোয়ালে লইয়া চলিলা॥

পশ্চাতে কেদার ধীরে আগুসার,
হিয়া কাঁপে তার ভয়ে দুরু দুরু।
শক্তি দান করি ইচ্ছা পূর্ণ কর,
তুমি দয়াধার বাঞ্ছা কল্পতরু॥

ঐ বঁধুয়া রহিছে চাহিয়া।

কোন্ সে দেশের কোন্ মহাভাব,
মহান্ সিন্ধুর অতলে বসিয়া।

পটোল দু'খানি চটোল চাহনি,
চারিভিতে চাহি কারে যেন চায়।
কি যেন কি ছিল কে যেন নিয়েছে,
হারানিধি যেন খুঁজিয়া বেড়ায়॥

ধীরে সন্তর্পণে অতি সযতনে,
কত সাবধানে ধরি দুইজনে।
কার্য্য সমাধিল আনন্দ বাড়িল,
মুচকি হাসিল পঙ্কজ বদনে॥

অতি ধীরে ধীরে শ্রীহস্তটি ধরে,
সাদরে মহীন কহে যুক্ত করে।
কতকাল প্রভু যাননি বাহিরে,
চলুন বাহিরে আজি দয়া করে॥

বাঞ্ছা পূর্ণকারী কাঙ্গালের হরি,
উঠিলা অমনি বিমোহন সাজে।
ধ্বজ বজ্র আঁকা চরণ রাজীব,
লুকায়ে থুইল পাদুকার মাঝে॥

গজেন্দ্রগমনে বাহির প্রাঙ্গণে,
চলল বঁধুয়া মুনিমনোহারী।
বার্ত্তাবহ বায়ু ঘোষিল নগরে,
উধাও ছুটিল বালবৃদ্ধ নারী॥

সেরূপ দেখিয়া, অধীরা হইয়া,
বাউরি সাজিল, কুললাজ ভুলি।
জয় জয় রোল, হরি হরিবোল,
মুখরা আঙ্গিনা, দিল হুলাহুলি॥

কুঙ্কুম কস্তুরী দুই হাতে পুরি,
চলে ত্বরা করি' কোন কুলবালা।
কেহ লয়ে চারু চন্দন অগুরু,
কনক চম্পক কলিকার মালা॥

তৈল সুবাসিত হরিদ্রা সংযুত,
লয়ে হরষিত চিতে কেহ যায়।
শ্রীকুণ্ডের বারি পূর্ণ কুম্ভে ভরি,
ধরি শিরোপরি আগে কেহ ধায়॥

ভকত মরম মরমে জানিয়া,
পরাণ রসিয়া আড় চোখে চায়।
শ্রীচালিতা মূলে বসিলা বিহ্বলে,
শুক শারি হেরে অশ্রুজলে গায়॥

কনক কেতকী কুসুমিত কাঁতি,
নেহারিয়ে মাতি ভক্ত অলিকুল।
করি গুন্ গুন্ গাহি বন্ধু গুণ,
লুটল মাধুরী জগতে অতুল॥

স্নিগ্ধ নিরমল কাঞ্চন অচল,
সুঠাম শ্রীঅঙ্গে হরিদ্রা হাসিল।
পুরট সুন্দর মিহির উপর,
চালিতা সুন্দরী পুষ্প বরষিল॥

কোরক প্রসূন ভদ্রশ্রী আগম,
হরিচন্দন ঘন পড়িছে পায়।
শ্রীঅঙ্গ সিঙ্গারি, শ্রীকুণ্ডের বারি,
বাল্যলীলা স্মরি ধূলায় গড়ায়॥

সিঞ্চি সর্ব্বজীবে বরখি অমিয়া,
ভক্ত অশ্রুধারে আপনি নাহিয়া।
খঞ্জন ঠমকে নাচিয়া থমকে,
শ্রীমন্দিরে চলে বন্ধুবিনোদিয়া॥

তিরপিত ভেল তিরষিত জীব,
উচ্চকরি গায় হরি হরি বোল।
আজিও সেথায় অই শোনা যায়,
শ্রীবন্ধু বাসন্তী স্মরণ মঙ্গল॥

শ্রীল কুঞ্জদাসে স্বপন দেখা'ল প্রভুকৃপাময় করুণা করি।
পুষ্করিণী জলে ভাসিছে সে যেন হঠাৎ কে তোলে কোলে ধরি ।। ৭২৬ ।।
যাঁর অঙ্কে শির কী মধু মূরতি চক্ষু মেলি কুঞ্জ হেরে সতৃষ্ণ।
"কে তুমি" জিজ্ঞাসে, দেবতা উত্তরে "আমি জগদ্বন্ধু ব্রজের কৃষ্ণ" ॥ ৭২৭॥

কেবা জগদ্বন্ধু কোথায় থাকেন না জানি কুঞ্জ বিরহে পুড়ে।
ঝিনাইদা হ'তে শ্যামাপদ আসি খবর দিল 'হরি এল ফরিদপুরে' ॥৭২৮॥
কুঞ্জ আর শ্যাম দু'জনে পাগল কেমনে যাইবে প্রভু বা কোথায়।
ষ্টেসান্ রাজবাড়ী এল বাড়ী ছাড়ি যোগেন কবিরাজে গাড়ীতে পায় ॥৭২৯॥

আপন জনেরে শ্রীঅঙ্গনে আনি সেবায় রাখিলা জীবনভর।
শ্রীভোগ সেবায় শ্যাম ধন্য হ'ল শ্রীকুঞ্জ হইল কীর্ত্তন-তৎপর ॥ ৭৩০ ॥
পরাণপুরের মা পুলিপিঠা আনে অতি আর্ত্তিভরে বিশ্বাসে জানায়।
ছলছল তাঁর বদন হেরিয়া তাঁর রান্নাদ্রব্য মন্দিরে লয় ॥ ৭৩১ ॥

সকলে আশ্চর্য্য মানিলেন মনে এর পূর্ব্বে এমন কভু না হয়।
পরে সবে দেখে তার পুলিপিঠা নিঃশেষে নিয়েছেন করুণাময় ।।৭৩২।।
যশোর মাগুরায় নরেশ চক্রবর্ত্তী শিক্ষকতা করে আড়াইপুরে।
প্রভুর আকর্ষণে সংসার ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিল অঙ্গন 'পরে ।। ৭৩৩ ।।

"এসেছি দুয়ারে দেখা দাও" বলি নরেশ ভিজিল নয়ন ধারায়।
কৃপার উদয়ে দরশন পেয়ে আনন্দ সাগরে ডুবিয়া যায় ।। ৭৩৪ ।।
বর্ষাধিককাল শ্রীঅঙ্গনে থাকি সেবায় জীবন করিলা ধন্য।
পরবর্ত্তীকালে সন্ন্যাস লইয়া খ্যাতি লভিলেন সমাধি আরণ্য ।। ৭৩৫ ।।

ফরিদপুরের কুঠীবাড়ী বাস অবিনাশ নাম ভট্চায্ কুলে।
মানসিক রোগে বিচলিত হয়ে অঙ্গনে আসিলা প্রভু পাদমূলে ॥ ৭৩৬ ॥
শ্রীপ্রভুর মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে হেরে যম আজ্ঞাবহ দাঁড়ানো পাশ।
হেরিয়া পরাণ আনন্দে ভরিল চিরতরে হ'ল প্রভুর দাস ॥ ৭৩৭ ॥

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার খ্যাত রাজবাড়ী ধামে শ্রেষ্ঠ কবিরাজ।
বড় কৃষ্ণদ্বেষী তাই বন্ধুশশী তাঁহার হৃদয়ে বেকত আজ ॥ ৭৩৮ ॥
ব্রজ-গৌর-বন্ধু তিন লীলাতত্ত্ব জানাইলা তারে দর্শন দিয়া।
আবেশে প্রকাশে 'প্রেমযোগ' গ্রন্থ তিন লীলাতত্ত্ব স্ফুটিত করিয়া ॥৭৩৯॥

চৌদ্দবছর একই গৃহেতে বিরাজিত বন্ধু স্পন্দনহীন।
বাহিরে শতেক খুঁটি বেড়া ঘেরা ভিতরে জীর্ণতা দীরঘ দিন ॥ ৭৪০ ॥
নূতন মন্দির করিবার সাধ জাগিল বাদল বিশ্বাস প্রাণে।
নগরবাড়ীর ধনীদের দান কাঠ বহুশত ফরিদপুর আনে ॥ ৭৪১ ॥

এক কাঠ চিড়ে চারখানা হয় 'তাহা কি করিব? মিস্ত্রী সুধায়।
'না-না-না তা করিও না', হাত নাড়ি বাদল তারে নিষেধয় ॥ ৭৪২ ॥
সুকৃতির বশে মন্দিরেব খুঁটি হইতে ইহারা এসেছে হেথা।
চিড়িয়া বাড়াইয়া আন কাজে দিব এই অধিকার মোদের কোথা? ॥৭৪৩॥

বাদলের মুখে মধু কথা শুনি তারিণী সজল নয়নে কয়।
ভাগ্যবান খুঁটি, সেবায় লাগায়ে মুইও ভাগ্যবান হৈনু নিশ্চয় ॥ ৭৪৪ ॥
মন্দির দেয়ালে সুরকী লাগিবে সুরকী কোটে শত নারীনর।
মুখে মহানাম, পায়ে ঢেকী কোটা, কী যে মহানন্দ দ্বাদশ প্রহর ॥ ৭৪৫ ॥

নূতন মন্দির নিরমান হ'ল প্রভু যদি যান করুণা করি।
এ হেতু টীনের বেড়া দেওয়া হ'ল তুই মন্দিরের সিঁড়িটি ঘেরি ॥ ৭৪৬ ॥
'নূতন মন্দিরে চলুন, দয়াল' একদা মহেন কহে যুক্তকরে।
বাল্যভোগ শেষে এল কৃপাময় টীনের বেড়ার মধ্যপথ ধরে ॥ ৭৪৭ ॥

প্রায় প্রতিদিন ঘেরা পথ দিয়া হেলিয়া ছুলিয়া যেতেন একা।
টীনের বেড়ার ক্ষুদ্র ছিদ্র পথে ঘণ্টা চাহি কেহ পেত ঝাঁকি দেখা ॥ ৭৪৮ ॥
বাইশ সনের জন্মোৎসব মাঝে ভক্ত সমাগম চতুর্গুণ ঘটে।
নামের উল্লাসে বৃক্ষলতা কাঁপে দড়িছিড়ি গাভী কীর্ত্তনে ছুটে ॥ ৭৪৯ ॥

অন্য জন্মোৎসবে মিলে ভক্ত সবে দরশন লৌল্যে প্রাণ ফাটি যায়।
মন্দিরের বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রভু সন্নিধানে সবে চলি যায় ॥ ৭৫০ ॥
তিন বারান্দার লোকসংঘট্ট ভক্ত চাপে বুঝি প্রভু মরি গেল।
মোহন্ত ভক্তেরা ভীড় ঠেলি দিলে উঠিলেন প্রভু ভাবে ঢল ঢল ॥ ৭৫১ ॥

কামিনী বিশাখা খুকি আদি করি সমাজে পতিতা নারী কতজন।
সেবার দ্রব্যাদি ভক্তি ভরে দিলে পতিতপাবন করেন গ্রহণ ॥ ৭৫২ ॥
ইহা লয়ে কত বিরূপ প্রসঙ্গ বাদল বিশ্বাস অটল পাহাড়।
পতিত অধমে করুণা প্রদানে প্রভুর প্রভুত্ব এ বিশ্বাস তাঁর ॥ ৭৫৩ ॥

'শোভারামপুর বাড়ী করিবেন শ্রীবাক্যচরণ ভক্তিভরা প্রাণ।
বিশ্বাস নির্দ্দেশ আনন্দে উল্লাসে সেবা তরে করে ভোগঘর দান ॥ ৭৫৪ ॥
ভাগ্যকুল পাশ চান্ত্রা গ্রামে বাস মহিনদত্তসুত যজ্ঞেশ্বর দাস।
শ্রীঅঙ্গনে আসে মাখনধর সহ মধ্যরাত্রে হেরে জ্যোতির প্রকাশ ॥ ৭৫৫

যশোহর রাস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত শ্রীঅঙ্গ জ্যোতিতে সম্যক উদ্ভাসিত।
তাহে প্রাণমন আকুল হইল পাদপদ্মতলে জীবন অর্পিত ॥ ৭৫৬ ॥
যজ্ঞেশ্বর-মাতা হেরি বন্ধুধনে আনন্দে তনয়ে অর্পণ করে।
বাদল চিনিয়া চিহ্নিত দাস আপন সান্নিধ্যে রাখে যজ্ঞেশ্বরে ॥ ৭৫৭ ॥

মাতৃতুল্য স্নেহ হৃদয়ে লইয়া সেবা সুমগন যজ্ঞেশ্বর সদা।
'কৃত্তিকা' বলিয়া প্রভু বন্ধুহরি তাঁরে লক্ষ্য করি ডাকেন একদা ॥ ৭৫৮ ॥
তাঁহার ভগিনী নাম বিনোদিনী অঙ্গনে থাকি সেবা ভাগ্য পায়।
কবিরাজ ভগ্নী মোক্ষদা দত্ত আপনা বিকাল প্রভু-সেবায় ॥ ৭৫৯ ॥

কমলাপুরের লোকনাথ মোক্তার শ্রীবন্ধুহরির অন্তরঙ্গ জন।
তাঁর গৃহ পার্শ্বে রাখালের বাড়ী উকিল মুহুরী অতি সজ্জন ॥ ৭৬০ ॥
শ্রীঅঙ্গনে আসি টীন-রন্ধ্র পথে দর্শন পেয়ে পাগল প্রায়।
বিশ্বাসজী তারে ডাকিয়া কহিলা 'ব্রজেন্দ্র নন্দনই শ্রীবন্ধুরায়' ॥ ৭৬১ ॥

'মানবজন্ম নয় পাপকার্য্য লাগি, শ্রীকৃষ্ণ সেবাই মূল প্রয়োজন।
কৃষ্ণধনই বন্ধু, সব ছাড়ি তবে ও রাঙ্গা চরণে লওগে শরণ' ॥ ৭৬২ ॥
বিশ্বাসের বাক্য মন্ত্রের মতন রাখাল হইল সেবা সহকারী।
জীবন ভরিয়া বন্ধুধনে সেবে অনুভব করি স্বরূপ তাঁহারি ॥ ৭৬৩ ॥

নদীয়া জেলায় ছত্রপাড়া গ্রাম তথা হ'তে এল শ্যাম সরকার।
প্রথমে সকলে ভাবিত পাগল সেবানিষ্ঠা হেরি সবে চমৎকার ॥ ৭৬৪ ॥
ভোগের বাসন মার্জ্জন সেবাটি সর্ব্বতোভাবে তার নিজস্ব করে।
যতবার ভোগ যত বাসন হোক একহাতে মাজি রাখে থরে থরে ॥ ৭৬৫ ॥

পিতলের থালা স্বর্ণ বর্ণ করে লোহার কড়াই রূপার মত।
কেহ একখানি মাজিতে চাহিলে লাঠি দিয়া তারে তাড়ায়ে দিত ॥ ৭৬৬ ॥
ভক্ত সমাজে কালোশ্যাম নাম নিষ্ঠায় বৈরাগ্যে অতুলনীয়।
গৃহস্থে না ক'য়ে লাউয়ের ডগা আনে সেবার্থ কী আছে অকরণীয় ॥ ৭৬৭ ॥

কাশী হ'তে আসি হারাণ পণ্ডিত কণিকা প্রসাদ যাচ্না করে।
কালোশ্যাম কয় ড্রেনে ভাসি যায় উহা কুড়াইয়া লওগে শিরে ॥ ৭৬৮ ॥
একথা শুনিয়া হারাণ চক্রবর্ত্তী পণ্ডিত পাঠক ব্রাহ্মণ কুমার।
ড্রেন হইতে ফেলালব তুলি, শিরেতে ধরিয়া করে অঙ্গীকার ॥ ৭৬৯ ॥

বেনীনগর গ্রামে দাসদের বাড়ী বিপিন নিতাই দু'ভা'য়ের বাস।
"মহানাম কর অষ্ট প্রহর" স্বপ্নে আদেশিলা বন্ধু শ্রীনিবাস ॥ ৭৭০ ॥
স্বপ্নে ভক্ত পুছে "মহানাম কিবা" উত্তর আসিল "মহাউদ্ধারণ।
জয় জগদ্বন্ধু জয় ভবতারণ হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ" ॥ ৭৭১ ॥

মহানাম বন্যা বেনীনগর ধন্যা ছুটিয়া আসিল বহু নারী।
মহানামের এই প্রথম উৎসব আনন্দ বর্ণিতে যাই বলিহারী ॥ ৭৭২ ॥
পরের বছর স্বয়ং দুর্গাদেবী স্বপ্নে জানায় নিত্যানন্দ দাসে।
"চব্বিশপ্রহর মহানাম কর ত্যাজি মোর পূজা আশ্বিন মাসে" ॥ ৭৭৩ ॥

দুর্গোৎসব বন্ধ মহানাম গানে তরঙ্গ খেলিল চব্বিশপ্রহর।
অগণিত ভক্ত হ'ল সমাগত বেনীনগর হ'ল নদীয়া নগর ।। ৭৭৪ ।।
তেরশ' তেইশে অগ্রাণ মাসেতে শুক্লাদ্বিতীয়ায় শ্রীমহানামে।
অষ্টপ্রহর যজ্ঞ শুভ আরম্ভ প্রভুর ইচ্ছায় শ্রীঅঙ্গন ধামে ।। ৭৭৫ ।।

প্রভু আগমনী প্রচারণ তরে কাঁদে দিবানিশি মহেন্দ্রের প্রাণ।
শ্রীকুঞ্জ মিলিলা একপ্রাণতায় যোগেন কবিরাজ সহায় প্রধান ।। ৭৭৬ ।।
শ্রীমহেন্দ্র কুঞ্জ সঙ্গেতে মিলিল রোহিণী যতীন আর বিশ্বম্ভর।
শ্রীকৃষ্ণ লস্কর সতীশ মুখার্জ্জি মৃদঙ্গ বাদক শ্রীসতীশ কর ।। ৭৭৭ ।।

এই অষ্ট মূর্ত্তি ত্যাগী ব্রহ্মচারী হরিপুরুষের অমোঘ ইচ্ছায়।
দেহে মনে প্রাণে মহাপ্রচারণে গড়িলেন 'মহানাম সম্প্রদায়' ।। ৭৭৮ ।।
শ্রীমহেন্দ্রজীর তত্ত্ব অনুভূতি শ্রীকুঞ্জদাসের কীর্ত্তন তন্ময়তা।
সম্প্রদায়-বৃক্ষের মূল লম্ব স্কন্ধ আর যতজন শাখা পুষ্প পাতা ।। ৭৭৯ ।।

রোহিণীর বাড়ী দুধকুমড়া গ্রামে শ্রীশ বিশ্বাস পিতা বড় জমিদার।
সব পায়ে ঠেলি ত্যাগব্রতী হ'ল তেজনারায়ণ নাম হ'ল তাঁর ।। ৭৮০ ।।
যতীনের বাড়ী ভবদীয়া গ্রাম পিতৃদেব হৃদয়রঞ্জন ঘোষ।
সূর্য্যকুমার ইস্কুলের ছাত্র যোগ্য নাম তার শ্রীপ্রেম দাস ।। ৭৮১ ।।

শ্রীমান বিশ্বম্ভর ইস্কুলের ছাত্র পিতামাতা বড় আচারপরায়ণ।
ভক্ত সেবা কাজে অতি সুনিপুণ নামকরণ হ'ল শ্রীভবতারণ ।। ৭৮২ ।।
কৃষ্ণলালের বাড়ী বেতাঙ্গা গ্রামেতে পিতা ভজননিষ্ঠ শ্রীবেণীমাধব।
উদ্ধারণ দাস তার শুভ নাম দেব শিশুসম হাব ভাব সব ।। ৭৮৩ ।।

মহাপুরুষ মুখে প্রভু বার্ত্তা পেয়ে হাওড়া হ'তে এল মুখার্জ্জি সতীশ।
কী সুন্দর নাম দাস সনাতন মহানাম গানে মত্ত অহর্নিশ ।। ৭৮৪ ।।
মৃদঙ্গে মধুর শ্রীসতীশ কর গঙ্গাপ্রসাদপুর গ্রামেতে বাড়ী।
সর্ব্বকর্ম্মে পটু সুগঠিত দেহ নামকরণ হ'ল সত্য ব্রহ্মচারী ।। ৭৮৫ ।।

ক্রমে আসি মিলে কিশোর যুবক সাগরে যেমতি নদীগণ ধায়।
চরনারায়ণপুরের বাদক বৃন্দাবন আর বন্ধুদাস এল দু'জনায় ॥ ৭৮৬ ॥
রাজবাড়ীর ছাত্র ছোট মহেন্দ্র নিত্যসেবক নাম মহেন্দ্রজী দেন।
ব্রজবন্ধু খ্যাত খলিসাকোটার টোলের ছাত্র কালীচরণ সেন ॥ ৭৮৭ ॥

পুরোহিত ঠাকুর বলভদ্র নামে প্রভুপদে করে আত্মসমর্পণ।
পিরোজপুরের শচীন সত্যব্রত, মহারাজ রাজেন দাস সংকর্ষণ ॥ ৭৮৮ ॥
মানুষে মানুষ সমান অধিকার জাতি বর্ণভেদ কিছু না করি।
ভগবান্ এল জগদ্বন্ধুরূপে ব্রজগৌরলীলা মিলনময় হরি ॥ ৭৮৯ ॥

এই বাণী লয়ে সম্প্রদায় ছুটে যারে পায় বলে "এসেছে প্রভু।"
মহাবতারীর নামগুণ ছাড়া অন্য কথা মুখে কহে না কভু ॥ ৭৯০ ॥
প্রতিটি দিবস অখণ্ড কীর্ত্তন তুমুল আরতি কীর্ত্তন রোল।
গ্রাম গ্রামান্তরে মাতে নরনারী গগন ভরিল জগদ্বন্ধু বোল ॥ ৭৯১ ॥

অষ্টম খণ্ড ভরি' যে লীলামাধুরী তরঙ্গিণী গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায়।
সংক্ষেপে তাহার নির্য্যাস তুলিতে মহানাম অন্তর ভরিয়া যায় ॥ ০ ॥

নবম মাধুরী

জনম উৎসবে তেরশ' চব্বিশে তৃতীয় দিবসে অপূর্ব্ব লীলা।
সকলের প্রাণে দর্শন লালসা ফল্গুধারাসম অন্তঃসলিলা ।। ৭৯২ ।।
বন্ধু অনুরক্ত ঢাকার ছাত্রভক্ত রাজনাথ সঙ্গী শতাধিক তারা।
ডাকে আর্ত্তস্বরে গলদশ্রুধারে মাথা কুটি কুটি কাঁদিয়া সারা ।। ৭৯৩ ।।

নামেতে পাগল অনন্তবিজয় বরিশাল হ'তে বহুভক্তসাথ।
সকলে মিলিয়া আকুল হইয়া কাতর কণ্ঠে ডাকে 'হা প্রাণনাথ' ।।৭৯৪।।
মন্দিরের দ্বারে সবে অশ্রুধারে মহানাম গায় বুক ফাটা সুরে।
আজি দেখা দিবে আঁধারের আলো সকলের আশা মানসপুরে ।। ৭৯৫ ।।

আট ঘটিকায় কীর্ত্তনের রোল উঠিল তুমুল ভুবন ভরি'।
ঢেউ খেলে যায় আকাশে বাতাসে "জগত বন্ধু পুরুষ হরি" ।। ৭৯৬ ।।
দেখা দেও ওগো প্রাণের দেবতা আর কতদিন গোপনে রবে।
কতদূর হ'তে দর্শন লালসে দুয়ারে এসেছি আমরা সবে ।। ৭৯৭ ।।

আকুলতা ভরা ডাকে, অনুরাগ ভরা বুকে,
দেখা দিতে বাহিরিলা শ্রীবন্ধুসুন্দর।
দরজার হুর্‌কাটী, করে দণ্ড পরিপাটী,
মন্দির সোপানে নামে নগ্ন দিগম্বর ।। ৭৯৮ ।।

আজানুলম্বিত বাহু, চরণে পাদুকা রাহু,
কৃপাপুষ্ট দৃষ্টিখানি সর্ব্ব-মনোহর।
কারুণ্যের পূর্ণ ছবি, অঙ্গতেজে ম্লান রবি,
ত্রিবলী লম্বিত কিবা সুন্দর উদর ॥ ৭৯৯ ॥

পদদ্বন্দ্ব সিঁড়ি 'পরে, ভক্ত সাধ বক্ষে ধরে,
মুক্ত বাহু সত্যব্রত কৃপাস্পর্শে ভোর।
উঠে মহানাম রোল, লক্ষ কণ্ঠে হরিবোল,
রূপসুধা স্বাদে মগ্ন ভকত চকোর ॥ ৮০০ ॥

উলু দেয় মাতৃগণ, শঙ্খ বাজে অগণন,
শ্রীঅঙ্গনে আনন্দনের বন্যা বাদর।
দূরস্থেরা বেগে আসে, ঝাঁকী দরশন আশে,
মহানাম কাঁদে বসি দূর দূরান্তর ॥ ৮০১ ॥

ঢাকার ভক্ত দলে মাখনলাল ধর বড় ভাগ্যবান দর্শন পেল।
সিঁড়ি দিয়া প্রভু নামিবার কালে অতি সন্নিকটে দাঁড়ায়ে ছিল ॥ ৮০২ ॥
জন্মভূমি তাঁর মুনসেফপুর গ্রাম ইস্কুল শিক্ষক পিতা পূর্ণধর।
রমেশ চন্দ্রের স্নেহে পরিপুষ্ট তপশ্চর্য্যা নিষ্ঠা জীবন ভর ॥ ৮০৩ ॥

সুরেশ চৌধুরী রমেশের গণ নেত্রকোণাঞ্চলে ব্রাহ্মণ জমিদার।
ধন্য হইল দরশন পেয়ে বন্ধুচর্চ্চা কৈল জীবনের সার ॥ ৮০৪ ॥
নরেন রাজেন সত্য তিনজন বরিশাল হ'তে পদব্রজে এল।
বাদল বিশ্বাসের ভোগ ঘরের চাবি পাতকূয়ার মাঝে সেদিন প'ল ॥৮০৫॥

তিন বালক মিলি হয়রাণ হয়ে কূপ জল সবই তুলে ফেলায়।
বাঁশ বাহী নীচে রাজেন নামিল কাঁদা জল ঘাটি চাবি হাতে পায় ॥ ৮০৬ ॥
'চাবি মিলিয়াছে' নরেন ফুকারে তৎক্ষণে প্রভু খুলিলা দ্বার।
নরেন উল্লাসে সকলে ডাকিল, বন্ধুত্রয়ের হ'ল আনন্দ অপার ॥ ৮০৭ ॥

নরেনের ভাগ্যে দেখা দিল প্রভু বাদল ডাকিয়া সবারে কয়।
কভক্ত আসি নরেন্দ্রে লইয়া শিরে তুলি নাচে অঙ্গনময় ॥ ৮০৮ ॥
জেলায় সাগরকান্দী গ্রাম অনাদি দত্ত বৈষ্ণবমণি।
শব বিগ্রহ স্থাপনে আহ্বানে বৈষ্ণব মহাসম্মিলনী ॥ ৮০৯ ॥

গোস্বামী পাঠক যশস্বী গায়ক বৈষ্ণব রাজর্ষি শ্রীমণীন্দ্র নন্দী।
সাগরকান্দীতে মিলিল আসিয়া ভক্ত অগণন ভজনানন্দী ॥ ৮১০ ॥
সম্প্রদায়সহ শ্রীমহেন্দ্র এল অনাহূতভাবে তার ভিতর।
নাম ধরি আসি উৎসব প্রাঙ্গণে সংকল্প করিলা অষ্টপ্রহর ॥ ৮১১ ॥

পাঠ বক্তৃতাদি সভার যে স্থানে সে স্থানে চলিল মহানাম গান।
উদ্বিগ্ন সকলে মহেন্দ্রকে বলে কীর্ত্তন সরায়ে নিন অন্য স্থান ॥ ৮১২ ॥
'সংকল্পিত নাম সরানো যাবে না' দৃঢ়ভাবে শ্রীমহেন্দ্র কয়।
সকলে বলিল 'এ কেমন কথা, বৈষ্ণব সম্মিলনী নষ্ট যে হয়' ॥ ৮১৩ ॥

কেহ রেগে আসে কীর্ত্তন ভাঙ্গিতে কেহ গালি দেয় যা আসে মুখে।
অবস্থা দেখিয়া কীর্ত্তন লইয়া মহেন্দ্রজী চলেন উত্তর মুখে ॥ ৮১৪ ॥
'আপনারা হেথা যজ্ঞ করুন' আমি চলিলাম যজ্ঞেশ্বর ল'য়ে।
একথা বলিয়া মহেন্দ্র চলিলা প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি শিরেতে ব'য়ে ॥ ৮১৫ ॥

সবাই চলিলা তাঁহার সঙ্গেতে গ্রাম মধ্যস্থলে অশ্বত্থ তলে।
সাগরকান্দী গ্রাম কাঁপি উঠে জয় জগদ্বন্ধু মহানাম রোলে ॥ ৮১৬ ॥
সবে অনশনে মাতিল কীর্ত্তনে কী যে সে আনন্দ অতুলনীয়।
আহারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ সকলের মহেন্দ্র রহিলা অনমনীয় ॥ ৮১৭ ॥

বাঘা নামে সেই কুকুর ভক্ত সেও করিলনা আহার্য্য গ্রহণ।
অবাক বিস্ময়ে সকলে হেরিল কুকুরের নিষ্ঠা দৃঢ়তা কেমন ॥ ৮১৮ ॥
সাগরকান্দীর উৎসবকালে, ত্যাগীদলে এল গুপ্ত উপেন।
কবিরাজ ছিল লব্ধপ্রতিষ্ঠ সর্ব্বানন্দ নামে সব সঁপিলেন ॥ ৮১৯ ॥

কুষ্টিয়া অঞ্চলে দুধকুমড়ায় মহানাম উঠে আনন্দ রোলে।
মধুর কণ্ঠ শান্তিদাস আসে খোলী রসময় মিলিলা দলে ॥ ৮২০ ॥
শ্রীযুক্ত ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ভাবাবিষ্ট হন অষ্টপ্রহরে।
'অনুকূল হাওয়া বয়েছে এবার' গান লিখে মহেন মুখ দেন তাঁরে ॥৮২১॥

অঙ্গনে এলেন শ্রীরঘু গোঁসাই, সেদিন রাজভোগ লন নাই প্রভু ।
গোঁসাই কহেন 'যে-সে ভোগ রাঁধে যার তার হাতে নেন নাই কভু' ॥৮২২॥
উত্তরে বিশ্বাস 'আপনি রাঁধুন', রাঁধিলেন রঘু ভকত চতুর ।
না নিয়া সে ভোগ শ্রীচরণাঘাতে ফেলিয়া দিলেন অনেক দূর ॥ ৮২৩ ॥

"রাঁধ গিয়া শ্যাম, চোখের জলে ভেসে' আদেশে বাদল ভকত শূর ।
এইবার প্রভু লইলেন সেবা কে বুঝিবে লীলা রহস্য নিগূঢ় ॥ ৮২৪ ॥
হরসুন্দর-সুত শ্রীহরমোহন দিনাজপুর জেলা সোণার গ্রাম ।
স্বপ্নে প্রভু ক'ন 'কিবা চাস তুই' হরমোহন কয় 'চাই হরিনাম' ॥ ৮২৫ ॥

"এই নে হরিপুরুষ মহাউদ্ধারণ, কাকেও বলিসনে" প্রভু হাসি কয় ।
দোলগোবিন্দ সাথে হরমোহন আসে শ্রীঅঙ্গন রজে জীবন বিকায় ॥৮২৬॥
তেরশ' চব্বিশে চৈত্র শেষ দিনে প্রভু পদে মিশে বাদল বিশ্বাস ।
তাঁর শেষ সেবাভাগ্য যে পাইল সেই পরে ত্যাগী গোপীবন্ধু দাস ॥৮২৭॥

দেশে দেশে যথা তুমুল আরতি সম্প্রদায় করে পরমানন্দে ।
প্রভুর সম্মুখে তেমন আরতি করিবার সাধ নর্ত্তন ছন্দে ॥ ৮২৮ ॥
উৎসবের মাঝে চতুর্থ দিবসে নেতা মহেনের আদেশ বলে ।
সকাল হইতে সম্প্রদায় মাতে অখণ্ড কীর্ত্তনে উৎসব স্থলে ॥ ৮২৯ ॥

সংকল্প তাদের করিতে বন্ধ প্রাচীন ভক্তেরা চারিদিক হ'তে ।
চারিদল হয়ে ঘিরিয়া ধরিয়া কীর্ত্তন কোন্দলে উঠিল মেতে ॥ ৮৩০ ॥
ত্যাগী ভক্তগণ হিমাচল সম প্রত্যেকে দাঁড়াল বীরের মত ।
মহানাম রোলে সন্ধ্যারতি হ'ল বাধা দিতে চেষ্টা ব্যাহত শত ॥ ৮৩১ ॥

শ্রীহরিমাধব ভকতগৌরব সম্প্রদায় ডাকে মির্জ্জাপুর গ্রামে ।
ত্যাগী দলসহ কুঞ্জদাস চলে ডুবাল নগর জগদ্বন্ধু নামে ॥ ৮৩২ ॥
বিরোধীর মাথা অক্ষয় পণ্ডিত ব্যাসাসনে বসি কুৎসা করয় ।
মাথা নীচু করি ক্ষমার্থী হইলা মহানাম কীর্ত্তন দিল নিজালয় ॥ ৮৩৩ ॥

পউষ মাসের উনিশে আসিল প্রলয়ের আঘাত লইয়া অঙ্গে।
নৈশ ভোগ-অন্তে ধূলায় লুটায় ভাবময় প্রভু কী লীলা রঙ্গে ॥ ৮৩৪ ॥
মহেন্দ্রজী ছিলা চকবাড়াদীয়া কালোশ্যাম তথা ছুটিল ত্বরা।
বিদ্যুৎবেগে ছুটি' আসিল মহেন প্রভু লাগি প্রাণ পাগলপারা ॥ ৮৩৫ ॥

রাজবাড়ী হ'তে শ্রীযোগেন্দ্র এল পরামর্শে স্থির হইল বুদ্ধি।
'লৌকিক ব্যাধি নয় ভাবের বিকার সংকীর্ত্তন মাত্র ইহার ঔষধি' ॥৮৩৬॥
সম্প্রদায়সহ শ্রীকুঞ্জ তখন অঙ্গন ধূলায় হইল গড়।
আদেশিল মহেন 'অখণ্ড কীর্ত্তন প্রভুর নিকটে আরম্ভ কর' ॥ ৮৩৭ ॥

চলিল কীর্ত্তন ভক্ত অগণন সেবার সৌভাগ্য সবাই পায়।
কৃপাময় হরি পতিতোদ্ধারণ জীবে সেবাভাগ্য ব্যাধি ছলনায় ॥ ৮৩৮ ॥
খল্লি গ্রামের দ্বিজেন ভট্চায্ ব্রজেন নিয়োগীর প্রিয় ছাত্র সে।
স্বপ্নে দেখা পায় তেজোময় প্রভু বিমুগ্ধ হ'ল অঙ্গ পরশে ॥ ৮৩৯ ॥

ছুটিয়া আসিল প্রভুর চরণে সংসারের মোহ দলিয়া পায়।
লীলাপ্রকাশ নাম মহেন রাখিল নিত্য সেবানন্দে ডুবায়ে তায় ॥ ৮৪০ ॥
ধানকোড়া গ্রামের ক্ষিতীন ভট্চায্ জননীর সঙ্গে শ্রীঅঙ্গনে যায়।
বন্ধুধনে হেরি বাৎসল্যময়ী আপ্লুত হইয়া মজিলা সেবায় ॥ ৮৪১ ॥

মাঘের আটই বন্ধুধনে লই নবমন্দিরেতে বিজয় হ'ল।
পুরান মন্দির যেথায় গম্ভীরা অতি জীর্ণতায় অন্তর্দ্ধান কৈল ॥ ৮৪২ ॥
ক্ষণে ক্ষণে প্রভু মহাভাব কূপে কোথা কি গাম্ভীর্য্যে রহেন ডুবে।
শব্দটি নাই সদা অন্তর্দশা আহারাদি মাত্র দেহ স্বভাবে ॥ ৮৪৩ ॥

লেবু বা আঙ্গুর, বেদানার রস, ঘোল, সরবৎ সব আহার্য্য তরল।
অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে হা করিয়া ল'ন হেরে ভাগ্যবান কৃপাহি সম্বল ॥ ৮৪৪ ॥
দেহচিন্তাতীত রসনিমজ্জিত ভাবসিন্ধু মাঝে সদা বিভোর।
ভাবনার ঊর্দ্ধে অসমোর্দ্ধভাব এ মহাভাবের কে পায় ওর ॥ ৮৪৫ ॥

হাটখোলা ঘর হোমিও ডাক্তার চম্পটীর গণ চণ্ডীচরণ।
"যোগবুদ্ধিজাত হোমিওপ্যাথিক" প্রভুর এই বাণী করি স্মরণ ॥ ৮৪৬ ॥
প্রভু চিকিৎসিতে আসে আঙ্গিনাতে ঔষধ পথ্যাদি ব্যবস্থা করে।
কালোশ্যাম ভাবে 'প্রভু স্বয়ং হরি, উনি কী চিকিৎসা করিবেন তাঁরে' ।৮৪৭॥

এরূপ ভাবিয়া ঔষধ ফেলি দিল বিক্ষুব্ধ ডাক্তার ধলাশ্যামে কয়।
'প্রভু চিকিৎসায় তুমি বিঘ্নকারী ভোগ ঘরে তোমার প্রবেশ নয়' ।৮৪৮॥
নির্দ্দোষ ধলা করে হা হুতাশ, সারাদিন প্রভু ভোগ না লন।
'ধলাশ্যাম তুমি ভোগ দেও এবে' তাঁর হাত ধরি চণ্ডীবাবু কন ॥ ৮৪৯ ॥

ভোগ দিতে শ্যাম প্রভু লইলেন সবার আনন্দ ঘুচিল ব্যথা।
ভক্তের কলঙ্ক ঘুচাইতে প্রভু অনশনে রৈলা আশ্চর্য্য কথা ॥ ৮৫০ ॥
প্রভুর বেয়াধি চিকিৎসার তরে রমেশচন্দ্র কাঁদে গভীর ব্যথায়।
কলিকাতা নিয়া ডাক্তার দেখাতে 'ইনভেলিড কার' আনেন ত্বরায় ॥৮৫১॥

ফরিদপুরবাসী ভক্তদের মত 'ডাক্তার ডাকিয়া হেথা আনা হোক'।
মহেন্দ্রজী ক'ন প্রভু ইচ্ছাময় মহাভাবের ব্যাধি নহে জৈব রোগ ॥৮৫২॥
অখণ্ড কীর্ত্তন চলে অবিরাম এই তো মূল সেবা সারাৎসার কথা।
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ-প্রভুর এ দেহ স্পর্শিতে ডাক্তার কোথা ॥ ৮৫৩ ॥

বন্ধ করিয়া মন্দির ঘিরিয়া ব্যূহাকারে নাম কীর্ত্তন চলে।
রমেশের গণ দ্বারে করাঘাত করে শতবার কেহ না খোলে ॥ ৮৫৪ ॥
মন্দিরের মাঝে দুই শয্যা পাতি প্রভুর চরণে মহেন কয়।
'কলিকাতা গেলে এ শয্যায় এস' না এলেন প্রভু স্ব ইচ্ছায় ॥ ৮৫৫ ॥

দ্বার বন্ধ র'ল রিজার্ভ চলি' গেল রঙ্গময় খেলা বুঝিতে নারি।
ব্যথিত রমেশ দীর্ঘশ্বাসে কয় 'প্রভুরে আমার ফেলিবে মারি' ॥ ৮৫৬ ॥
প্রেমদাস আর দাস উদ্ধারণ চালিতাতলায় মহা কীর্ত্তনে।
স্বক্রোড়ে জড়ায়ে চেয়ারে বসায়ে শ্রীরঘুনন্দন প্রভুরে আনে ॥ ৮৫৭ ॥

বহুভক্ত মিলি বন্ধুধনে ঘিরি গগন ভরিল কীর্ত্তন রোলে।
'অদ্বৈত সিংহের বাচ্চা বটে আমি' "প্রভু সাক্ষাৎ গৌর" শ্রীরঘু বলে ।।৮৫৮।।
মরমী ভকত কেদার জিজ্ঞাসে প্রভু কি যাবেন কুটিরে মোর।
দয়াল ঠাকুর শির সঞ্চালনে সম্মতি দিলেন আনন্দে ভোর ।। ৮৫৯ ।।

জঙ্গলের মধ্যে তামাকের গন্ধ কেদার কাঁহার ছাপরা ঘরে।
ভক্ত বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখো প্রভু আসিলেন উল্লাস ভরে ।। ৮৬০ ।।
অঙ্গনে আসিয়া প্রভু রঙ্গলাল বাহিরিতে পুনঃ ইঙ্গিত করে।
'টেপাখোলা যাবেন' মথুর সুধায় প্রভু পাদপদ্মে প্রেমার্ত্তি ভরে ।।৮৬১।।

ঈষৎ হেলনে সম্মতি জানান সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।
ইজি চেয়ারের পার্শ্বে বাঁশ বাঁধি দোলাটির মত সাজান হ'ল।। ৮৬২ ।।
তাহাতে উঠিলা শ্রীবন্ধুগোপাল সঙ্গেতে কীর্ত্তনবাহিনী ধায়।
নাচিয়া উঠিল ফরিদপুর সহর বালবৃদ্ধনারী উধাও ধায় ।। ৮৬৩ ।।

মধ্যাহ্ন সময় বাহিরিলা প্রভু স্কুল কলেজ কাছারী খোলা '
মুহূর্ত্তের মধ্যে সব বন্ধ হ'ল এ অতি আশ্চর্য্য প্রভুর খেলা ।। ৮৬৪ ।।
কাহারও নির্দ্দেশ কেহ নাহি চাহে হিন্দু মুসলমান বাহিরে আসে।
কাতারে কাতারে লক্ষ নরনারী তৃষ্ণার্ত্ত নয়ন পথের পাশে ।। ৮৬৫ ।।

কুলবতী ছুটে গৃহকর্ম্ম ছাড়ি কাহারে সংকোচ কেহ না করে।
বাহিরিলা হরি প্রাণ মনোহারী সবে চেয়ে রয় প্রেমার্ত্তি ভরে ॥ ৮৬৬ ॥
প্রেম সমুজ্জ্বল অঙ্গ ঝলমল করুণার ভানু উদিল বুঝি।
যে দেখিল তার আঁধার ঘুচিল পাপতাপ ক্লেশ গেল রে মুছি ॥ ৮৬৭ ॥

পাদ্রী মিশনারী ছাদে ছাদে চড়ি তুলিল কত না আলোক চিত্র।
বিশ্বে অতুলন ঐছে সংকীর্ত্তন, ঐছে অদ্ভুত লীলা বিচিত্র ॥ ৮৬৮ ॥
মথুরে বঞ্চিয়া নিত্যগোপালের গৃহে প্রবেশিল নিত্যলীলাময়।
কাঁদিল মথুর সাধ্বী সতীসহ গলদশ্রুধারা বক্ষ জুড়ি' বয় ॥ ৮৬৯ ॥

ছুই রাত্র রহি প্রিয় নিত্য গেহে মথুরের আর্ত্তি সহিতে নারি।
তার চিত্তপদ্ম ফুটাতে উদিলা বন্ধু প্রেমরবি হৃদয়বিহারী ॥ ৮৭০ ॥
তিন দিন থাকি মথুর ভবনে আনন্দের হাট পুনরায় ভাঙ্গি।
শোভাযাত্রা করি অঙ্গনাভিমুখে চলিলেন প্রভু কৌতুক রঙ্গী ॥ ৮৭১ ॥

সত্য মোহন্তের সকাতর ডাকে আসিলেন পথে মোহন্ত পাড়া।
মোহন্তের দল কীর্ত্তনে পাগল অনুভব করি কৃপার ধারা ॥ ৮৭২ ॥
কোন্ দিকে যাবেন ভকত জিজ্ঞাসে দোলার উপর রসিকবর।
ফ-ফ ফরিদপুর উচ্চারিলা প্রভু মৌন ভঙ্গ হ'ল ছু'শ মাস পর ॥ ৮৭৩ ॥

ধূলি অবলুণ্ঠনলীলা

শিশির অন্ত, গগন শান্ত,
হাসিল নূতন বসন্ত কান্তরে।
কুসুম ফুটে, পরাগ ছুটে,
রঙ্গিল আঙ্গিনা মানিনী।

চন্দন গন্ধ, মলয় মন্দ,
বহত করত জগত অন্ধরে।
রস উলসে, প্রেম বিলসে,
আমোদে অধীরা অবনী ॥

মাসেক ধরি, আঙ্গিনা ভরি,
(মহা) নামকীর্ত্তন দিয়াছে জুড়িয়ে।
বাজিছে খোল, উঠিছে রোল,
সুধা মধুরিমা দমনী ॥

অমিয়া সিন্ধু, জগত বন্ধু,
পুরুষহরি প্রকট ইন্দু রে।
কীর্ত্তন মাঝে, মোহন সাজে,
অঙ্গে রঙ্গে ক্ষরে লাবণী ॥

নেহারি বন্ধু, নবীন ইন্দু,
তুমুল বাঢ়ল নামের সিন্ধু রে।
সুধার আঁধার, বঁধুয়া আমার,
আমোদে অঙ্গ দোলনী ॥

আপনা ভুলি, প্রেমে আকুলি,
নাচত যত ভকত মিলি রে।
হাসে দিগম্বর, বন্ধুসুন্দর,
বলিহারী রূপ নিছনী ॥

কিবা ভালে রাকাশশী অতুল শোভা।
নয়ন যুগল মানস লোভা ॥
উদর বিশাল গাভীর মত।
নাভিপদ্ম তায় গভীর কত ॥

কিবা ববার পাদুকা রূপের ফাঁদ।
রাহুর কবলে যুগল চাঁদ ॥
বিমল চন্দ্রিকা চৌদিশে ছুটে।
রসের কুমুদ উঠিল ফুটে ॥

কিবা লুবধ মধুপ ছুটিয়ে এল।
মাধুরী লুটিয়ে মুগধ ভেল ॥
সে রূপ-লাবণী নাহিক ওর।
পিরীতি রসের সায়রে ভোর ॥

বুঝি ক্ষীরের সায়রে যাবক ডারি।
ভাব আলোড়নে মন্থন করি ॥
নিরালা বিধাতা বিজনে বনে।
গড়ল সে তনু আপন মনে ॥

আহা যে অঙ্গ যে দেখে সে অঙ্গ চায়।
আন অঙ্গে আঁখি ফিরান দায়॥
থেকে থেকে বঁধু চকিতে চায়।
চমকি চপলা নাচিয়া যায়॥

সেরূপ পলকে পলকে দেখিল যেই।
ধূলায় ধূসর কাঁদিছে সেই॥
প্রভু প্রভু প্রভু মঙ্গলালয়।
এই উচ্চারণ আঙ্গিনাময়॥

ধন্য ধন্য শতধন্য ফরিদপুরী।
ধন্য বালবৃদ্ধ পুরুষনারী॥
মহানামব্রত বঞ্চিত ভেল।
সে মধুমূরতি দেখা না পেল॥

ঐযে অমল ধবল তলপ 'পরে,
মধুর মূরতি মানস হরে,
আধ চাহনী, অঙ্গ দোলনী,
নাম সুধারসে ভোরিয়া॥

উলসি নাচত আঙ্গিনা ধনী,
চাহত গাহত মৌন রাগিণী,
সাজি ব্রজোরাণী, আকুল পরাণী,
রোয়ত চরণে পড়িয়া॥

আপনি লুটাতে আপন মাধুরী,
ভূলোকে নামিলে গোলোক বিছুরি,
বাহু বেড়ি বেড়ি, বাঁধি বুক ভরি,
আজু রাখব তোমারে ধরিয়া॥

অন্তরযামী অন্তর জানে,
ধরণীর ব্যথা বাজিল পরাণে,
মিটাইতে সাধ, ধরার বিষাদ,
ধীরি ধীরি আগুসরিয়া ।।

ত্যজিয়ে শয্যা আইলা কোণে,
কেহ, না বুঝে মরম আন শয্যা আনে,
মৃদু মধু হেসে, পুনঃ এল পাশে,
সে শোভন শয্যা ছাড়িয়া ।।

আপনাহারা আপন রসে,
রূপের ঝলকে চাঁদিমা খসে,
রসে গর গর, তনু ঢর ঢর,.
ধূলার আসনে বসিয়া ।।

শিশুসুন্দর চাহে ঢল ঢল,
রজোরাণী কোলে শয়ন করল,
বাঞ্ছা পূরাওল সাধ মিটাওল,
আদরে ধূলায় গড়িয়া ।।

ধূলায় ধূসর ধরণীধর,
রসিক শেখর নাগরবর,
মুচকি হাসত, তেরছ চাহত
কুসুম বৃষ্টি করিয়া ।।

যতেক ভকত ভাবে বিভোল,
দাদা ধিনি ধিনি বাজত খোল,
জয় জগদ্বন্ধু বোল, উঠে মহারোল,
নাচে হাতে হাতে ধরিয়া ।।

সহজ সুন্দর বঁধুর কায়,
মধুর সুবাস বহিছে তায়,
মূঢ়, মহানামব্রত, হয়ে লালায়িত,
কবে গড়িবে আঙ্গিনা ভরিয়া ॥

ঢাকা জেলা মাঝ জয়পাড়া গ্রাম শ্রীমধুসূদন ভকতবর।
শ্রীবন্ধুসমিতি সংগঠন করি সম্প্রদায় ডাকে আপন ঘর ॥ ৮৭৪ ॥
আনন্দ প্লাবনে ভাসি গেল দেশ জয় জগদ্বন্ধু সকলে গায়।
বিরোধী আছিল প্রবীণের দল চাহিয়া রহিল বিস্মিত প্রায় ॥ ৮৭৫ ॥

পাবনা জেলায় খ্যাতি উপাধ্যায় শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভক্ত সজ্জন।
শ্রীবন্ধুকিঙ্কর কৃপায় জানিল শ্রীবন্ধু পরম আরাধ্য ধন ॥ ৮৭৬ ॥
কত বেয়াধিতে প্রভুর উরু ক্ষীণ এই ভাবনায় চিত বিষণ্ণ।
স্বয়ং দাণ্ডাইয়া দেখা দিল তারে নিটোল শ্রীঅঙ্গ হেরিয়া ধন্য ॥ ৮৭৭ ॥

বরিশাল জেলার খলিশকোটাবাসী কালিদাস-কামিনী ভক্ত দম্পতি।
তাঁদের তনয় বঙ্কিম পরিচয় রাজেনে গুপ্তে করি পথের সাথী ॥ ৮৭৮ ॥
পাদস্পর্শ আশে মন্দিরে প্রবেশে রাজ্যেশ্বর দিল বাহিরে ঠেলি।
বেদনা মূৰ্ছিত তারে হেরি মহেন শ্রীমন্দিরে নিলা অঙ্কে আগুলি ॥ ৮৭৯ ॥

"আয় সম্প্রদানে বিয়ে দেই তোরে" মহেনের ভাষা স্নেহ নির্ঝর।
দু'টি রাঙাপদে তুলসী চন্দন দেওয়াইল তারে ধরিয়া কর ॥ ৮৮০ ॥
মহানাম গান ব্রত যাঁহাদের দাস করি দিয়া তাঁদের পায়।
আঙ্গিনার ধূলি গায়ে মাখি দিলা চিরতরে বাঁধি রাখিলা তায় ॥ ৮৮১ ॥

ক্ষেত্র মোক্তার গোপীবন্ধুসহ শ্রীবন্ধুসেবায় কাটায় রাত।
প্রভু শয্যা 'পরে দিতে নাহি পেরে ধোলাই চাদর তৎক্ষণাৎ ॥ ৮৮২ ॥
শেষে নিরুপায় নিজবাস দেয় কম্বলে স্বগাত্র করি আবরণ।
সেই শয্যা লয়, ক্ষেত্র হেরি কয় 'আজ গোপী তোর বস্ত্রহরণ' ॥ ৮৮৩ ॥

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
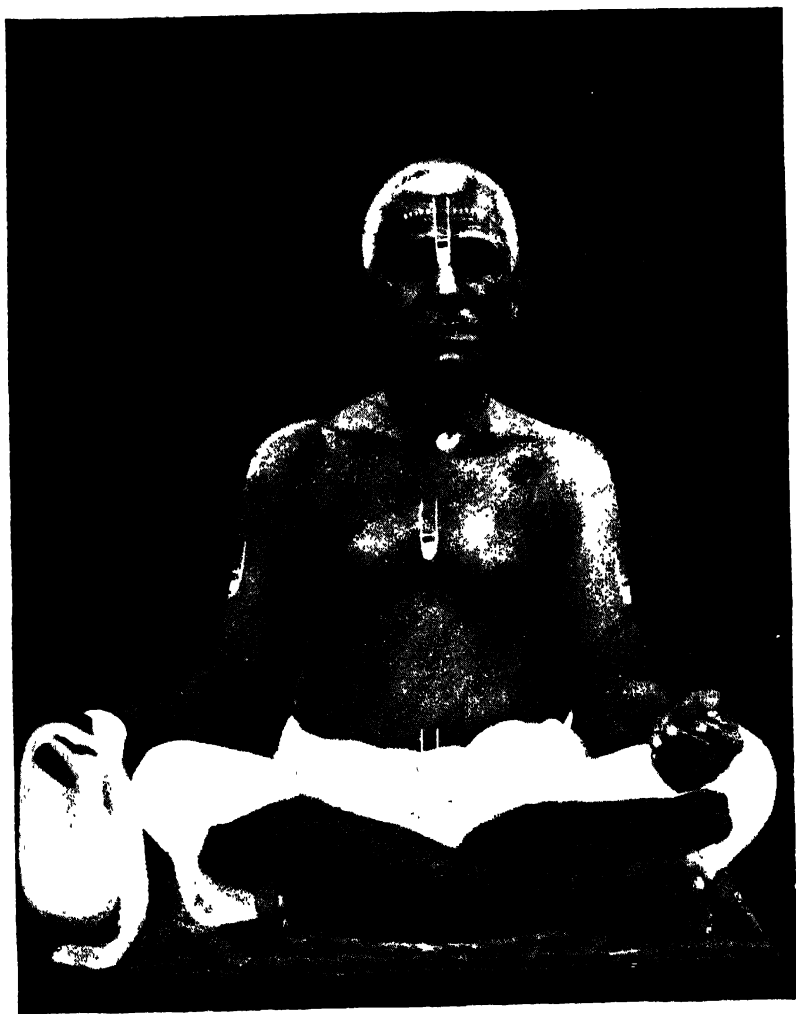
শ্রীমৎ গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

ভোগগ্রহণলীলা একটি দ্রব্য লওয়া কভু কলাইশাক কভু মটর।
কভু লাউডগা, কচিডাব মাত্র কভু আনারস কভু বা ফোপড় ॥ ৮৮৪ ॥
অখণ্ড কীর্ত্তন চালায় সম্প্রদায় কষ্টে ভিক্ষান্নে কাটায় দুঃখে।
তাদের দেওয়া ভোগ কাঁচাকলাসিদ্ধ লইলেন প্রভু কী হাসি মুখে ॥৮৮৫॥

'হরিপুরুষ কে,' প্রভু শুধাইল, সীতানাথ কয় 'আপনি বটে'।
'কী করেন, 'শুয়ে আছেন,' 'শুয়ে কি থাকেন সদাই হাটে' ॥ ৮৮৬ ॥
'কী জন্য এলেন' 'জীব উদ্ধারণে' 'উদ্ধার ত হ'লি আর কি বল'।
'প্রেমভক্তি দিতে' 'শুধু কি তাই', উত্তরিতে ভক্ত নির্ব্বাক ভেল ॥ ৮৮৭ ॥

ফরিদপুরের নদী কুমারের শাখা বর্ষায় অথৈ সলিলময়।
সংকীর্ত্তনসহ দোলারোহী বন্ধু হাঁটি হ'ল পার সবার বিস্ময় ॥ ৮৮৮ ॥
বাকচরবাসীর আকুল ক্রন্দনে সেথা চলিলেন তেরই জ্যৈষ্ঠ।
বাড়ী বাড়ী ঘুরি কতলীলা খেলা ব্রজভাবময় পরম শ্রেষ্ঠ ॥ ৮৮৯ ॥

নিত্য দোলাচড়া, বর্ষা নৌকাখেলা আষাঢ়ে রথেতে আনন্দ মেলা।
বাকচর গ্রাম শতধন্য করি মাসাধিক কাল মধুরলীলা ॥ ৮৯০ ॥

মোর হৃদয়ের গহন আঁধারে এসো বন্ধু জ্যোতির্ম্ময়।
তিমির বিদার আলোর পরশে তামস হৌক ক্ষয় ।।
রিক্ত হৃদিপাত্র কর পরিপূর্ণ,
দর্প অভিমান করহ বিচূর্ণ,
পদাম্বুজে তব মনভৃঙ্গ মোর,
থাকুক তন্ময় ॥

হে বন্ধুহরি তব কাছে আমি,
বহুত মিনতি করি দিবা যামি,
মহাউদ্ধারণ ব্রতেতে তোমার,
(কর) মোর চিত্ত লয় ॥

জগদুদ্ধারিতে এলে তুমি মহী,
জগৎ ছাড়া আমি নহি কভু নহি,
মহানাম পরশমণির ছোঁয়ায়,
(মোরে) কর সুবর্ণময় ॥

প্রভুর বিরহে কৃষ্ণদাস কাঁদে সারা ফরিদপুর বেদনা হত।
সেই আকর্ষণে বাকচর হ'তে পালিয়ে এলেন চোরের মত ॥ ৮৯১ ॥
লীলা-তরঙ্গিণী নবম খণ্ডে যে মধুরলীলা বর্ণে গোপীদাস।
তাঁহার স্মরণে এ চিত্ত গহনে জাগিয়া উঠিল এ শত উচ্ছ্বাস ॥ ৮৯২ ॥

দশম মাধুরী

বিরহজ ব্যথা অনুভূতি বিনে মিলন-মাধুর্য্য পূর্ণ না হয়।
প্রেমতটিনীর কত গভীরতা বিচ্ছেদ বেদনা জানায়ে দেয় ॥ ৮৯৩ ॥
শ্রীবন্ধুর প্রতি ফরিদপুরবাসী কত অনুরাগ হৃদয়ে ধরে।
বুঝা না যাইত বুঝি দীর্ঘদিন নিরন্তর হেথা থাকার তরে ॥ ৮৯৪ ॥

কিছুদিন তরে ফরিদপুর ছেড়ে গেলা বাকচর শ্রীবন্ধুহরি।
কোথা প্রভু বলি বিরহ ব্যথিত বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী ॥ ৮৯৫ ॥
ব্রজধাম হ'তে মথুরা নগরী তুই ক্রোশ মাত্র বেশী ত নহে।
তবু দেখ কৃষ্ণ বিচ্ছেদতাপিত ব্রজবাসী জন সতত দহে ॥ ৮৯৬ ॥

মাত্র তিন ক্রোশ বাকচর গ্রাম তবু সকলের মনে কি ব্যথা।
'কবে আসিবেন প্রভু আমাদের' সকলের মুখে একটি কথা ॥ ৮৯৭ ॥
বিরহের তাপে উদ্বেলিত প্রীতি তাহাতে মিলন অতি মধুর।
'প্রভু এসেছেন', আনন্দ সংবাদে নাচিয়া উঠিল ফরিদপুর ॥ ৮৯৮ ॥

প্রাণবন্ধু হরি কত যে আপন কত যে তাহারা বাসিত ভালো।
পুনরাগমনে সব প্রকটল সকলের চোখে ফুটিল আলো ॥ ৮৯৯ ॥
ঘরে ঘরে উঠে উলুধ্বনি রব যে দেখে যাহারে আনকথা নাই।
'প্রভু এসেছেন, শুনেছ ত ভাই' হাতে ধরি কয় 'অঙ্গনে যাই' ॥ ৯০০ ॥

কলকোলাহলে আঙ্গিনা ভরিল কীর্ত্তনের ধ্বনি গগন প্রান্ত।
আঙ্গিনা ভূমি আনন্দ মুখর শ্রীবদন হেরি পরাণ শান্ত ॥ ৯০১ ॥
বাকচরে প্রভু নৌকা খেলেছেন জানি এথাকার ভকতগণ।
দোলায় করিয়া তরণীতে তুলি আনন্দে আরম্ভে নৌকা কীর্ত্তন ॥ ৯০২ ॥

পদ্মার তরঙ্গে প্রভু খেলে রঙ্গে প্রতিটি দিন বিকাল বেলা।
সঙ্গে সংকীর্ত্তন ভক্ত অগণন নাম নামী সঙ্গে মধুর খেলা ॥ ৯০৩ ॥
একদিন এল দেব সুন্দরীরা নৌকায় উঠিয়া পূজিলা প্রভু।
আরতি করিয়া ভোগ লাগাইলা কেহ তাঁহাদের দেখেনি কভু ॥ ৯০৪ ॥

নৌকাখেলা রসে যমুনা বিহার কীর্ত্তন উল্লাসে নদীয়ালীলা।
পদ্মা বিহরিয়া প্রাণবন্ধু হরি দুইলীলা মধু ঢালিয়া দিলা ॥ ৯০৫ ॥
একদিন এক প্রকাণ্ড কুম্ভীর জল হ'তে মুখ তুলিয়া চায়।
শ্রীবন্ধুবদন শোভা অতুলন হেরিয়া ঘুরিয়া স্বমুখে যায় ॥ ৯০৬ ॥

রঙ্গলাল হরি নৌকাবিহার রঙ্গে পরদিনে আইলা গোপালপুর।
তীরে নৌকা তুলি বন্ধুধনে হেরে নরনারী প্রাণে আনন্দ প্রচুর ॥ ৯০৭ ॥
দুই তীরে লোক আরতি আনন্দে নাচিয়া গাহিয়া হয় বেহাল।
সেবকগণ মিলি শ্রীঅঙ্গন যাবেন আরতি করয় সন্ধ্যা সকাল ॥ ৯০৮ ॥

রাসপূর্ণিমায় শ্রীসত্য মোহন্ত প্রভাস যজ্ঞ অঙ্গনে গায়।
মিলনের দিনে বিরহের গানে বেদনার্ত্ত প্রভু নিষেধ জানায় ॥ ৯০৯ ॥
কার্ত্তিকে জাগিল ভক্তের লালসা বন্ধু ঝুলাইবে হিন্দোলা 'পরে।
শ্রীমন্দির মাঝে ঝুলনা বাধিলা শিশুটির মত আপনি দোলে ॥ ৯১০ ॥

ব্রজের ভাবেতে সর্ব্ব ভক্তগণ আবিষ্ট হইলা পরমানন্দে।
মণ্ডলী করিয়া লীলাগুণ গায় নাচয় বাজায় বিবিধ ছন্দে ॥ ৯১১ ॥
পদ্মানদী হ'তে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জল আনে সবে কলসী ভরে।
কত না রঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালিয়া শিশুমণি বন্ধু সিনান করে ॥ ৯১২ ॥

শ্রীকুঞ্জ রচিত ভোগারতি গান ভক্তগণ গায় ভোগের কালে।
গান অনুসারে উঠি বসি খান আচমন করি শয্যায় চলে ॥ ৯১৩ ॥
ঢাকা প্রচারণে মহানাম দানে সম্প্রদায় ছুটে উন্মাদ প্রায়।
ঢাকেশ্বরী হ'তে ছাপ্পান্ন মাদলে বুড়ীগঙ্গাতট ভরিয়া যায় ॥ ৯১৪ ॥

রামশাহ বাগে ষোল প্রহরান্তে ছাপ্পান্ন মাদলে মহানাম ধরি।
নবাবপুরের যত ঠাকুরবাড়ী বন্ধুধনে নিল আনন্দে বরি ॥ ৯১৫ ॥
এই দুই মহানগর কীর্ত্তনে ঢাকা সহরের বহুত সজ্জন।
সুগভীর প্রেমে মহানামে মাতি নবগৌরে নিল করি বরণ ॥ ৯১৬ ॥

মহেন্দ্র কৃপায় নবদ্বীপ ঘোষ সুবক্তা হইলা লেখক সুজন।
অন্ধকানাই মহাধন্য হ'ল নয়নে মাখিয়া মহানামাঞ্জন ॥ ৯১৭ ॥
বিপিন বসাক অবনীকুমার নগেন্দ্র দত্ত, মোহিনী প্রমথ।
রাধারমণ বোচাই অশ্বিনী সাধন ভক্তগোষ্ঠী মধ্যে পরিগণিত ॥ ৯১৮ ॥

দোল পূর্ণিমায় বরিশাল সহরে ছাপ্পান্ন মাদলে তোলপাড় হয়।
কত শত দল খোল করতালে প্রেমানন্দে গায় 'জগদ্বন্ধু জয়' ॥ ৯১৯ ॥
ফরিদপুর সহরে বসন্ত লাগিল সকলে কান্দিল প্রভুর দ্বারে।
করুণানিলয় বেয়াধি আকর্ষি লইলা আপন শ্রীঅঙ্গ 'পরে ॥ ৯২০ ॥

"পাপীয়সী তুই মোরে ছুঁস কেন," শীতলাদেবীরে গালি দিলা হরি।
সর্ব্ব গায়ে উঠে বিবিধ প্রকার হায় কি ভীষণ শ্রীমুখ ভরি ॥ ৯২১ ॥
চিকিৎসক ব্যাধি সারাতে নারিল ভক্তগণ সবে যুক্তি করয়।
'চল্লিশ প্রহর নামযজ্ঞ হোক, নামেতেই নামী হন নিরাময় ॥ ৯২২ ॥

ঔষধ তৈল শ্রীঅঙ্গে মাখাতে সর্ব্বানন্দ পানে চাহিয়া রয়।
"হরিনাম নাই, শুধু তেল মাখে" বিরক্তির সুরে শ্রীবন্ধু কহয় ॥ ৯২৩ ॥
কুঞ্জে ডাকি কয়, "জীবের জন্য কষ্ট" ইচ্ছা করলে দাঁড় করাতে পার।
"একটি কথা মোরে বলে দাও আমি চলে যাই" প্রভু কহে বারংবার ॥৯২৪॥

শ্রীকুঞ্জদাসের বদন চাহিয়া কহিলেন প্রভু অনুচ্চ স্বরে।
"কীর্ত্তন থাকে তো চলিয়া যাও" কুঞ্জদাস আজ্ঞা লইলা শিরে ॥ ৯২৫ ॥
জগদ্বন্ধু স্মরি চলিল কুঞ্জ নবদ্বীপধাম পৌঁছিল যাই।
সঙ্গেতে মিলিল আরও দশজন সাহস জাগিল স্বপন পাই ॥ ৯২৬ ॥

শ্রীগৌড়মণ্ডলে মহানাম রোলে উঠিল আনন্দ প্রত্যেক ধামে।
বিরোধীরা সবে হিংসায় জ্বলিল ভক্তেরা ডুবিল শ্রীমহানামে ॥৯২৭॥
হেথা বরিশালে প্রচারণ চলে অষ্ট চতুর্দ্দশ মহামর্দ্দলনে।
সহস্র সহস্র নরনারী মিলে জয় জগদ্বন্ধু গাহে মনে প্রাণে ॥৯২৮॥

শ্রেষ্ঠ লোক দ্বেষী, এ বড় রহস্য, মাতাল মদ ছাড়ি দেবত্ব লভয়।
গ্রামে গ্রামে ঘুরি চলে সম্প্রদায় মহেন্দ্র বিশ্রামে রাজনাথ আলয় ॥৯২৯॥
ফরিদপুরে প্রভু দোলাতে বেড়ান স্বগৃহে চরণ যাচিলা কমলা।
কবিরাজ ভগ্নীর দুহিতা বটে সে মহাভাগ্যে গৃহে চরণ লভিলা ॥৯৩০॥

জমিদার চৌধুরী অতুলের কি ভাগ্য তার গৃহে প্রভুর দোলা উপস্থিত।
শ্রীঅঙ্গগন্ধেতে গৃহ ভরি গেল আনন্দে ডুবিল সবার চিত ॥৯৩১॥
রঞ্জিত লাহিড়ী ভক্তশিরোমণি আনিলা অপূর্ব্ব রিকশা গাড়ী।
চৈত্রসংক্রান্তে উঠিলা তাহাতে শিশু বন্ধুমণি খুশী হইলা ভারী ॥৯৩২॥

সাতা'শ সনের আবির্ভাবোৎসবে চতুর্থ দিনেতে মধুর খেলা :
মহেন সাজাল বালক ভক্তগণে গোষ্ঠের সাজেতে সকাল বেলা ॥৯৩৩॥
মহানাম কীর্ত্তন চলে উচ্চরোলে তার মধ্যে উঠে আবা আবা রব।
রী-রী-রী-রী-রী-রী আনন্দের ধ্বনি গোষ্ঠরসে মাতে সঙ্গীরা সব ॥৯৩৪॥

ভক্ত নীলমাধব প্রভুর পদ গায় আঙ্গিনা ঘুরিয়া প্রভাত বেলা।
"ধ'রে নিয়ে আয়" বলিলেন প্রভু গালি শুনি ভক্ত আনন্দে মাতিলা ॥৯৩৫॥
পকেটে রয়েছে জাল দলীলখান নরেন বানার্জ্জি নিকটে দাঁড়ায়।
"জালিয়াত" বলি গরজিলা প্রভু সভয়ে নরেন দলিল ছিঁড়য় ॥৯৩৬॥

প্রভু অঙ্গে ব্যাধি অতি অপরূপ দশার লক্ষণ ভক্তগণ বলে।
দেহের কৃশতা সুস্পষ্ট প্রকাশ এক পাদুকায় দুই পা চলে ॥৯৩৭॥
চন্দননগর মহামহোৎসব বায়াত্তর প্রহর প্রতিটি বৎসর।
তিনভক্ত-প্রাণের বিপুল প্রচেষ্টা ললিত তিনকড়ি শ্রীসত্য ভড় ॥৯৩৮॥

পাবনা হইতে শ্রীবন্ধুসুন্দরে রণজিত আনে রিজার্ভ গাড়ী।
ইঞ্জিনবিহীন্ গাড়ীতে উঠিয়া বন্ধু বলেন "চালাও তাড়াতাড়ি" ॥৯৩৯॥
বৃষ্টি শিলায় ভ্রমণ লীলায় ভক্তগণ ভাবি ভয়ে অভিভূত।
না পড়িল শিলা না ভাঙ্গিল ডাল করিলেন খেলা অতি অদ্ভুত ॥৯৪০॥

কি ভাবে একদা কাঁদিলেন সদা কারে খুঁজি খুঁজি ইতি উতি চায়।
কেদার আসিয়া প্রশান্ত করিলা "নিতাই নিতাই বল"গানটী গায় ॥৯৪১॥
ধলাশ্যাম সত্য ক্ষিতীশ রাজেন্দ্র গাড়ী লয়ে চলে এই চারিজন।
অসহ্য রৌদ্রের তাপে ধৈর্য্যহীন সকলের হৈল অন্ধ নয়ন ॥৯৪২॥

কৃপাময় তখন ডাব মিলাইলা 'তোমরা খাও' বলি আদরে কয়।
জলপানে সবে তৃষ্ণা নিবারিলা ব্যস্ত কৃষ্ণদাস প্রতাপে পাঠায় ॥৯৪৩॥
'কচি ডাবের জল, নেওয়া পাতি খান', আর কিছু নয় কিছুদিন ধরি।
সত্যব্রত যায় ব্রাহ্মণকাঁদায় অভক্তের বাড়ী জানিবে কি করি ॥৯৪৪॥

নৃশংস ভাবেতে ধনুকে জুড়িয়া গুলি ছোঁড়ে গায় রুধির ক্ষয়।
তবু ধৈর্য্য ধরি 'চারি ডাব পাড়ি' "প্রভুর জন্য দেও" কাতরে কয় ॥ ৯৪৫॥
চারি ডাব প্রভু একবারে নিলা সত্যব্রত তায় আনন্দে হাসে।
স্বরূপ জাগান "শালী" গালি শুনি পূর্ণচন্দ্র ঘোষ আনন্দে ভাসে ॥৯৪৬॥

তেরশ' আটাশে জন্মোৎসব এল দূরান্তর হ'তে অনন্ত ভক্ত।
জয়নিতাই দেবের মধুর ইষ্টগোষ্ঠী শুনি সর্ব্বজন পরানুরক্ত ॥৯৪৭॥
'অবৈধ কামনা কেন নাহি যায়' মহেন পুঁছিলা চরণে ধরি।
"কুকাম কামনা তোর কভু নাই" আমি বলিলাম, কহেন হরি ॥৯৪৮॥

বামপাদপদ্মে হস্ত অরপিতে মহেনে ভৎসিলা "ফেলিব ছিঁড়ি"।
তদবধি প্রভুর বামাঙ্গ রিজার্ভ বামে হাঁটিলেও রাগ'ত ভারি ।।৯৪৯।।
খোন্দকার সাহেব বামে হাঁটিলেন নিষেধ না শুনি এক হাটবার।
অকথ্য গালি দিলা তারে প্রভু ক্রোধে সত্যব্রতে মারে খন্দকার ॥৯৫০॥

"গাড়ীর সওয়ার দোস্ত আমার" খোন্দকারে রছুল স্বপনে কয়।
"মারিয়াছ যাঁরে বান্দা সে আমার" ভয়ে খোন্দকার ক্ষমা মাগয় ॥৯৫১॥
শ্রীবাস সাহার পুত্রান্নপ্রাশনে পাবনা পাইকপাড়া চলে সম্প্রদায়।
আনন্দে ভাসায়ে পাবনা গ্রামাঞ্চল নাটোরাভিমুখে শ্রীকুঞ্জ ধায় ॥৯৫২॥

ছাপ্পান্ন মাদল উৎসব নাটোরে উত্তর বঙ্গ ভাসে প্রেম ধারায়।
সম্প্রদায় সহ কুঞ্জদাস মাতি বারাণসী ধামে পৌঁছিয়া যায় ॥৯৫৩॥
কুষ্টিয়ায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া মহেন্দ্রজী চলে কুমারখালী পথে।
শান্তি গোপী আদি ঝুলন উৎসবে মুন্সীগঞ্জ গিয়া আনন্দে মাতে ॥৯৫৪॥

পথে একদিন ভোগ নিতে নারাজ পীড়াপীড়ি করে সেবকগণ।
গরজি কহেন "কে আছ আয়রে"শুনি দৌড়ে আসে চাষী অগণন ॥৯৫৫॥
মার মুখো তারা সেবকগণে বলে প্রভুরে কেন রে কষ্ট দিস্ এত।
তখন হাসি প্রভু ভোগ গ্রহণীয়া বিপদে রক্ষিলা সেবক যত ॥৯৫৬॥

এল ভাদ্রমাস অতি দুর্লক্ষণ ভাঙা ভাঙা মেঘ আকাশ জুড়ে।
কৃষ্ণদাস ভিক্ষায় কলিকাতা আছে মহেন ঢাকা, কুঞ্জ বারাণসী পুরে ।।৯৫৭।।
সতরই ভাদ্র অপরাহ্ন কালে বেড়াতে যাবেন গাড়ী প্রস্তুত।
কালোশ্যাম জগু প্রভুরে নামাতে পড়িয়া গেলেন একী অদ্ভুত ।।৯৫৮।।

কাতরোক্তি শুনি সবে ছুটে এল দৃশ্য হেরে সবে অতি ভীষণ।
উর্ব্বস্থি টুটিল হায়, হায়, একি সকলেই হইল মূঢ়তামগন ।।৯৫৯।।
সত্য প্রমোদ কিরণ ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ করিল অতি যতনে।
হরিহর এল তিনকড়ি সহ খুলি যন্ত্র দিয়া বাঁধে সন্তর্পণে ।।৯৬০।।

বারতা পাইয়া মহেন আইল ঝাড়িলা প্রভুরে চন্দ্রপাত পড়ি'।
'চন্দ্রপাত গ্রন্থের অর্থ যে বুঝি না' 'পারিবে'আশীষ দিলা শ্রীহরি।।৯৬১।।
"সূক্ষ্ম বুঝি না, স্থূলেশ্বরে কি না," পুঁছিলা মহেন জুড়িয়া পাণি।
"থাকিব" বলিয়া কহিলেন প্রভু উল্লাসিত মহেন পাইয়া বাণী ।।৯৬২।।

"ঈশ্বরের ধ্যেয় তারা কীট তুল্য মানুষরূপী তুই পড়ে তোর পায়।
এ মহাসত্য অচিরাৎ যেন নিখিল জগৎ জানিতে পায় ।।৯৬৩।।
মন্দির মস্‌জিদ গির্জ্জা সমাজ সর্ব্বসমন্বয় সরব সম্মেত।
একাকার হবে তুই হবি দেবতা চরণ সেবিব আমি এ হাতে" ।।৯৬৪।।

মহীনের কথা শুনি বন্ধুহরি স্মিত মুখে কহে সরল প্রাণে।
'যা বলেছ তা সম্পান্ন না করে যাবার জো নেই এ উদ্ধারণে' ।।৯৬৫।।
বর পেয়ে মহেন ঢাকা চলি যায় দশার নির্ব্বেদে বিলাপে হরি।
উরুভঙ্গ লীলায় ভক্ত উপলক্ষ সকলি লিখিলা চন্দ্রপাত ভরি ।।৯৬৬।।

শয্যার পার্শ্বে হারাণ পাঠকে প্রভু জালিয়াৎ কহে অকারণ।
পণ্ডিত কহেন "নাম করুন প্রভু ও মধুকণ্ঠে গালি দেন কেন" ।।৯৬৭।।
"তুমি নাম কর," কহিলেন হরি, "কি নাম করিব" পণ্ডিত ভাষে।
"হরি পুরুষ জপিতে পার" উত্তরিলা প্রভু মধুর হেসে ।।৯৬৮।।

"আপনি বলুন" বলিলা পণ্ডিত, প্রভু কহেন "উয়া, মনেতে আছে,"।
অন্য একদিন "জগদ্বন্ধু বল" প্রভু উচ্চারিলা পথের মাঝে ।।৯৬৯।।
টাঙ্গাইলে কোথা হাড়জোড়া বৈদ্য চলে ধলাশ্যাম সবেগে তথা।
হেমনগর গ্রামে ব্রাহ্মণ কুমার সঙ্গে লয়ে এল গাছ লতা পাতা ।।৯৭০।।

বালাপাতা আর পাথরচুনি তা সনে মিশায়ে বাঁধিয়ে দিল।
"হা মধু মাধুক" "ছি বধ বিধান" চন্দ্রপাত বাক্য প্রমাণ হ'ল ।।৯৭১।।
জোড়া লেগে গেছে কি ধাঁধা লাগাল আবার খোলায় দ্বিতীয় আঘাত
যাহা লিখেছেন সকলি ফলিল তারপর এল মহাবজ্রাঘাত ।।৯৭২।।

তপ্ত বাতাস দীর্ঘ নিশ্বাস বনানী কাঁপিছে বেদনা ভরে।
কালো কালো মেঘ দিবাকরে ঢাকি ধরা বিমলিন প্রবাহ ঝরে ।। ৯৭৩ ।।
পহেলা আশ্বিন আজি দগ্ধ দিন জীবপাপবোঝা প্রলয়াঘাত।
লইয়া আসিল বন্ধু আবরিল মহামৃত্যু দশা কী অকস্মাৎ ।। ৯৭৪ ।।

নিত্যসেবকাদি জন কতক মিলি স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে কীর্ত্তন করে।
চন্দ্রপাতে লেখা যে মহাকীর্ত্তন সবে মিলি গায় বিরহার্ত্ত স্বরে ।। ৯৭৫ ।।
সম্প্রদায় সহ তীর বেগে ছুটি কাশীধাম হতে শ্রীকুঞ্জ আসে।
'হা বন্ধু হা প্রভু' তপ্তদীর্ঘশ্বাস, গলদশ্রুধারে সকলে ভাসে ।। ৯৭৬ ।।

ঢাকা হ'তে মহেন, আসিয়া দাঁড়াল প্রভুর খাটের অতি নিকটে।
মশারী তুলিতে "অ্যা" বলিয়া প্রভু সাড়া দিলা অতি অদ্ভুত বটে॥ ৯৭৭ ॥
দেশবন্ধু খ্যাত চিত্তরঞ্জন দাস বাসন্তীদেবী, সহধর্ম্মিণী।
পঞ্চম দিবসে রূপ দরশিয়া স্তব্ধ হইল অলৌকিক গণি ।। ৯৭৮ ।।

ফরিদপুর স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক দক্ষিণাবাবুর সাধ্বী ঘরণী।
স্বপ্নে প্রভু আজ্ঞা যা কিছু পাইলা শ্রীঅঙ্গনে আসি কহে সে বাণী ॥৯৭৯॥
"অন্য মহাদেশে আমি চলিলাম আসিতে আমার বিলম্ব হবে"।
সপ্তাহকাল রক্ষিবে এ দেহ, না আসিলে দেহের সমাধি করিবে ।। ৯৮০ ॥

উত্তরপাড়ার এক ময়না পাখী ভূত ভবিষ্যৎ সে নাকি জানে।
শ্রীনিত্যগোপাল সেথা চলি গেলা সে কহে "আসিবে নবম দিনে"।৯৮১॥
কার্য্যতঃ কথা ঠিক নাহি হ'ল, নিস্পন্দ রহিল শ্রীবন্ধুদেহ।
মহেন্দ্র কুঞ্জ হতবিহ্বল কোন মন্তব্য করে না কেহ ।। ৯৮২ ।।

তথাহি—

কীট বদ্ধ জীব, সকলি অশিব,
বক্ষে ধরিল আজি রে।
আইল আশ্বিন, প্রথম সে দিন,
প্রলয় আসিল সাজি রে ॥

বজর দানিয়া, এ বুকে হানিয়া,
সরব নাশিল ধাতা রে।
অঝোরে ঝুরিল, খসিয়া পড়িল,
আঙ্গিনার লতা পাতা রে ॥

শুধু শোনা যায়, হায় হায় হায়,
নরনারী আসে ছুটিয়া রে।
ক্ষিপ্ত প্রায় সব, হা হা বন্ধু রব,
অশ্রু কর্দ্দমে লুটিয়া রে॥

হ'য়ে উৎসুক, নেহারে শ্রীমুখ,
সিনিগ্ধ উজল চাঁদিমা রে।
বাঁকা হাসি রেখা, ঐ যায় দেখা,
অমিয় জিনিয়া গরিমা রে॥

উজল শ্রীভালে, রাকা শশী জ্বলে,
সুখদ বিনোদ প্রভায় রে।
তমিস্রা যত, পুঞ্জিত দূরিত,
ছটায় করিছে ক্ষয় রে॥

কেহ ব্যস্ত হয়ে, বস্ত্র উন্মোচিয়ে,
শিহরি চরণ চায় রে।
সুচারু চিহ্নিত, চন্দন চর্চ্চিত,
ঝলকিত চন্দ্রিকায় রে॥

বুকে অশ্রুপাত, মুখে চন্দ্রপাত,
অঙ্গে দিয়ে হাত ঝাড়ে রে।
"হরি হিত রও", "হরি হরি কও",
উচ্চারয় বারে বারে রে॥

"প্রলয় পায়" "বন্ধু নাহি যায়",
শারদ নির্ঘোষ নাদিল রে।
সে চির জাগ্রত, চরণোপান্তে,
জাগৃহি বলি যাচিল রে।
কি করুণ রোল, পদ্মা উতরোল,
ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল রে।
শাখী শাখে পাখী, এ দৃশ্য নিরখি,
সুধামাখা গান ভুলিল রে॥

কথা কও প্রভু, কথা কও তুমি,
এ করুণ স্বর তুলিল রে।
ভয়ার্ত্ত জগৎ, হয়ে শতমত,
চন্দ্র সূর্য্য আঁখি মুদিল রে॥

বিশ্ব জুড়িয়া, আকাশে উড়িয়া,
সেই স্বর আসে ঝাপিয়া রে।
বেদনা দলিত, বক্ষ বিমথিত,
পঞ্জর উঠে কাঁপিয়া রে॥

স্বতঃ উৎসারিত, বেদনা পুরিত,
ভক্ত অগণন কাঁদিল রে।
মহানাম মহা- প্রেম-মধুবহা,
ক্রন্দন বন্যায় ভাসিল রে॥

উপস্থিত ভক্ত পরামর্শ করি কাঠে ঘিরিয়া মৃত্তিকা লিপয়।
বারই তারিখ কৃষ্ণদাস কহে "সমাহিত কর," স্বপ্নে প্রভু কয়।। ৯৮৩।।
মহেন্দ্রজী ক'ন "আমারে শ্রীপ্রভু কিছু না জানায় করণীয় কি।
আমি আপনার বিরোধীও নই সহায়ও হবনা নীরবে থাকি।। ৯৮৪।।

স্বপ্ন অনুসরি শ্রীকৃষ্ণদাসজী সমাহিত কৈল শ্রীদেহখানি।
অখণ্ড কীর্ত্তন যজ্ঞ থামি গেল সত্য হইল চন্দ্রপাত বাণী।। ৯৮৫।।
"হরিনাম হে বিরাম পরিণাম রে অনাম বন্ধুবধ দ্বিতীয় ঘাতন।"
বাইশ বৎসর আগে যা লিখিলা প্রভু সফল হইল সকল কথন॥ ৯৮৬॥

সম্প্রদায় গেল নবীনগর চলি অন্য সবে গেল যার যেই স্থান।
অঙ্গনে রহিল ধলাকালাশ্যাম যজ্ঞেশ্বর রাখাল শ্রীহরমোহন॥ ৯৮৭॥
বেদী পাদমূলে সেবা পূজাভোগ নাম যজ্ঞহীন নীরব অঙ্গনে।
কৃষ্ণদাসজী গেলা শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণে ভিক্ষার্থ বিদেশে ব্যথিত প্রাণে॥ ৯৮৮॥

রাজবাড়ী আসি মিলে তিনজন মহেন্দ্র যোগেন্দ্র শ্রীকুঞ্জ দাস।
কি অবস্থা হ'ল কি কর্ত্তব্য এবে ইহা নির্দ্ধারণে তিনের প্রয়াস॥ ৯৮৯॥

'যান নাই প্রভু নিশ্চয় আছেন' ইহাতে সংশয় নাহিক মনে।
'প্রলয় লইয়া দশায় ডুবেছে জাগিবে নিশ্চয় মহা কীর্ত্তনে॥ ৯৯০ ॥

"ত্রয়োদশদশা" হরিকথায় আছে আগে বুঝি নাই এই বা হবে।
এ মহাদশায় নাম ছাড়া আর কিছু করণীয় নাহিক এবে॥ ৯৯১ ॥
দশম দশায় মৃতকল্প রাধা কৃষ্ণনামে পুনঃ হ'ত জাগরণ।
দ্বাদশদশায় গৌরাঙ্গসুন্দরে স্বরূপাদি শুনায় শ্রীনাম কীর্ত্তন॥ ৯৯২ ॥

কবিরাজ কয় যজ্ঞের যে ব্যয় সকলি বহিব জীবাধম মুঁই।
মহানামে মাতি তোমরা থাকহ জাগরণ পণ কর এথাই॥ ৯৯৩ ॥
জয় জয় ধ্বনি দিল তিনজন শ্রীমহেন্দ্র কুঞ্জ অঙ্গনে যায়।
আঁধার অঙ্গন নাম গন্ধহীন অশ্রুনীরে ভাসি দোঁহে লুটায়॥ ৯৯৪ ॥

দোসরা কার্ত্তিক প্রভাতে প্রভাতী শ্রীকুঞ্জ মহেন দু'জনে ধরে।
পুরুষোত্তম ছিল আর জন দুই প্রভুকরুণায় কিছু না ডরে॥ ৯৯৫ ॥
ঘণ্টা ঘণ্টা ধরি নাম চালাইলা দিকে দিকে পত্র ছাড়িলা কত।
দেখিতে দেখিতে সম্প্রদায় সেবক ছুটি আসি যজ্ঞে হ'ল উপনীত॥৯৯৬॥

নানা সুরে তালে অবিরাম চলে প্রভু করুণার মহাপ্রবাহিনী।
সারা জগতের পাপকালি ধুয়ে বারতা ঘোষিছে মহাজাগরণী॥ ৯৯৭ ॥
আজিও শোন হো, সেই মহাযজ্ঞে আহুতি চলিছে জগন্মঙ্গল।
সাতচল্লিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে আসিবেন আশা তবু সমুজ্জ্বল॥ ৯৯৮ ॥

মন্দির অভ্যন্তরে স্বানুভাবে পহুঁ স্বনাম মাধুরী আস্বাদে বসি।
বাহিরে ছুটিছে মহানাম ঢেউ পাপকৈতব চলিছে ধ্বসি॥ ৯৯৯ ॥
হরিনামের শক্তি নিত্য বর্দ্ধমান ঘনায়ে এসেছে মহাজাগরণ।
কলুষ কাটিবে প্রকট হইবে নবীনযুগের মঙ্গল ক্ষণ॥ ১০০০ ॥

দু'সহস্র পৃষ্ঠা লীলা-তরঙ্গিণী গোপীবন্ধুজীর ধ্যান সমুদ্ভুত।
তদনুসরণে সহস্র স্তবকে রঙ্গের লীলা রচে মহানামব্রত॥ ০ ॥

তথাহি—

হে মোর দয়িত !
কোথা চলি গেছ ছাড়ি !
কত না প্রবোধ, দিলাম পরাণে,
আর ত বুঝাতে নারি ॥
মাস পক্ষ ঋতু, ঘুরি ফিরি আসে,
বরষ যায় গো চলি ।
এ হতভাগীর, বুকের পাঁজর,
ভাঙ্গি ভাঙ্গি যায় দলি ॥

বৈশাখ আসে, শুভ আগমনী,
উৎসব বারতা ল'য়ে ।
শ্রীসীতানবমী, স্মরণে ধরণী,
নাচে হরষিতা হ'য়ে ॥
ধামে ধামে কত, কীর্ত্তনায়োজন,
মোর প্রাণে হাহাকার ।
শুষ্ক মালায়, কার অধিবাস,
শ্রীমন্দির অন্ধকার ॥

জ্যৈষ্ঠ মাস আসে, আবাসে আবাসে,
রসাল আস্বাদন ।
রসের কেতন হারা হ'য়ে মুই,
ফুকারই অনুক্ষণ ॥

আষাঢ়ে চাতকী, তিরপিত মতি,
বারি ধারা করে পান ।
নির্ম্মম বিধাতা, মোরে নাহি দিল,
বন্ধু বারিদ দান ॥

শ্রাবণে পদ্মা, ফুলিয়া উঠিয়া,
বন্ধুকুণ্ডে ঢালে পানি ।
এই না সলিলে, নৌকাখেলা কত,
ভাবি শিরে কর হানি ॥

ভাদ্রে সুখস্মৃতি, অষ্টমী রাতি,
মথুরার কারা কক্ষে।
হায়রে এবার, সতরই স্মৃতি
বজর বিধাঁল বক্ষে॥

আশ্বিনে আসিল, পূজা উৎসব,
সর্ব্বত্র সুখের হাসি।
এ জীবন সাধে, কি বাদ সাধিল,
পহেলা আশ্বিন আসি॥

কার্ত্তিকে বৈষ্ণব, রাধা দামোদর,
নিয়ম করিয়া ভজে।
অশ্রুনীরে গণি, দুখের বরষ,
মহা, নামযজ্ঞ বেদী রজে॥

অগ্রাণে বাগানে, ফুল্লমনে হাসে,
গোলাপ রজনী গন্ধ।
সকল সৌরভ, ছাপি' হৃদে জাগে,
বঁধুয়ার অঙ্গ গন্ধ॥

পউষে শিশিরে, দীরঘ রজনী,
প্রেমিক পরাণে সুখ।
আমার অন্তর তুষানলে দহে,
না হেরি সে বিধু মুখ॥

মাঘে পূর্ণিমায়, মনে পড়ে যায়,
বঁধুর বদন শশী।
আর কি জীবনে, সে রূপ হেরিব,
চালিতার তলে বসি॥

ফাল্গুনে সমাপ্ত, নিরজন বাস,
দীর্ঘ সপ্তদশ বর্ষ।
এ দশা-স্থিতি-কাল, কবে হবে সারা,
ভাবি মুঁই গতহর্ষ॥

চৈত্রে বাসন্তী, মলয় সমীরে,
কোকিলা কাকলী ঘোষে।
শূন্য হৃদাকাশ, শুধু তপ্ত শ্বাস,
দারুণ দুর্দ্দৈব দোষে॥
বরিখ বরিখ, এমতি গড়ল,
দু'খের দুর্ভেদ্য কারা।
আশাপথ 'পরে, মহানাম পড়ে,
রহল নিমেষহারা॥

স্মরণামৃতি

আর কি জীবনে সেদিন আসিবে হেরিব পরাণ কান্ত।
হেরে, সকল সন্তাপ বিগত হইবে চিত হবে চির শান্ত॥
ডাহাপাড়া গ্রামে দীননাথ ধামে হেরিব বামাদুলালা।
শ্রীগোবিন্দপুরে ভৈরব কুটীরে রাসমণি মণিমালা॥
ব্রাহ্মণকাঁদায় পঞ্চবটীছায় বাঁকাঠামে বংশীধারী।
বাকচর অঙ্গনে মধুর গঙ্গনে কাবেরী তটচারী॥
পাবনাতে কেলিকদম্বের তলে কন্দর্প নিন্দন কাঁতি।
শ্রীরামবাগানে ডোম শিশুসনে রাখালিয়া ভাবে মাতি॥
ধাম নদীয়ায় শ্রীহরিসভায় শিতিকণ্ঠ কণ্ঠে দোলা।
বদরপুরেতে বাদল গৃহেতে বাল্যভাবে আত্মভোলা॥
বস্ত্রাবৃত অঙ্গ ব্রজের পথে রঙ্গ ঘোমটাওয়ালী বহুঁ।
কুসুম সরোবরে গোফার ভিতরে মৌনীবাবা মোর পহুঁ॥
ঢাকায় রামশাহ বাগানেতে যিহঁ মহাভাবে বিভাবিত।
তিঁহ গোয়াল চামট অঙ্গনে প্রকট চালিতাতলায় স্থিত॥
শতখুঁটিঘেরা পরণকুটিরে গম্ভীরা লীলাকারী।
স্বানুভাবানন্দে রসে ডগমগ জগজন মনোহারী॥
কেদারের ঘরে ধূলি শয্যা'পরে পিরীতি রসানন্দী।
টেপাখোলা গাঁয় মথুর আলয় প্রেমের ফাঁদেতে বন্দী॥
নানা ভাবরূপ লীলারসভূপ বিশ্ববিমোহন শোভা।
আরাম, কেদারা উপরি দিগম্বর হরি মহানাম মনোলোভা॥

সমাপ্ত

ধাম শ্রীঅঙ্গনে, পশ্চিম তোরণে,

মহাপ্রচারণ চিত্র শোভা করে।

গ্রন্থ নিজকৃত, মহানামব্রত,

বিনয়ে অর্পিছে গোপীবন্ধু-করে॥

লীলামাধুরী আস্বাদনে

পরম শ্রদ্ধাভাজন ডঃ শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহোদয় কর্ত্তৃক উদ্গীত শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরী পাঠ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম। এই গ্রন্থরাজ ব্রহ্মচারী মহোদয় আমার ন্যায় কীটাধমকে উপহারস্বরূপ দান করিয়া তৎসহ তাঁহার আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন ও শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপাবর্ষণ করিয়াছেন।

কৃপার ধারা যতই বর্ষিত হউক না কেন, পাত্রের তাহা ধারণা করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত মৎসদৃশ ব্যক্তিকে তিনি যে কৃপাশিস্ ঢালিয়া দিলেন, আমি তাহার যোগ্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। ইহা আমার দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। তৎসত্ত্বেও কৃপার দান ঐ অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করিতেছি ও প্রাণের অন্তঃস্থলে অসীম আনন্দ উপভোগ করিতেছি। মনে হইতেছে, নৈমিষারণ্যে ভাগবতসভায় শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূত মহাশয়কে যাহা বলিয়াছিলেন সেই বাক্য উচ্চারণ করি ঃ

> বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
> যচ্ছৃন্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥

"আমরা শ্রীভগবদ্গুণ শ্রবণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। ইহা শ্রবণে রসিকগণের প্রতি পদে পদে মধুর হইতে সুমধুব রসাস্বাদন হয়।"

এই গ্রন্থে যে পরমপুরুষের লীলাকথা আস্বাদিত হইয়াছে তাহার অপরূপ লীলাসৌন্দর্য্য অনাবিল জ্যোৎস্নাধারার ন্যায় আপনি বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। সেই জ্যোৎস্নায় স্নাত হইলে অবিদ্যা তমোরাশি আপনি দূরীভূত হইয়া যায়। অপি চ স্বতঃস্ফূর্ত্ত অমিয়-মন্দাকিনী হৃদয়কে আপনি উচ্ছ্বসিত কবিয়া তোলে।

গ্রন্থের প্রথমেই কবি "শ্রীশ্রীহরিপুরুষ স্তবরাজ" শীর্ষক সংস্কৃত কবিতায় প্রতিপাদ্য দেবতা শ্রীশ্রীহরিপুরুষকে স্তব করিয়াছেন।

> সৌন্দর্য্যে সর্ব্বসারং সরসিজবদনং প্রেমবন্ধুং পরেশং
> শ্রীবন্ধুং স্নেহসিন্ধুং সিতকররদনং নিত্যকৈশোর বেশং।
> মাধুর্য্যে বিশ্বপারং ললিততনুধরং কোটিকন্দর্প ভূপং
> বন্দে পদ্মাসনস্থং হরিপুরুষবরং পঞ্চতত্ত্বস্বরূপম্॥ ১॥

যিনি সৌন্দর্য্যে সর্ব্বসারস্বরূপ, যিনি স্নেহে সিন্ধুবৎ, যিনি মাধুর্য্যে বিশ্বপার, কোটিকন্দর্প জিনিয়া যাঁহার তনুভাতি, তিনি একাধারে পঞ্চতত্ত্বস্বরূপ। পদ্মাসনস্থ সেই হরিপুরুষবরকে প্রণাম করি।

এই পুরুষবরকে মহানামব্রত ধ্যান করিয়াছেন। তিনি ধ্যাতা। ধ্যেয়বস্তুকে ধ্যান করিয়া তিনি চরম সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন। সমগ্র বন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী

শ্রীগ্রন্থের দশটি খণ্ডে যে লীলামৃত উথলিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কবি একটি ধ্যান-তরঙ্গের উৎক্ষেপে ধারণ করিয়া মধুময় ছন্দে রূপদান করিয়াছেন।

যে লীলা সনকসনন্দাদি হইতে আরম্ভ করিয়া নিত্য প্রবাহিত হইয়া অগণিত ভক্তহৃদয়ের কানায় কানায় উচ্ছলিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—সেই লীলার অমৃত সিন্ধুকে বুক ভরিয়া ধারণ করিয়া শ্রীশুকেরই মতন শ্রীমহানামব্রতজী স্বানুভূত বন্ধুলীলা মধুরিমা মর্ত্যের জীবকে আস্বাদন করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। অমৃতের আস্বাদনকারী, তিনি ধন্য। ছিটাফোটা পাইয়া আমরাও ধন্য। অমৃতের সহিত তুলনা চলে না লীলামৃতের। অমৃত পানে অমর হয় আর লীলামৃত আস্বাদনে ব্রহ্মাদির দুর্লভধন প্রেমভক্তি লাভ হয়।

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলামাধুরী একাধারে তত্ত্ব ও লীলাগ্রন্থ। কবিতার ছন্দে তত্ত্ব এবং লীলাজ্ঞাপক গ্রন্থ হিসাবে বিচার করিলে ইহাকে একখানি নূতন গ্রন্থ বলা যাইবে না। কারণ ইতঃপূর্ব্বে এইরূপ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত রহিয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থদ্বয় ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তথাপি বলিব মহানামব্রতজীর শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরীতে দুইটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। একটি ছন্দোমাধুর্য্য, অপরটি, সারল্য।

গ্রন্থের ছন্দটি নিরুপম। পাঠ করিতে করিতে অন্তরে সঙ্গীতের দোলা আনে। মনে হয় সুর করিয়া গান ধরি। লীলার তরঙ্গ-রঙ্গে দেহমন নাচে। গ্রন্থের সারল্য অর্থাৎ বর্ণনার প্রাঞ্জলতা অপূর্ব্ব। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অতীব দুরবগাহ গ্রন্থ। সাধারণ মানুষ ত দূরের কথা—অতি বড় বিদ্বান ব্যক্তিরও বহুস্থানে বারবার পাঠেও তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত কথঞ্চিৎ সহজ হইলেও মাঝে মাঝে ব্যাসকূট আছে এবং গ্রন্থ পাঠে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যসুন্দরের তিন বাঞ্ছা অভিলাষে দুইতনু একতনু—এই তত্ত্বের দিকটি অপ্রকাশিতই থাকিয়া যায়।

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরীতে তত্ত্বগর্ভ লীলার প্রকাশ। তত্ত্বকথা ও লীলা কাহিনী সকলই অতি সরল প্রাঞ্জল ভাবে পরিব্যক্ত। যিনি ধ্যান করিয়া এই অমৃতফল লাভ করিয়াছেন, তিনি আপামর জীবকে অকাতরে বিলাইবার জন্য অভিনব সরল ছন্দে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্যই বলিতেছি শ্রীশ্রীবন্ধুলীলামাধুরীর অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব বিশেষভাবে প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর পরম তত্ত্বস্বরূপ। তাঁহার লীলা সমুদ্রবৎ গম্ভীর। "ত্রয়োদশ দশা আস্বাদনে" শ্রীশ্রীপ্রভু মহাগম্ভীরায় সুদীর্ঘ সপ্তদশ বৎসর নিরালা

কুটিরে নির্জ্জনে গভীর অন্ধকারে নিজেই নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছিলেন, আজও আছেন। জীবের সাধ্য কোথায় তাহাতে প্রবেশ করে। তিনি একাধারে সর্ব্বতত্ত্বস্বরূপ। নিজ শ্রীমুখের বাণীতে, লেখনীতে ও মহামহাভক্তগণের অনুভূতিতে ইহা শত শত স্থলে সুপরিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। অযাচিতকৃপায় যাঁহার চক্ষু খুলিয়াছে, সূর্য্যালোকের মত স্পষ্ট এই তত্ত্ব তিনিই দেখিতে পান। প্রাকৃত মনবুদ্ধির সাহায্যে তাহা প্রকাশিত হইবার নহে। কৃপাশক্তিতে শক্তিমান বলিয়াই ব্রহ্মচারিজীকর্ত্তৃক লীলামাধুরীর মহাগ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

ডঃ মহানামব্রতজী সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ। তিনি একাধারে বক্তা, দার্শনিক ও কবি। তিনি জগদ্বিখ্যাত বাগ্মী। তাঁহার ইংরেজী ভাষায় আধ্যাত্মিক ভাবোদ্দীপক ভাষণ (inspiring oratory) শ্রবণ করিয়া আমেরিকার সর্ব্বধর্ম্ম সম্মিলনের কর্ম্মকর্ত্তা Charles F. Weller সাহেব লিখিয়াছেন—

"Personally hearing a number of his addresses I was moved to fraternal enthusiasm by his rare combination of wisdom and wit with quiet, modest self-assurance, large human friendliness and notably informing and inspiring oratory."

দর্শনতত্ত্বের অতীব কঠিন ও দুরূহ বিষয়গুলি তিনি বক্তৃতায় জলের মত স্বচ্ছন্দ তরল গতিতে প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার বক্তৃতা যে কি জিনিষ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা চলে না। যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারাই আস্বাদনে মুগ্ধ হইয়াছেন। কঠোর সমালোচকেরাও বলেন, ডঃ ব্রহ্মচারিজীর ভাষণ সকল সমালোচনার ঊর্দ্ধে। তিনি নিখিল দর্শন সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সমগ্র দর্শন শাস্ত্রকে মন্থন করিয়া যে অমৃতময় তত্ত্বভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইতেছে। তজ্জন্যই তাঁহার লেখনী-প্রসূত ফলগুলি এক একটি রসকদম্ব। ভূমিকা লেখক পরমপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সুরে সুর মিলাইয়া আমিও বলি—"ব্রহ্মচারিজীর প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া মাদৃশ জীবাধমের পক্ষে বাতুলতামাত্র। কিছু বলিতে গেলে আশঙ্কা হয় তাঁহার বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় হয়তো প্রকাশিত হইল না।

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলামাধুরী সেই রসকদম্বনিচয়ের আর একটি অপরূপ রসকদম্ব। যাঁহারা আস্বাদন করিবেন, তাঁহারাই লীলা ও তত্ত্বের মাধুর্য্যে মজিবেন। আমি মজিয়াছি, তাহাই ব্যক্ত করিতেছি। পাঠক আস্বাদন করুন।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের স্বকীয় তত্ত্বস্বরূপটি নিজ শ্রীকরে ব্যক্ত :

ঢাকা স্বামীবাগ ত্রিপুলিঙ্গ স্বামী একদা আইলা প্রভুরে দেখিতে।
বঞ্চিত হইয়া ক্ষুব্ধ অন্তরে খুঁত খুঁজিবারে লাগিল চিতে॥

টহলের পথে রমেশচন্দ্রে পুছে জগদ্বন্ধু কোন্, কিবা পরিচয়?
কী দিবে উত্তর দিশা না পাইয়া অধোমুখে রৈলা কিছু না কয়॥

ঘরে ফিরি রমেশ পাইলা পত্র আত্মপরিচয় লিখিয়া শ্রীকরে।
অন্তর্যামী প্রভু ফরিদপুর হতে পাঠাইয়া দিলা রমেশ তরে॥

"পরিচয় হরি নাম জগদ্বন্ধু জনম মাহেন্দ্রক্ষণ সুলক্ষণ।
মুর্শিদাবাদ ডাহাপাড়া ব্রাহ্মণ পুরুষ মহাউদ্ধারণ হরি মহাবতারণ॥" ৫৮০—৮৩

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের স্বকীয় তত্ত্বস্বরূপটি নিজ শ্রীমুখে ব্যক্ত —

আসি নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমারারোহণে বসি উচ্চশ্রেণী কামরা মাঝ।
প্রভু কহিলেন নবদ্বীপ প্রতি মোর তত্ত্ব মুই বলিব আজ॥

"অনাদির আদি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজরতন।
রাই সনে মিলি শ্রীগৌরচন্দ্র মধুর নদীয়া ধামের ধন॥

এই দুই লীলার সরব সমষ্টি শকতি সম্পন্ন পুরুষ যেই।
হরিপুরুষ আমি নিগূঢ় তত্ত্ব মহাতত্ত্বকথা সেই রে সেই॥ ৫৮৯—৫৯১

পরব্রহ্ম তত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব—এই দু'য়ের তুলনামূলক তাত্ত্বিক আলোচনা—

পরব্রহ্ম তত্ত্ব অন্য নিরপেক্ষ ভগবত্তত্ত্ব সাপেক্ষ বটে।
ব্রহ্ম চিরদিন একাকী বিরাজে ভগবান্ নাম ভক্তই রটে॥

সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ভগবান্ নিজে ভক্ত দাস্য করে আপন ইচ্ছায়।
পদ্মায় নৌকায় মহিম ডুবি যায় বন্ধু নৌকা ঠেলে চর্ম্ম উঠি যায়॥

পরব্রহ্ম Absolute, ভগবান্ Relative তত্ত্ব এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত লীলা-তত্ত্বে মাখামাখি করিয়া কী অপূর্ব্ব ভঙ্গীতেই না প্রকাশ করিয়াছেন।

রাগানুগা ভক্তি ও বৈধী ভক্তির পার্থক্য কহিলেন—

বিধি আর রাগ দু'টি ভজন পথ উভয়ত্র মিলে আরাধ্য ধন।
বিধি মার্গে শাস্ত্রবিধিমত কার্য্য রাগমার্গে লৌল্যে মিলে রতন॥

সাধনার ফলে সিদ্ধিলাভ হয় সাধন উপায় সিদ্ধিতে প্রাপ্তি।
রাগাত্মিকা পথ অতি অপূর্ব্ব সাধন কালেই প্রাপ্তির তৃপ্তি॥

সাধন মধ্যেই সাধ্য প্রকটিত প্রতি পদক্ষেপে উজ্জ্বলতর।
পথে চলিতেই স্মরণে প্রাপ্তি এ পথ প্রদেষ্টা গৌরসুন্দর॥

বিধিমার্গে প্রেম নাম হ'তে জাত, রাগে প্রেমে নাম স্ফুরে জিহ্বায়।
প্রেম প্রাপ্তি তরে নাম করা নয়, নাম হয় প্রেমের উদ্বেলতায়॥২০১—৪

বিধিমার্গ শাস্ত্র দৃষ্টে, আর রাগমার্গ লালসার প্রবলতায়। বিধিমার্গে সাধনার ফলে সিদ্ধি, রাগমার্গে সাধনের মধ্যেই সিদ্ধি। যাঁহারা নিত্যলীলা নিত্য স্মরণ করেন তাঁহারা স্মরণের মধ্যেই নিজেকে মঞ্জরীর দাসীরূপে ব্রজকুঞ্জে ভাবনা করেন। সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া চলিতে থাকেন। তাই সাধনের পথেই সিদ্ধির আনন্দ। বিধিমার্গে নাম করিতে করিতে প্রেম জন্মে। আর রাগমার্গে প্রেমের উদ্বেলতায় জিহ্বায় নাম আপনি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। বিধিমার্গের সাধক নাম করেন প্রেম পাইবার জন্য। রাগমার্গী সাধকের নাম উচ্চারণ হয় স্বতঃ স্বাভাবিক প্রেমের তীব্র অনুভব হইতে। কী সরল সুন্দর কবিতায় ব্রহ্মচারিজী গৌরসুন্দরের এই রাগমার্গের মহাদানের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। মনে হয় এমনটি আর পাই নাই।

বিষ্ণুপ্রিয়ার অবতার দশ বৎসরের বালিকা—লক্ষ্মীদেবী শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরকে পত্রী দিয়াছেন—কী মর্ম্মস্পর্শী নিরুপম পত্রের ভাষা লীলা মাধুরীতে ব্যক্ত :—

কত ব্যথাভরা লক্ষ্মীর লিপিকা অপ্রাকৃত ভাষা অপূর্ব্বভাব।
প্রিয়াজী ব্যতীত আর কার বল অতল পরশী হেন বিভাব॥
"মোর অন্তরের নিভৃত কন্দরে তব সিংহাসন রেখেছি পাতি।
ক্ষীণাভ প্রদীপ তব প্রতীক্ষায় শুভ আগমনে উঠিবে ভাতি॥
হোক বা না হোক তব আগমন তাবৎকাল রব প্রতীক্ষারত।
গলদশ্রু ধারায় মোর এই দেহ যাবৎ না হইবে দ্রবীভূত॥
প্রেম সুরভিত মোর অশ্রুনীর ও রাঙা চরণ করিবে সিক্ত।
রব পথ চাহি যাবৎ না পাই হৃদি সিংহাসন রহিবে রিক্ত॥
হৃদয়ের ব্যথা তুমি অবগত এই ত সান্ত্বনা আর কি চাই।
তব অনুরাগ হৃদয় কন্দরে চির সমুজ্জ্বল রহুক সদাই॥ ৩৩৩-৩৩৬

দীর্ঘকাল পর শ্রীমন্দির হইতে দিগম্বরবেশে পঞ্চম বর্ষীয় শিশুটির মত শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। ভক্তেরা আকুল প্রাণে দর্শন করিতেছেন। সত্যব্রত শ্রীচরণ জড়াইয়া ধরিতে যাইতেছেন। কবির বর্ণনায় সেই অপরূপ ছবিটি প্রত্যক্ষীভূত হইয়া দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে স্ফুরিত হইতেছে—

আকুলতা ভরা ডাকে, অনুরাগ ভরা বুকে,
দেখা দিতে বাহিরিলা শ্রীবন্ধুসুন্দর।
দরজার হুড়কাটি, করে দণ্ড পরিপাটী,
মন্দির সোপানে নামে নগ্ন দিগম্বর॥

আজানুলম্বিত বাহু, চরণে পাদুকা রাহু,
কৃপাপুষ্ট দৃষ্টিখানি সর্ব্ব মনোহর।
কারুণ্যের পূর্ণ ছবি, অঙ্গ তেজে ম্লান রবি,
ত্রিবলী লম্বিত কিবা সুন্দর উদর ॥

পদদ্বন্দ্ব সিঁড়ি 'পরে, ভক্ত সাধ বক্ষে ধরে,
মুক্ত বাহু সত্যব্রত কৃপাস্পর্শে ভোর।
উঠে মহানাম রোল, লক্ষ কণ্ঠে হরিবোল,
কৃপা সুধা স্বাদে মগ্ন ভকত চকোর ॥

উলু দেয় মাতৃগণ, শঙ্খ বাজে অগণন,
শ্রীঅঙ্গনে আনন্দের বন্যা বাদর।
দূরস্থেরা বেগে আসে, ঝাঁকী দরশন আশে,
মহানাম কাঁদে বসি দূর দূরান্তর ॥ ৮০৭-১০

বর্ণনার মাধুর্য্যগুণে মাধুর্য্যঘন মূর্ত্তি চিত্রকরের নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত চিত্রের মত প্রত্যক্ষীভূত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা সে লীলা যাঁরা দেখিবার ভাগ্য পাই নাই, তারাও সুস্পষ্ট দর্শন করিতেছি—শ্রীমন্দিরের সিঁড়ির উপর দিগম্বর বন্ধুহরি দরজার হুড়কাটি দণ্ডরূপে শ্রীকরে লইয়া দণ্ডায়মান। লক্ষকণ্ঠে হরিধ্বনি, উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি। শ্রীঅঙ্গনে আনন্দের বন্যা।

আধুনিক কালের কবির বর্ণনার ভঙ্গিমা স্থানে স্থানে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত "বারমাসী বা বারমাস্যা" কাব্যের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু নিপুণ হস্তের তুলিকাস্পর্শে তাহাতে আধুনিকতার ছাপ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। অথচ মধ্যযুগের কবিদের বহির্ম্মুখীন আঙ্গিকগত ত্রুটি বিচ্যুতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য করিতে পারি না। মধ্যযুগের কবিতার সারল্য হৃদয়ের অপ্রাকৃত উচ্ছ্বাস এবং তৎসঙ্গে কবির ব্যক্তিগত ভাবনিচয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

হে মোর দয়িত!
কোথা চলে গেছ ছাড়ি।
কত না প্রবোধ দিলাম পরাণে
আর ত বুঝাতে নারি ॥

মাস পক্ষ ঋতু, ঘুরি ফিরি আসে,
বরষ যায় গো চলি।
এ হতভাগীর, বুকের পাঁজর,
ভাঙ্গি ভাঙ্গি যায় দলি ॥

রাগানুগা ভজনের ভাবগত বৈশিষ্ট্য, গভীর প্রেমের আকুলতা তীব্র আত্মানুভূতি এবং প্রিয়বিরহের মর্ম্মোচ্ছলতা এই কবিতায় সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

দশম মাধুরীর বর্ণনার পরিশেষে ত্রিপদী ছন্দে বর্ণনার মাধুর্য্য কিরূপ মনোহর হইয়াছে তাহার দুই চারটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলেই অনুভূত হইবে। শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীদেহ মহাগম্ভীরার অন্তর্দশায় অবস্থিত। তখন ভক্তদের মনোমানসে যে গভীর হাহাকার উঠিয়াছে তাহার বর্ণনায় কবি অপূর্ব্ব নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাণের বেদনা গভীর হইতে গভীরতর না হইলে এই উচ্ছ্বাস কখনই প্রকাশিত হইতে পারে না।

কীট বদ্ধজীব, সকলি অশিব,
বক্ষে ধরিল আজি রে।
আইল আশ্বিন, প্রথম সে দিন,
প্রলয় আসিল সাজি রে॥

বজর দানিয়া, এ বুকে হানিয়া,
সরব নাশিল ধাতা রে।
অঝোরে ঝুরিল, খসিয়া পড়িল,
আঙ্গিনার লতাপাতা রে॥

শুধু শোনা যায়, হায় হায় হায়,
নরনারী আসে ছুটিয়া রে।
ক্ষিপ্ত প্রায় সব, হা হা বন্ধু রব,
অশ্রু কর্দ্দমে লুটিয়া রে॥

* * * *

বিশ্ব জুড়িয়া, আকাশে উড়িয়া,
সেই সুর আসে ঝাপিয়া রে।
বেদনা দলিত, বক্ষ বিমর্দ্দিত,
পঞ্জর উঠে কাঁপিয়া রে॥

স্বতঃ উৎসারিত, বেদনা পুরিত,
ভক্ত অগণন কাঁদিল রে।
মহানাম মহা- প্রেম মধুবহা,
ক্রন্দন বন্যায় ভাসিল রে॥

মহানামব্রতজী কবি। কবি শব্দের প্রকৃত অর্থ দ্রষ্টা। কবির হৃদয়ের মাধ্যমেই সেই আনন্দঘন অমৃত পুরুষের অমৃত রস প্রকাশিত হইতেছে। "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—অর্থাৎ যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাহার অমৃতরূপ।

হৃদয় ভাবরাশিতে পরিপূর্ণ না হইলে পরিপূর্ণ আনন্দের অভিব্যক্তি হয় না। ভগবান্ স্বয়ং পূর্ণ, তাই তিনি আনন্দ চিন্ময়রসের লীলা করেন। "রসো বৈ সঃ

রসহ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি''—উপনিষদের এই অমৃতবাণী হইতেই প্রমাণিত হয় যে, যেহেতু তিনি স্বয়ং পূর্ণ, সেই হেতুই পূর্ণানন্দের অভিব্যক্তিতে তিনি মধুর লীলা করেন।

কবি বা সাহিত্যিকও ঠিক তেমনি। শ্রীভগবানের এই আনন্দধারাই তাঁহাদের চিত্তদলে উচ্ছ্বসিত হয়। ''ভগবানের আনন্দ সৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত। মানব হৃদয়ের আনন্দধ্বনি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎসৃষ্টির আনন্দ-গীতির ঝঙ্কার আমাদের হৃদয়-বীণা-তন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে। সেই যে মানব-সঙ্গীত, ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ। বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কি রাগিণী বাজাইতেছে, সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে। তাহা রচয়িতার নহে। তাহা দৈববাণী। বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালোমন্দ তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, এই বাণীও তেমনি দেশে দেশে, ভাষায় ভাষায় আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।'' 'সাহিত্যের তাৎপর্য্য'—রবীন্দ্রনাথ।

তাই আবার বলি, শ্রীশ্রীবন্ধুলীলামাধুরী শুধু তত্ত্বমূলক বা কাহিনীমূলক কবিতা নহে। ইহার সাহিত্যিক বা কাব্যিক মূল্য চিরন্তনকালের। কারণ স্বয়ং ভগবান্ লীলাময়রূপে লীলার মাধুর্য্য নিজে আস্বাদন করিয়াছেন শ্রীশ্রীহরিপুরুষ রূপে। সেই মহাতত্ত্বের আস্বাদন করিয়াছেন মহানামব্রতজী মহান রসিক রূপে। এইহেতু, তত্ত্ব ও রসের মহামিলনে কবির আত্মিক ধ্যানের গলিতফল রূপে শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরী অনন্ত কাল ধরিয়া অনন্তানন্তময়ের অনন্ত তত্ত্ব ও রসকে মন্দাকিনী ধারার ন্যায় প্রকাশিত রাখিবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের কৃপাধারায় স্নাত মহাকবি মহানামব্রতজীর জয় হউক। শ্রীশ্রীলীলা মাধুরীর জয় হউক। লীলানায়ক শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর চির জয়যুক্ত হউন। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

"চারুকুটির"
সুভাষপল্লী, চন্দননগর
হুগলী

শ্রীনিরঞ্জন কুমার ভট্টাচার্য্য
অধ্যক্ষ, ইটাচুণা কলেজ।